অগস্ত্য-সংহিতা।

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ
কর্ত্তৃক অনূদিত।

কলিকাতা,
হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী প্রেস হইতে
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীরামঃ।

পূর্ব্বাভাস।

এই অগস্ত্যসংহিতা ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য পরম ভক্ত ও জিজ্ঞাসু সুতীক্ষ্ণ ঋষিকে মোক্ষপথ বলিবার প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইহা তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সাধারণতঃ ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় ইহাকে মৌলিক ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াই ইহা সংহিতা নামে অভিহিত।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ব্যবস্থাপক স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য প্রভৃতি নিবন্ধকারেরা অনেকস্থলে এই গ্রন্থের স্বাধীন প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়া ধর্ম্ম সন্দেহসকল নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে প্রধানতঃ ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্ত্র, যন্ত্র, ন্যাস, মুদ্রা, কুণ্ড, হোম, পূজা ও পুরশ্চরণের পরিপাটী উপদেশাবলী বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইলেও, পরকালের প্রসঙ্গ ও মুক্তির উপায় যেরূপ সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে হয় নাই।

ইহাতে যোগমার্গের কথা এমনি সরল ও সুস্পষ্ট প্রণালীমতে পরিমিত ও সারবান্ বাক্যে বলা হইয়াছে যে, তাহা পড়িলে যোগীদের কাছে যেমন অন্য যোগশাস্ত্র তুচ্ছ হয়, তেমনি যোগজিজ্ঞাসু অজ্ঞদেরও বিনা গুরূপদেশে যোগানুশীলন সহজ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ অগস্ত্যের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতোপম অমূল্য গ্রন্থ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিত্য প্রযোজনীয় হইলেও সংসারে এই গ্রন্থ বিরল হইয়াছে, সুতরাং সকলের উপকারার্থে এই বিলুপ্ত রত্নের উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আমি এসিয়াটীক সোসাইটীর একখানি ও আমার গ্রামের দুইখানি ও সংস্কৃত কলেজের একখানি, এই চারখানি, পুস্তক আদর্শ পাইয়া মূল স্থির করিতে পারিলাম এবং অতি সতর্কতার সহিতই ইহার অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিলাম। ইহার প্রাঞ্জল অনুবাদ কিরূপ সুন্দর, তাহা সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন; সুতরাং আমি যে কিরূপ যত্ন শ্রম লইয়া ইহার সম্পাদন কার্য্য করিয়াছি, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিবে না। এক্ষণে এই সানুবাদ অগস্ত্য-সংহিতায় সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি—

ভাট্‌পাড়া,
১৩১৬ সাল,
১৫ই ফাল্গুন।

অনুবাদক,
ভট্টপল্লী বাস্তব্য,
শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ।

অগস্ত্য-সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্যো নাম দেবর্ষিসত্তমো গৌতমীতটে।
কদাচিদ্দণ্ডকারণ্যে সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমং যযৌ ॥ ১
প্রত্যুজ্জগাম তং ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতোদকৈঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যর্হণং চক্রে তস্মৈ ব্রহ্মবিদে মুনিঃ ॥ ২
সুতীক্ষ্ণস্তং প্রণম্যাহ সুখাসীনং তপোনিধিম্।
শ্রীমদাগমনেনৈব সফলং জীবিতং মম ॥ ৩

একদা দেবর্ষিপ্রবর অগস্ত্য দণ্ডকারণ্যে গৌতমী নদীর উপকূলে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ১

সেই ব্রহ্মজ্ঞানী অগস্ত্য উপস্থিত হইবামাত্র সুতীক্ষ্ণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া আসিলেন এবং গন্ধপুষ্প অক্ষত ও সলিল দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চনা করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তপোনিধি অগস্ত্য সুখে উপবেশন করিলে সুতীক্ষ্ণ

অদ্য জন্মসহস্রেষু তপঃ ফলতি সঞ্চিতম্।
কামক্রোধাদিভির্ভূয়ো ভূয়োঽহং পীড়িতো মুনে ॥ ৪
নাত্রাক্ষং সম্যগিষ্ট্বাপি ক্রতুভির্বহুদক্ষিণৈঃ।
সৎপাত্রে সর্ব্বদানানি দত্ত্বাপি মুনিসত্তম ॥ ৫
ভবাব্ধেস্তরণোপায়ং তপস্তপ্ত্বাতিদুষ্করম্।
কিং করিষ্যাম্যহং তাত ক্ব প্রযাস্যামি মে বদ ॥ ৬
ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীত্তেন কুম্ভভূর্বিগতস্পৃহঃ।
ক্ষণং বিচার্য্য তৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭

অগস্ত্যউবাচ।

অস্তি বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং রহস্যং বৃষভধ্বজঃ।
যৎ প্রত্যপাদয়ৎপূর্ব্বং পার্ব্বত্যাং কৃপয়াত্মবিৎ ॥ ৮

বলিতে লাগিলেন—হে মহাভাগ! আপনার এই শুভাগমনে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে আজি আমার সহস্রজন্মের সঞ্চিত তপস্যা সফল হইল। ২। ৪

হে মুনিবর! আমি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি ও সৎপাত্রে প্রচুর দানও করিয়াছি এবং এযাবৎ অতি কঠোর তপস্যার ও আচরণ করিলাম কিছুতেই এই ভবসাগর পার হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না প্রত্যুত কামক্রোধাদি রিপুগণে বারংবার আক্রান্ত হইতেছি। হে প্রভো! তবে এখন আমি কি করিব কোথায় বা যাইব এবিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিউন। ৫।৬

সুতীক্ষ্ণ এই প্রকার বলিলে পর নিস্পৃহ কুম্ভসম্ভব মুনিবর ক্ষণকাল বক্তব্যবিষয়ের পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৭

ঈশ্বরউবাচ।

কামক্রোধাদিভির্দোষৈ দুষ্টাস্তত্র পুনঃ পুনঃ।
উৎপদ্যন্তে প্রলীয়ন্তে পুনর্ব্যামোহিতাস্ত্বয়া॥ ৯
রৌরবাদিষু পচ্যন্তে পুনঃ সংসারিণো ভুবি।
কর্ম্মশেষাৎ প্রজায়ন্তে পঙ্গ্বন্ধবধিরাদয়ঃ॥ ১০
কৃমিকীটাদয়ো ভূত্বা পুনঃ সংসারিণো ভুবি।
কেচিচ্ছস্ত্রহতাঃ কেচিচ্চৌরব্যাঘ্রাদিভির্হতাঃ॥ ১১

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মহাভাগ! ভবসাগর পারের সদুপায় আছে। পূর্ব্বে এই রহস্য বৃত্তান্তটী আত্মজ্ঞ বৃষবাহন শঙ্কর কৃপা করিয়া পার্ব্বতীকে যেরূপ বলিয়াছিলেন তোমাকে তৎসমুদয় বলিতেছি। ৮

ঈশ্বর বলিয়াছিলেন—

হে শিবে! এই সংসারবাসী জীবগণ তোমার মায়াতে বিমোহিত হইয়া কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হয় বলিয়াই কর্ম্মফলে বারংবার জন্মাইতেছে আবার ধ্বংস পাইতেছে। কাহারা বা রৌরব প্রভৃতি নরকে পচিতেছে আবার কৃতকর্ম্মের 'শেষ ফলে' এই কর্ম্মভূমিতেই কাণা খোড়া কালা প্রভৃতি হইয়া জন্মাইতেছে। কেহ কেহ বা কৃত কর্ম্মের ফলানুসারে কৃমি কীট প্রভৃতি কষ্টভোগের দেহ পাইয়া সংসারে ঘুরিতেছে। কেহ অস্ত্রাঘাতে মরিতেছে কাহাদিগকে বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে হত্যা করিতেছে। কেহ জলে কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতেছে। ১১

প্রবিশন্তি জলেঽগ্নৌ বা দেশাদ্দেশং ব্রজন্তি বা ।
পর-স্ত্রী-ধনহর্ত্তারস্তাপয়ন্তি সতঃ সদা ॥ ১২
দেবব্রাহ্মণবিত্তেষু যেষাং জীবনমন্বহম্ ।
রাজসাস্তামসা যে চ হন্তারো বনজীবিনঃ ॥ ১৩
পুত্রদারাদিভির্যুক্তা দুঃখাবর্ত্তে ভ্রমন্ত্যহো ।
কলৌ প্রায়েণ সর্ব্বেঽপি রাজসাস্তামসাস্তথা ॥
নিষিদ্ধাচারিণঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্ ॥ ১৪
যথাভূতঃ প্রভুর্লোকে সেবকাঃস্যুস্তথাবিধাঃ ॥ ১৫
অতো মদীয়াঃ সর্ব্বেঽপি হিংসকাঃ স্যুঃ প্রিয়াঃ প্রিয়ে ।
বশ্যাকর্ষণ-বিদ্বেষ-স্তম্ভনোচ্চাটনাদিষু ॥ ১৬

কেহ এক দেশ হইতে অপর দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কাহারা বা পরস্ত্রী পরধন চুরি করিয়া সজ্জনদিগকে সন্তাপিত করিতেছে। কতকগুলি জীবের রজোগুণই প্রবল তাহারা দেবতার ও ব্রাহ্মণের ধনেই উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে অপর কতকগুলি আছে তাহারা নিরীহ বনজীবদিগকে হিংসা করিয়া তমোগুণের প্রকৃতি দেখাইতেছে। ১২।১৩

কলিতে প্রায় অধিকাংশ লোকই রাজসিক ও তামসিক হওয়ায় স্ত্রীপুত্র পরিজনাদির সহিতেই দুঃখসাগরে ঘুরিয়া থাকে। এবং নিজেরা তো বেদবিরুদ্ধ কার্য্য সকল করেই তাহা ছাড়া অনেক সাধুজনকেও নানা প্রলোভনে মোহিত করিয়া থাকে। সংসারে প্রভু যে প্রকৃতি লইয়া বিচরণ করেন সেবকদিগকেও সেই চিত্তবৃত্তি লইয়া থাকিতেই দেখা যায়। ১৫

হে প্রিয়ে। সুতরাং আমার বলিয়া যে ব্যক্তিরা সংসারে আছে তাহারা সকলেই বশীকরণ আকর্ষণ স্তম্ভন উচ্চাটন ও আকর্ষণাদি

শশ্বদাবাং সমারাধ্য ভবন্তি ফলভোগিনঃ।
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাং বাপি সুরেশ্বরি ॥ ১৭
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূতপ্রেত পিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
তত্তদ্রূপেণ জায়ন্তে স্বস্বদোষানুরূপতঃ ॥ ১৮

পার্ব্বত্যুবাচ।

নায়ং ধর্ম্মো হি দেবেশ পরেষামুপকারকৃৎ।
অতো মে ব্রূহি দেবেশ ধর্ম্মো যস্তৎ কৃপানিধে ॥ ১৯

ব্যাপারে হিংসা করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে কেহ বা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া অবিরত আমাদের উভয়কে আরাধনা করে বলিয়াই সহজেই সংসার পার হইয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! যাহা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের অনুসারী ধর্ম্ম হইতেছে কিনা বিচার না করিয়া আমাদিগকে মাংস রক্ত বা সুরা অর্পণ করে তাহারা নিজ নিজ দোষের অনুপাতে ভূত প্রেত বা পিশাচ কিম্বা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া আমারই অনুচরত্ব পাইয়া থাকে পরে কর্ম্মশেষে ব্রাহ্মণকুলে বেদের অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৬-১৮

পার্ব্বতী কহিলেন—

হে দেব দেব! আপনি স্বতই পরের উপকার করেন বলিয়াই জানাইতেছি কৃপাময়! যাহা বলিলেন ইহা তো ধর্ম্ম নহে তবে যাহা ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই আমাকে এক্ষণে উপদেশ দিউন। ১৯

ঈশ্বর উবাচ।

সত্যং বদাম্যহং দেবি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হন্তাহং সর্ব্বলোকানামতো হিংসৈব মে প্রিয়া॥ ২০
যে বা ভূতানি নিঘ্নন্তি বিধিনা হবিধিনাপি বা।
সমর্পয়ন্তি ভূতেভ্যো মৎপ্রিয়াঃ সর্ব্বদা প্রিয়ে॥ ২১
অহং তমোময়ো নিত্যং হন্মি ভূতানি, ভাবিনি।
মৎকর্ম্ম হননং যস্মাদতো হিংসৈব মে প্রিয়া॥ ২২
মৎকৃত্যাচারিণঃ সর্ব্বে বল্লভা মম বল্লভে।
লোকে স্বাম্যনুরূপেণ সেবাং কুর্ব্বন্তি সেবকাঃ॥ ২৩

ঈশ্বর বলিলেন—

দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ বিষয়ের সত্য-স্বরূপ বলি শুন আমি যখন সর্ব্বজীবের সংহার কর্ত্তা সুতরাং হিংসা আমার প্রিয়া কেন না হবে। ২০

হে প্রিয়ে! বেদবিধানেই হউক বা অবিধিপূর্ব্বকই হউক যাহারা জীব সাধারণের হিংসা করিয়া ও অপর জীবদের পরিতৃপ্ত করে তাহারা সর্ব্বদাই আমার প্রিয। ২১

হে প্রশংসনীয়রমণি! আমি তমোগুণের আশ্রয়ে অনুক্ষণ প্রাণীদের সংহার করিতেছি বলিয়া হত্যাই আমার প্রধান কার্য্য সুতরাং হিংসা আমার বড়ই প্রিয়পাত্রী। ২২

প্রিয়তমে! আমার কার্য্য হিংসা দেখিয়া যাহারা সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদের বড়ই ভালবাসি কারণ সংসারেও দেখা যায় সেবকেরা প্রভুর চিত্তানুসরণে সেবা করিলেই প্রভুর প্রিয়পাত্র হয়। ২৩

ভক্ত্যার্পয়ন্তি যে মহ্যং তবাপি পিশিতাদিকম্।
উৎপাদয়ন্তি চানন্দং গণেভ্যোঽপি সুরেশ্বরি॥ ২৪
তবাপি মে ত্বদীয়ানামস্মাকং পিশিতাদিকম্
তৃপ্তিমুৎপাদয়ন্ত্যেব বিধিনাঽবিধিনাঽর্পিতম্॥ ২৫
ব্রহ্মা সৃজতি ভূতানি বিষ্ণুস্তান্যেব পাতি বৈ।
তান্যহং হন্মি ভূতানি কৃতিরস্মাকমীদৃশী॥ ২৬
রজোগুণালযো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণালয়ঃ।
তমোগুণালয়োঽহং ত্বাং স্ব স্ব কর্ম্মাণি কুর্ম্মহে॥ ২৭

হে সুরেশ্বরি! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ও তোমাকে মাংস প্রভৃতি বস্তু প্রদান করে তাহারা আমাদের নিত্য অনুচর প্রমথ গণ অপেক্ষা অধিক আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। ২৪

বেদবিধানে না হউক অবিধি পূর্ব্বক ও যদি কেহ আমাকে কিম্বা তোমাকে কিম্বা আমাদের অনুচরদিগের উদ্দেশেও মাংসাদি প্রদান করে তাহা হইলে তাহারা সহজেই আমাদের প্রীতি জন্মাইয়া থাকে। ২৫

প্রজাপতি ব্রহ্মা এই স্থাবর জঙ্গম জীবসঙ্ঘের সৃজন করিতে-ছেন বিষ্ণু এই সৃষ্ট জীবকে পালন করিতেছেন আমি আবার ইহাদিগকেই সংহার করিয়া থাকি আমাদের পরস্পরের এই প্রকার কর্ম্ম চলিতেছে। ২৬

ব্রহ্মা রজোগুণের আশ্রয় হইয়াছেন বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আধার আর আমি তমোগুণের আশ্রয় হইয়াছি এবং আমরা তিন জনে নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণের অনুসরণ থাকাতেই এইরূপ বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সকল হইতেছে। ২৭

তত্ত্বাগুণাহুগুণ্যেন ক্রিয়তেহস্মাভিরীদৃশম্।
ভবাব্ধেস্তরণং দেবি হিংসকানান্তু দুর্লভম্।
কামাদিগ্রস্তচিত্তানাং কুতো মুক্তির্বদ প্রিয়ে॥ ২৮॥
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কমুপাস্য লভেন্মুক্তিং ক্রিয়য়া বা কয়া প্রভো।
মুমুক্ষোঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লতাভয়ভঞ্জন॥ ১

হে দেবি! কিন্তু নিশ্চয়ই জানিবে যে এই অপার ভবসাগর পার হওয়া সেই হিংসক ব্যক্তিদের একান্তই দুর্লভ বল দেখি যাহাদের চিত্ত কামক্রোধাদিরিপুতে আক্রান্ত তাহাদের কর্ম্মবন্ধন ছাড়িয়া যাওয়া কেমনে ঘটিবে। ২৮

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় প্রথম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন—

প্রভো! কাহাকে উপাসনা করিলে ও কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি লাভ করা যায় বলুন। আপনি ভিন্ন এবিষয় বক্তা কেহ নাই যেহেতু মুমুক্ষু ব্যক্তির সংসারে পুনরুৎপত্তিরূপিণী দুষ্টলতা হইতে যে ভয় তাহা আপনিই নষ্ট করিয়া থাকেন। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে রহস্যং কথয়াম্যহং।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু র্জন্মসংসারবন্ধনাত্ ॥ ২
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতাঽপীক্ষতেঽপ্যদৃক্।
অকর্ণঃ সংশৃণোত্যেতচ্ছন্দোরূপং পরং মহঃ ॥ ৩
বেত্তি বেদ্যং স সর্ব্বজ্ঞো নাবেদ্যং বিদ্যতে প্রভোঃ।
স মহাপুরুষঃ পুংসাং স্ত্রীণাং পুংব্যক্তি লক্ষণঃ ॥ ৪
স্ত্রী-পুং-নপুংসকাকাররহিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ ॥ ৫

ঈশ্বর বলিলেন—

হে সৌভাগ্যবতি! আমি যে গুপ্ত বিষয় বলিতেছি তাহা সাবধানে শুন যাহা জানিতে পারিলে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২

যিনি পাদ হীন হইয়াও বেগবান্ হস্তশূন্য হইয়াও সম্যক্ গ্রহণ করিতে সমর্থ, যিনি অন্ধ অথচ সমস্ত দেখিতে পান, তাঁহার কর্ণ নাই অথচ সব শুনিতে পান, তিনি ঘোর অন্ধকারময় হইয়াও উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ। ৩

তিনি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং সকল জ্ঞেয় পদার্থই জানিতেছেন প্রভুর অজ্ঞেয় কিছুই নাই সেই মহাপুরুষ পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লক্ষণাক্রান্ত অথচ ঐ পুরুষোত্তমে স্ত্রী পুরুষ বা নপুংসক এই তিনের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানময় তাহার আদি বা অন্ত নাই তাহাকেই লোকে আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করে সেই নিত্য

সত্বজ্ঞানময়োঽনন্তোঽনাদিরানন্দ উচ্যতে।
অজঃ স্মরণমাত্রেণ জন্মাদিক্লেশনাশনঃ।
তস্যাত্মতাধীঃ সর্ব্বেষাং পুনরাবৃত্তি কর্ত্তনী॥ ৬
নিয়মেনৈব বর্ণানাং স্বাশ্রমোক্তেন স প্রভুঃ।
ধ্যেয়ঃ সংসারনাশায় নচৈবাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৭
স্বাশ্রমোক্তং পরিত্যজ্য য আত্মানমুপাসতে।
ন তদ্রূপেণ তে দেবি মুচ্যন্তে ভববন্ধনাৎ॥ ৮
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেষু যো যো নিয়ম উচ্যতে।
যস্য যস্যাশ্রমস্যাসৌ ন মোক্তব্যো মুমুক্ষুভিঃ॥ ৯

পুরুষের জন্ম না থাকিলেও তাঁহাকে স্মরণ করিবমাত্র পরের জন্ম যাতনা দূর হইয়া যায় তাঁহার স্বরূপজ্ঞান সকলের সংসারে পুনরাগমন নিবারণ করিয়া দেয়। ৪। ৬

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সংসারসূত্র ধ্বংস করিতে হইলে নিজ নিজ গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমের বিধানানুসারেই সর্ব্বতোভাবে সেই প্রভুকেই চিন্তা করা উচিত তাঁহাকে ধ্যান করিলে আর কর্ম্মভূমিতে আসিয়া কষ্টভোগ করিতে হয় না।

নিজ নিজ আশ্রমের বিহিত বিধান ছাড়িয়া যে ব্যক্তি অপথ ধরিয়া আত্মোপাসনা করে হে দেবি! সেরূপে তাহাদের ভববন্ধন ছেদন হওয়া সুকঠিন জানিবে।

সুতরাং বেদ স্মৃতি ও পুরাণে যে যে আশ্রমের যে যে প্রকার নিয়ম বলা আছে সেই আশ্রম বিধি মুমুক্ষু ব্যক্তিদের ও কদাচ লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

অতো নিয়মমাদৃত্য কুর্য্যাদ্ধ্যানমনন্যধীঃ।
এতচ্চরাচরং বিশ্বং স্বপ্নপ্রত্যয়বৎ সুধীঃ।
দৃষ্ট্বা দৃশ্যাতিরিক্তং যদ্দ্রষ্টুস্বাস্তত্তথা প্রিয়ে॥ ১০
দৃগ্রূপেণাত্মনা জ্ঞানং সত্যানন্দাত্মনঃ স্বয়ম্।
একাকী যতচিত্তাত্মা চিন্তয়েত্তদনন্যধীঃ॥ ১১
সোঽহমিত্যাত্মনো জ্ঞানং স্বাত্মনা পরিকল্পিতম্।
এতৎ স্বব্যতিরিক্তং যৎ যতঃ স্বেনৈব কল্প্যতে॥ ১২
ন পারমার্থিকং দেবি যদ্বদ্বালো হি কল্পয়েৎ।
বালাজ্ঞয়োর্ব্বা কো ভেদঃ কল্প্যতে তত্ত্বচক্ষুষা॥ ১৩

অতএব বেদবিধির অনুসরণ করত অনন্যমনে ব্রহ্মধ্যান করিবে। হে প্রিয়ে! সুবোধ ব্যক্তি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় সংসারকে স্বপ্নানুভূতের ন্যায় মিথ্যাস্বরূপ অবলোকন করিয়া অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মের অনুভবের নিমিত্ত অগ্রসর হইবেন। হে প্রিয়ে! সত্য স্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মার আপনিই প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞান করত একাকী সংযতচিত্ত হইয়া অনন্যমনে চিন্তা করিতে থাকিবে।

আমি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহি আমিই সেই পরমপুরুষ এবং প্রকার অভেদ জ্ঞানের তখন কল্পনা হইবে এবং বিশ্ব যে আপনা হইতে ভিন্ন ইহা আপনা দ্বারাই প্রতীতি হইবে।

হে দেবি! তখন ঈশ্বর ব্যতীত পদার্থে অস্তিত্ববুদ্ধি থাকে না ইহা বালকের কল্পনার মত শূন্য মাত্র ইহার যাথার্থ্য কিছু নাই, তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে বালক ও অজ্ঞের কল্পনায় পার্থক্য প্রতীতি হয় না উভয়েরই সমব্যবহার বিবেচনা হয়। ৭। ১৩

অয়ং পন্থাঃ পুরাণঃ স্যাদর্থবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ভিরব্বাঙ্ক্ষো জ্ঞাপিতাঃ স্ম পরঃ স্মৃতঃ॥ ১৪
আব্রহ্মশুদ্ধবংশ্যানাং মাতাপিত্রোঃ কুলে চ যে।
ন স্ত্রিয়ো ব্যভিচারিণ্যঃ পুরুষাশ্চৈব ধার্ম্মিকাঃ॥ ১৫
যজ্ঞাশ্চ বেদাধ্যায়নমেধতে প্রতিপুরুষং।
পূজ্যন্তেঽতিথয়ো যত্র গুরুশিষ্যপরম্পরা॥ ১৬
স্বল্পোঽপি স্খলতে নৈব স্ত্রীষপি ব্রহ্মচারিষু।
নিয়মোঽপ্যাশ্রমস্থেষু কদাচিন্ন বিমুচ্যতে॥ ১৭
স্ব স্বকালেষু দানং হি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তে।
যেষু বংশেষু সর্ব্বেষাং তেষামেব প্রকাশতে।
ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং দেবি গুরুশিষ্যোক্তি শিক্ষয়া॥ ১৮

এই ব্রহ্ম জ্ঞানই পুরাতন পথ শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচীন আচার্য্যেরা ইহাকেই উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া জিজ্ঞাসু শিষ্টদিগকে জানাইয়াছেন।

ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল হইতে যাহাদের বংশ বিশুদ্ধ যাহাদের পিতৃকুলে মাতৃকুলে স্ত্রীজনেরা ব্যভিচারিণী নহে যে বংশের পুরুষ মাত্রেই ধর্ম্মপ্রাণ এবং প্রত্যেক পুরুষেই যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন এবং যথায় গুরুশিষ্য পরম্পরাতেই অতিথি সৎকার চলিয়া আসিতেছে। এবং যে কুলের স্ত্রীলোক বা পুরুষ যে কোন আশ্রমেই বাস করুন না কেন সেই সকল আশ্রমেরই বেদোক্ত নিয়ম কিছুমাত্র তাহাদের কাছে স্খলিত হয় না। এবং যে বংশে যাচক ব্যক্তি সমাগত হইলে যাচ্ঞা মাত্রেই যাচিত বস্তু প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল বংশে সেই সকল স্ত্রী পুরুষ সাধারণ ব্যক্তিদের গুরুশিষ্যপরম্পরায় উপদেশানুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুসন্ধান চলিয়া

অয়মেব পরং ব্রহ্ম নান্যৎকিঞ্চন বিদ্যতে।
ইদমেব পরং ব্রহ্ম ত তোঽন্যন্নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৯
তদেতদখিলং ব্রহ্ম সত্যং সত্যং প্রকাশতে ॥ ২০
জন্মকোটীসহস্রেষু প্রক্ষীণাশেষদুষ্কৃতৈঃ।
কৈশ্চিদেবং নিয়ম্যাঽহনপরোক্ষং নিরীক্ষ্যতে ॥ ২১
সুধামৃতরসাস্বাদসত্যৈকজ্ঞানে রূপতা।
ভাগধেয়েন বিদুষা স্বয়মেবানুভূয়তে ॥ ২২
অহো পুণ্যমহো ধর্ম্মোঽস্মাতঃ পরতরং প্রিয়ে।
অকৃত্যেষপি সর্ব্বেষু প্রায়শ্চিত্তমিদং পরম্ ॥ ২৩
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

থাকে বলিয়া ব্রহ্ম স্বতই প্রকাশ হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই এ সকলই ব্রহ্ম তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই বুঝিবে না। নির্ম্মল সত্যের নির্ভরে সমগ্র চরাচর ব্রহ্ম স্বরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। ১৪। ২০

কোন ব্যক্তিরা বা সহস্র কোটি জন্মের পর সমুদয় দুরদৃষ্ট ধ্বংস হইলে প্রাণায়ামাদি যোগের সাহায্যে ঐ পরম পুরুষকে দেখিতে পান। ২১

উহার দর্শনে অপর ভাগ্যের কথা কি বলিব যে পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বরকে সত্য ও নিত্য জ্ঞানময় বুঝিতে পারেন তিনিই ঐ নিত্য সুখময় অমৃতরস আস্বাদন অনুভব করিতে পান। ২২

হে প্রিয়ে! এ অপেক্ষা পুণ্য আর কিছুই নাই এবং এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই সকল অকার্য্যেতেই ইহা উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জানিবে। ২৩

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বদুঃখনিসূদন।
সর্ব্বেষাং নিগমঃ পন্থাঃ কো মে বদ দয়ানিধে।॥ ১

ঈশ্বরউবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতা দেবি যদেতৎ প্রতিপাদ্যতে॥ ২
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥ ৩
স ভক্তবৎসলো লোকে সংসারীব ব্যচেষ্টত।
ভক্তানুকম্পয়া দেবো দুঃখং সুখমিবান্বভূৎ॥ ৪

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন—

হে সর্ব্বজ্ঞ! হে লোকনাথ! হে দয়াময়! আপনি সকলের সকল দুঃখ দূর করিয়া থাকেন এক্ষণে সকলের সার পথ কোনটী তাহা আমাকে বলুন। ১

ঈশ্বর কহিলেন—

হে দেবি! আমি যাহা বলিতেছি তাহা সাবধানে শ্রবণ কর সেই বিশ্বরূপ জগদীশ সকল জীবেরই হিতসাধনে নিরত আছেন তাঁহার আকার না থাকিলেও সাধারণের উপকারের জন্য আকার ধারণ করিয়াছেন ও সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সংসারী জীবের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। এবং ভক্তজনের প্রতি করুণা

যদা যদা চ ভক্তানাং ভয়মুৎপদ্যতে তদা।
তত্তদ্ভয়বিঘাতায় তত্তদ্রূপো ব্যজায়ত ॥ ৫
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদিরূপেণ পরমাত্মদৃক্।
তত্তৎকালেন সম্ভূয় সর্ব্বেষামপ্যুপাকরোৎ ॥ ৬
সাধুনামাশ্রমস্থানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে।
অজোঽয়ং জায়তেঽনন্তঃ সান্তোঽভূদ্ভূতনাশনঃ ॥ ৭
কদাচিদবতীর্য্যায়ং মন্দভক্তানুকম্পয়া।
ক্ষীরাব্ধের্দ্দেবদেবেশো লক্ষ্ম্যা নারায়ণো ভুবি ॥ ৮
সশেষঃ শঙ্খ চক্রাভ্যাং দেবৈ ব্রহ্মাদিভিঃ সহ।
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণো বভৌ ॥ ৯

প্রকাশ করিয়াই দুঃখকেও সুখের মত নির্বিকারে অনুভব করিয়া থাকেন। যখন যখনই ভক্তদের ভয় উপস্থিত হয় তখনই সেই পরমাত্মা সেই সেই ভয় দূর করিবার কারণে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন। এবং সেই সেই সময়ে আসিয়া সকলের উপকার করেন। ২—৬

সেই ভক্তবৎসল বিভু নিজের আকার না থাকিলেও যে কোন আশ্রমবাসী ভক্ত সাধুদের উপকারের নিমিত্তই সেই সেই আকারে অবতীর্ণ হন। ইহার জন্ম না থাকিলেও ভক্তের কারণে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ উপদ্রবনাশীর অন্ত না থাকিলেও ভক্তজনের প্রতি দয়াবান্ হইয়া কদাচিৎ অবতীর্ণ হন বলিয়াই অন্ত দেখা যায়। ৭

দেবদেব নারায়ণ ক্ষীরসাগর থেকে লক্ষ্মীকে ও অনন্তদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিতই এই পৃথিবীতে ত্রেতাযুগে

শেষোঽভূল্লক্ষণো লক্ষ্মীঃ শঙ্খচক্রেচ জানকী।
জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ দেবাঃ সর্ব্বেঽপি বানরাঃ॥ ১
বভূবুরেবং সর্ব্বেঽপি দেবর্ষিভয়শান্তয়ে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ শ্রীরাম ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১১
সর্ব্বলোকোপকারায় ভূমৌ সোঽয়মবাতরৎ।
তপঃ কুর্ব্বন্তি তং কেচিদপরোক্ষং নিরীক্ষিতুং॥ ১২
পঞ্চাগ্নিমধ্যে গ্রীষ্মেষু বর্ষাসু ভুবি শেরতে।
শিশিরেষু জলেষবং তপঃ কেচন তেপিরে॥ ১৩
কেচিদ্ভিক্ষাং পর্য্যটন্তি কৃত্বা ধারণপূরণে।
শোষয়ন্তি পুনর্দ্দেহমপরে কৃচ্ছ্রচর্য্যয়া॥ ১৪

আসিয়া দশরথের পুত্র হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন তখন অনন্তদেব লক্ষ্মণ এবং লক্ষ্মীদেবীই জানকী আর শঙ্খ ও চক্র ইহারাই ভরত শত্রুঘ্ন এবং সকল দেবতারা বানররূপে তাঁহার সঙ্গী হন তিনি এইরূপে দেবতাদের ও ঋষিদের ভয় দূর করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং দেব নারায়ণই সর্ব্বলোকের উপকারার্থে কৌশল্যাগর্ভ থেকে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৮।১১

সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কেহ দারুণ গ্রীষ্ম সময়েও পঞ্চাগ্নি মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন কেহ বা বর্ষাতে মাটীতে শুইয়া কেহ বা প্রচণ্ড শীতে জলে পড়িয়া তপস্যা করেন।

কাহারা বা ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতেছেন কাহারা বা চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য ব্রতাচরণ করিয়া দেহকে শুকাইতেছেন কেহ বা তাঁহার পাইবার আশাতেই অন্য ব্রতানুষ্ঠানে কাল

কালশ্চান্দ্রায়ণৈরেবং কৈশ্চিৎ পার্ব্বতি নীয়তে।
শাকমেবাপরে দেহমশ্নন্তঃ শোষয়ন্ত্যহো॥ ১৫
ইহ কেচিদ্বরারোহে নক্তং যাবকভোজনাঃ।
চিন্তয়ন্তি চিরং বিল্ববনেষেকাকিনো হৃদি॥ ১৬
অনন্যমনসঃ শশ্বদ্গণয়ন্তোঽক্ষমালয়া।
জপন্তো রাম রামেতি সুখামৃতনিধৌ মনঃ।
বিপ্রলীয়ামৃতীভূয় সুখং তিষ্ঠন্তি কেচন॥ ১৭
মৎপশ্চিমাভিমুখ্যেন কেচিৎ প্রাসাদকোটরে।
ভাবয়ন্তি চিরং দেবি ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বুধাঃ॥ ১৮
পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষেব শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥ ১৯

কাটাইতেছেন। পার্ব্বতি! কেহ বা তাঁহাকে পাইবার জন্য শাকমাত্র ভোজন করিয়া দেহ শুকাইতেছেন।

হে শ্রেষ্ঠনারি! এ সংসারে কেহ বা তাঁহাকে পাইবার আশায় রাত্রিতে যবপিণ্ড মাত্র খাইয়া রহিয়াছে কাহারা বা বিল্ববনে একাকী বসিয়া অন্তরে তাঁহার চিন্তা করিতেছেন কাহারা বা একাগ্রচিত্তে অবিরত জপমালায় রাম নাম জপ করিতে থাকিয়া সুখসাগরে চিত্তকে ভাসাইয়া নিজেরাও অক্ষয় অমর হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন। ১২—১৭

হে দেবি! কতক পণ্ডিতেরা ভগবান্‌কে পাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ ধর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও নির্জ্জনে বহুকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন—কেহ কেহ বা ভগবৎ প্রতিমার পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া গৃহমধ্যেই শয়ান আছেন। ১৮

অধ্যাপনায় বিদ্যানাং যোদ্ধুমপ্যপরে তপঃ।
চক্রিরে বৈরিণো ভূত্বা কেচিদ্দেগাষ্ঠীষু তেপিরে।
ক্ষীরাহারাঃ পরেঽপ্যব্ধে স্তীরেষ্বেব নিষেবিরে॥ ২০
চঞ্চলাক্ষ্যথ কেষাঞ্চিত্তপশ্চর্য্যং ন শক্যতে।
নঃ করিষ্যতি দেবোঽয়মেবং দৃষ্ট্বা সুদারুণং॥ ২১
তপস্তপস্বিনামেতৎ কৃপয়ানুগ্রহীদিহ।
মানুষীভূয় সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ॥ ২২
ধ্যানমাত্রেণ দেবেশি মহাপাতকনাশকৃৎ।
কীর্ত্তন-স্মরণাভ্যাঞ্চ হত্যাকোটিনিবারণং॥ ২৩
রামরামেতি রামেতি যে বদন্ত্যপিপাপিনঃ
পাপকোটিসহস্রেভ্যস্তানুদ্ধরতি নান্যথা॥ ২৪

কেহ কেহবা তাঁহাকে মনুষ্যের মত দেখিবার জন্য কিম্বা তাঁহার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিবার জন্য কেহ কেহ বা বিদ্যালাভের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বা শত্রুভাবে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণস্থানে তপস্যার আচরণ করিয়াছেন। হেচঞ্চল নয়নে! কেহ কেহবা ক্ষীরমাত্র পান করিয়া সাগরতীরে তাঁহার সেবা করিয়াছে। কেহ বা মনে মনে ঐ বিষ্ণুই আমাদের সব্ করিবেন ভাবিয়া তপস্যা করে নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐ সকল ভক্ত তপস্বীদের কাতরতা পরিদর্শন করিয়া করুণাবশে মানুষরূপ ধারণ করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯—২২

হে দেবেশ্বরি! তাঁহাকে চিন্তামাত্র করিলেও মহাপাতক দূরে যায় কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে পর কোটিকোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবারণ হয়। ২৩

উগ্রেণ তপসা তেষাং সোহভূদ্দেবং দয়ানিধিঃ ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে মনোভিঃ সহ যোগিনাং ॥ ২৫
ভাগধেয়েন সর্ব্বেষাং স প্রত্যক্ষমজায়ত ।
অহো ভাগ্যাতিরেকেণ মনুষ্যোঽয়ং ব্যবাহরৎ ॥ ২৬
তপো দদাতি সৌভাগ্যং তপো বিদ্যাং প্রযচ্ছতি ।
তপসা দুর্লভং কিঞ্চিন্নাস্তি ভাগিনি দেহিনাং ॥ ২৭
অবাপ্তসর্ব্বকামোঽয়ং বাঙ্মনোগোচরো বিভুঃ ।
মনুষ্য ইব মানুষ্যমাধায় ভুবি মোদতে ॥ ২৮

যাহারা অতিপাপিষ্ঠ তাহারাও যদি রাম রাম এই দুই বর্ণরূপ বিভুনাম মুখে বলে তাহা হইলে প্রভু তাহাদিগকেও কোটি সহস্র পাপ থেকে নিশ্চিতই উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাহাদের কঠোর তপস্যায় ভগবান্ এইরূপ দয়াময় হইয়াছিলেন। যাঁহা হইতে যোগিজনের বাক্যগুলি হৃদয়ের বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যোগীরাও ধ্যান ধারণা বা বাক্যদ্বারা যাঁহার স্বরূপনির্দেশ করিতে পারেন না সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভাগ্যবলেই যে সাধারণের প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং ইহার পর জীবের আর ভাগ্য কি হইতে পারে বিশ্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং রামরূপে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মনুষ্যভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ২৪—২৬

হে সৌভাগ্যবতি! তুমি নিশ্চিত জানিও তপস্যাই মানুষের সৌভাগ্য প্রদান করে তপস্যাই মানুষকে পণ্ডিত করে। মানুষের তপস্যার দ্বারা সংসারে কিছুই দুর্লভ থাকে না। দেখ সকল কামনা যাহার করগত সেই বিভু বাক্য ও মনের গোচর হইয়া মনুষ্যভাব ধারণ করতঃ ভূমণ্ডলে মনুষ্যের মত যে আনন্দ পাইয়াছিলেন ইহা ভক্তদের তপস্যারই প্রভাব। ২৭।২৮

অহো কৃপাতিরেকেণ সর্ব্বঞ্চ সমুপৈতি বৈ।
এতস্মাদপি কিং লাভাদধিকং গজগামিনি॥ ২৯
তপো ধনং তপো ভাগ্যং তপঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদং।
অতস্তপস্বিনাং দেবি দাসত্বমপি দুর্লভং॥ ৩০
ইত্যগস্ত্য সংহিতায়াং পরমরহস্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
যোগীন্দ্র বন্দ্য চরণ দ্বন্দ্বানন্দৈকলক্ষণ।
কথমেনমুপাস্যৈব মুক্তিং সর্ব্বেঽপি ভেজিরে।
তদেতদ্ব্রূহি দেবেশ যদ্যস্তি করুণা ময়ি॥ ১

তবেই বুঝিও ভগবানের কৃপাতে সকলই আসিয়া থাকে। হে গজগামিনি! ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া অপেক্ষা সংসারে আর কি অধিক লাভ হইতে পারে তপস্যাই ধন তপস্যাই ভাগ্য সর্ব্বত্র তপস্যাই সকল অভীষ্ট প্রদান করে সুতরাং হে দেবি! তপস্বীদের দাসত্ব পাওয়াও জীবের সুলভ নহে জানিবে। ২৯।৩০

অগস্ত্যসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন—

হে আনন্দময়! দেব দেব! আপনার চরণযুগলকে যোগীন্দ্রেরাও সতত বন্দনা করিয়া থাকেন এক্ষণে সেই আপনার যদি আমার প্রতি

ঈশ্বর উবাচ।

হৈরণ্যগর্ভসিদ্ধান্তরহস্যমনেঘে শৃণু॥ ২
যদ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে মোহাৎ দৌর্ভাগ্যব্যাধিসাধ্বসাৎ।
ভদ্রে তদভিধাস্যামি তৎসারগ্রাহিণী ভব॥ ৩
পূর্ব্বং ব্রহ্মা তপস্তেপে কল্পকোটিশতত্রয়ং।
মুণীন্দ্রৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং দুর্দ্ধর্ষানশনব্রতং॥ ৪
পুরস্কৃত্যাগ্নিমধ্যস্থস্তদারাধনতৎপরঃ।
আদরাতিশয়েনাস্য নৈরন্তর্য্যার্চ্চনাদিনা॥ ৫
চিরায় দেবদেবোঽপি প্রত্যক্ষমভবত্তদা।
কিঞ্চ পুণ্যাতিরেকেণ সর্ব্বেষাং তস্য চ প্রিয়ে॥ ৬

দয়া থাকে নাথ! তবে বলুন কিরূপে সেই ভগবান্‌কে উপাসনা করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ১

ঈশ্বর কহিলেন—

হে নিষ্পাপে! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গোপনে করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর—যাহা জানিলে জীবের দৌর্ভাগ্য ব্যাধি ও অজ্ঞানজন্য ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! তাহাই তোমাকে বলিতেছি তুমি মর্ম্মার্থ গ্রহণ কর। ২-৩

পূর্ব্বে ব্রহ্মা ত্রিকোটিশতকল্পকাল ধরিয়া বহু মুনিগণের সঙ্গে অসাধ্য অনশনব্রতাদি কঠোরতপস্যা করিয়াছিলেন এবং পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তাঁহার আরাধনায় তৎপর হইয়াছিলেন। দেবদেব বিষ্ণু দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মার পরমাদরে কৃত নিরন্তর উপাসনায় প্রীত হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন হে প্রিয়ে! তিনি যে প্রত্যক্ষ হইলেন সে বিষয় ব্রহ্মার পুণ্যরাশির

নবনীলাম্বুদশ্যামঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-জটা-মুকুট শোভিতঃ॥ ৭
কিরীট হার কেয়ূর রত্ন কুণ্ডল মণ্ডিতঃ।
সন্তপ্তকাঞ্চনপ্রখ্য পীতবাসোযুগাবৃতঃ॥ ৮
তেজোময়ঃ সোমসূর্য্য বিদ্যুদুল্কাগ্নিকোটয়ঃ।
মিলিত্বাবির্ভবন্তীহ প্রাদুরাসীৎ পুনঃ পুনঃ॥ ৯
স্তব্ধীভূয় তদা ব্রহ্মা ক্ষণং তস্থৌ বিমোহিতঃ।
তুষ্টাব মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ১০
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মীহ বন্ধুভিঃ।
প্রসন্নোঽসীহ ভগবন্ সফলং জীবিতং মম॥ ১১

মত সাধারণেরও পুণ্যপ্রভাব কারণ জানিবে তিনি যে মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিতেছি শুন। ৪-৬

নব নীল জলধরের মত শ্যামকান্তি ভগবান্ সকল অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র ও গদা পদ্ম ক্রমিক ধারণ করিতেছিলেন মাথা জটা ও মুকুটে শোভিত আছে তিনি হার কেয়ূর কিরীট ও রত্ন কুণ্ডলে বিভূষিত ছিলেন এবং সন্তপ্ত সুবর্ণ সমান কান্তি পীত বসন যুগলে পরিবৃত ছিলেন। ৭-৮

তাঁহার তেজোময় রূপদর্শনে বিবেচনা হইল যেন কোটি কোটি রবি শশী অনল উল্কা ও সৌদামিনী একত্র মিলিয়া আবির্ভূত হই-তেছেন তাঁহার ঐ প্রকাশদর্শনে প্রজাপতি ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া মোহাচ্ছন্ন থাকিলেন এবং বারংবার প্রণাম করিয়া মুনিগণের সহিত একযোগে স্তব করিতে লাগিলেন। ৯-১০

হে ভগবন! আপনি যে প্রসন্ন হইয়াছেন ইহাতে আমি ধন্য

কথং স্তোষ্যামি দেবেশ ভগবন্নিতি চিন্তয়ন্।
ঋগ্যজুঃসামবেদৈশ্চ শাস্ত্রৈর্বহুভিরাদরাৎ॥ ১২
সাঙ্গৈর্মন্ত্রাদিভির্ধর্ম্মপ্রতিপাদন তৎপরৈঃ।
তুষ্টাবেশ্বর মভ্যর্চ্চ্য সন্তুষ্টৈ মুনিভিঃ সহ॥ ১৩
ত্বমেব বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বতোমুখ উচ্যতে।
বিশ্বতোবাহুরেকঃ সন্ বিশ্বতঃপাতি তৎপরঃ॥ ১৪
জনয়ন্ ভূর্ভুবর্লোকৌ স্বর্লোকং সর্ব্বশাসকঃ।
অক্ষিভ্যামপি বাহুভ্যাং কর্ণাভ্যাং ভুবনত্রয়ং॥ ১৫
পাদাভ্যাং নাসিকাভ্যাঞ্চ সর্ব্বং সর্ব্বত্র পশ্যসি।
সমাধৎসে শৃণোষ্যেতৎ সর্ব্বং গচ্ছসি সর্ব্বকৃৎ॥ ১৬

হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম এবং বন্ধুজনের সহিতই কৃতার্থ হইয়াছি আজি আমার জীবন সফল হইল আমি যে কেমনে আপনাকে স্তব করিব জানিয়া পাইতেছি না এই বলিয়া ব্রহ্মা মুনিজনের সহিতই পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের পূজা করিয়া ঋক্ যজু ও সাম বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও ধর্ম্মসংস্থাপক বেদাঙ্গ সকল দ্বারা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন। ১১-১৩

আপনি বিশ্বরূপ আপনার সকল দিকেই চক্ষুঃ সকল দিকেই বাহু ও সকল দিকেই মুখ আছে আপনি একাই এই সকল সংসারকে পালন করিতেছেন।

আপনা হইতেই এই ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক উৎপন্ন হইয়াছে আপনি ত্রিভুবনের সর্ব্বস্থান চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেছেন পাদ-যুগলে গমন করিতেছেন বাহুদ্বয়ে আক্রমণ করিয়াছেন নাসিকায়

জিঘ্রাস্যেবং ন তে কিঞ্চিদবিজ্ঞাতং প্রভোঽস্তি হি।
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ ত্বমেব নহি কেশব ॥ ১৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
পৃথিব্যপ্তেজসাংরূপং মরুদাকাশযোরপি ॥ ১৮
কার্য্যং কর্ত্তা কৃতির্দেবঃ কারণং ত্বংহি কেবলং।
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ মধ্যতঃ স্বয়ং।
মধ্যোঽসি নির্বিকল্পোঽসি কস্ত্বাং দেবাবগচ্ছতি॥ ১৯
এবমাদিবহুস্তোত্রৈঃ স্তুতঃ স পরমেশ্বরঃ ॥ ২০
বৈদিকৈঃ কৃপয়া বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
ততঃ তুষ্টোঽস্মি তে ব্রহ্মন্নুগ্রেণ তপসাধুনা ॥ ২১

আঘ্রাণ করিতেছেন কর্ণদ্বারা শুনিতেছেন সুতরাং হে প্রভো আপনার অগোচর কিছুই নাই। ১৪-১৬

হে কেশব! আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র আপনি সহস্রমস্তক সম্পন্ন, সহস্রলোচন ও সহস্রপাদশালী বিরাটপুরুষ এবং ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের স্বরূপও আপনা থেকে পৃথক্ নহে। হে নাথ! আপনিই কেবল একমাত্র কারণ আপনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম স্থূল হইতেও স্থূলতম আর আপনিই মধ্য ও নির্বিকল্পক কে আপনার স্বরূপ জানিতে পারে? । ১৫—১৯

এবম্বিধ অনেক বৈদিক স্তবে ভগবান্‌কে স্তব করা হইলে সেই জগদীশ্বর বিষ্ণু দয়াবশে ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন।

হে ব্রহ্মন্! তোমার কঠোর তপস্যায় আজি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে যাহা তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা প্রার্থনা কর আমি প্রদান করিতেছি। পদ্মযোনিকে বিষ্ণু এই কথা বলিলে তিনি উত্তর

বৃণীষ যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি কমলোদ্ভব ।।
ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীত্তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২২
তুষ্টোঽসি যদি দেবেশ দাস্যং মে স্বীকরিষ্যসি।
অভীষ্টং দেবদেবেশ যদ্যস্তি করুণা ময়ি ॥ ২৩
অসৌভাগ্যেন দারিদ্র্যদুঃখেনাহং সুদুঃখিতঃ।
এতে চ মুনয়ো দেব যে যে চাত্যন্তদুঃখিতাঃ ॥ ২৪
প্রতিভাতি চ দৈবেন সর্ব্বমস্মাকমীদৃশং।
কিং করিষ্যামি দেবেশ ব্রূহি মে পুরুষোত্তম ॥ ২৫
কামক্রোধাদিভির্দুষ্টাঃ সর্ব্বাস্তু মে প্রজাঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতৈর্বিশেষেণ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ২৬
কো বোপায়ো মনুষ্যাণাং ভক্তানাং ভক্তবৎসল।
এতচ্ছরীরপাতান্তে নঃ পরং মুক্তিসিদ্ধয়ে।
ইহাপ্যস্মাকমৈশ্বর্য্যৈর্বহ্বভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে ! ॥ ২৭

করিলেন। হে দেবদেব ! যদি আমার প্রতি সন্তোষ হইয়া থাকে আর আমাকে একান্তই দয়া করেন তবে প্রভুর দাসত্ব করাই আমার প্রার্থনা যদি তাহা অনুমত হয় তবে তাই আগে দিউন আমি অভাগ্যবশে ও দারিদ্র্যের দোষে বড়ই দুঃখ পাইতেছি আর এই যে সকল মুনিরা অত্যন্ত দুঃখিত আছেন তাহও দেখিতেছেন আমাদের এই অবস্থা দৈবদোষে ঘটিয়াছে। হে পুরুষোত্তম ! এক্ষণে আমরা কি করিব তাহা বলুন আমার সৃষ্ট সন্তানেরাও সকলে পূর্ব্ব কুকর্ম্মফলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্টরিপুর তাড়নে একান্ত মুগ্ধ হইতেছে।

হে ভক্তবৎসল ! এ ক্ষেত্রে ভক্তিমান্ মনুষ্যদের কি সদুপায় আছে তাহা বলুন। তাহাদের ঐহিক ঐশ্বর্য্যসম্পর্কে ইষ্টার্থসিদ্ধির

এবমুক্তঃ স দেবোঽস্মৈ ভুক্তি-মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।
কিঞ্চিদ্বিচার্য্য কৃপয়া ষড়ক্ষরমুপাদিশৎ॥ ২৮
একৈকবর্ণবিন্যাস ক্রমশশ্চাঙ্গ নি ষট্ পুনঃ।
তদ্বিদ্ধিং ব্রহ্মণে প্রাদান্মন্ত্রযন্ত্রাক্ষরাণি চ॥ ২৯
রহস্যং দেবদেবোঽপি তং মিথঃ সমবোধয়ৎ॥ ৩০
তস্য তৎপ্রাপ্তিমাত্রেণ তদানীমেব তৎ ফলং।
সর্ব্বাধিপত্যং সর্ব্বজ্ঞভাবোঽপ্যস্যা বভবৎ॥ ৩১
কিঞ্চাস্য ভগবত্ত্বঞ্চ যদিষ্টং তদভূদপি।
সর্ব্বেশ্বরপ্রসাদেন তপসা কিং ন লভ্যতে॥ ৩২
মুনীনামপি সর্ব্বেষাং তদা ব্রহ্মা তদাজ্ঞয়া।
উপাদিদেশ তং সর্ব্বং ততস্তং বিষ্ণুরব্রবীৎ॥ ৩৩

পথ দূষিত হওয়ায় দেহান্তে মুক্তিলাভের নিতান্ত ব্যাঘাত ঘটিতেছে সুতরাং আপনার কৃপাই লক্ষ্য। ২০—২৭

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু ভোগ ও মুক্তি উভয় সিদ্ধির নিমিত্ত কিছুক্ষণ ভাবিলেন তৎপরে কৃপা করিয়া ষড়ক্ষর রামমন্ত্রই উপদেশ দিলেন এবং এক একটী বর্ণ বিন্যাসের ক্রমে অঙ্গন্যাসের বিধান বলিয়া যন্ত্রাক্ষর ও উপদেশ দিলেন ও অতিগোপনে মন্ত্ররহস্য বুঝাইলেন।

ব্রহ্মা ঐ মন্ত্র পাইবা মাত্র সেই দণ্ডেই তাহার ফল হাতে হাতে পাইলেন তিনি মন্ত্রবলে সকলের অধিপতি হইলেন তাঁহার সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিল ও তিনি ভগবান্ হইলেন আর যে কিছু তাহার অভীষ্ট ছিল সব সঙ্ঘটন হইল। সেই জগদীশের অনুকম্পায় তাহার সবই মিলিল তপোবলে কি না মিলে। ২৮—৩২

তখন ব্রহ্মা প্রভুর আদেশে সকল মুনিদেরও সেই মন্ত্র উপদেশ

ঋষির্ভবাস্য মন্ত্রস্য ত্বং ব্রহ্মা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
রামোঽহং দেবতা ছন্দো গায়ত্রী ছন্দসাংমতঃ ॥ ৩৪
আদ্যো রান্তো ভবেদ্বীজমাদ্যমাদ্যফলপ্রদং।
নমঃ শক্তিতয়োদ্দিষ্টো নমোঽন্তো মন্ত্রনায়কঃ ॥ ৩৫
রামায় মধ্যগো ব্রহ্মন্ তস্মৈ সর্ব্বং নিবেদয়েৎ।
ইহ ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ দেহান্তে সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যদন্যদপ্যভীষ্টং স্যাত্তৎপ্রসাদাৎ প্রজায়তে।
অনুতিষ্ঠাদরেণৈব নিরন্তরমনন্যধীঃ ॥ ৩৭
চিরং মদ্গতচিত্তস্ত্বং মামেবারাধয়েশ্চিরং।
মামেব মনসা ধ্যায়ন্ মামেবৈষ্যসি নান্যথা ॥ ৩৮

দিলেন আবার বিষ্ণু তাহাকে বলিলেন হে প্রজাপতে! তুমিই এই মন্ত্রের ঋষি হও যেহেতু তুমি সকলমন্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত আছ আমি শ্রীরামচন্দ্র ইহার দেবতা হইলাম ছন্দোমধ্যে গায়ত্রী প্রধান বলিয়া এই মন্ত্রের তিনিই ছন্দ হইলেন আর মন্ত্রের আদি অক্ষরে আকার ও অনুস্বার যুক্ত করায় যে রাং পদ হয় উহাই এই মন্ত্রের বীজ সকল ফলদানে সমর্থ নমঃ শব্দ ইহার শক্তি সুতরাং ঐ শক্তি শেষে থাকিলেন মধ্যে রামায় পদ বলিবে অর্থাৎ রাং রামায় নমঃ মন্ত্রে সব নিবেদন করিবে। ৩৩—৩৫

এই মন্ত্রের অনুষ্ঠানে ইহলোকে সুখ ভোগ দেহান্তে মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী জানিবে তুমি একাগ্রচিত্তে পরমাদরে নিরন্তর ইহার অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করত সুদীর্ঘকাল আমাকেই আরাধনা কর আমাকেই মনে সদা ভাবিও তাহা হইলে আমাকে পাইবেই অন্যথা নাই। ৩৬—৩৮

সূত্রং তদেতদ্বিস্তার্য্য শিষ্যেভ্যো ব্রূহি গৌরবাৎ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তত্রৈব কমলেক্ষণঃ॥ ৩৯
প্রজাপতিশ্চ ভগবান্ মুনিভিঃ সার্দ্ধমন্বহং।
অন্বতিষ্ঠদ্বিধানেন নিক্ষিপ্যাজ্ঞাং শিরস্তথ॥ ৪০
ব্রহ্মা তদানীং সর্ব্বেষামুপদেষ্টা বভূবহ।
আর্য্যো তবাপি তেনৈব সর্ব্বাভীষ্টং ভবিষ্যতি॥ ৪১

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

আর এই যে সংক্ষিপ্ত সূত্রস্বরূপ বীজ উপদেশ দিলাম তুমি ইহাকে বিস্তৃত করিয়া শিষ্যদিগকে সগৌরবে উপদেশ দিতে থাক। ৩৯

এই কথা বলিয়া কমলনয়ন বিষ্ণু তথায় অন্তর্হিত হইলেন আর ভগবান্ প্রজাপতি ও ভগবানের আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক মুনিদের সঙ্গে প্রত্যহ যথাবিধানে মন্ত্রানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। তখন থেকে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম ঐ মন্ত্রের দীক্ষাগুরু হইলেন। হে আর্য্যে! তোমার ও সেই পথের অনুসরণে সেই মন্ত্রের উপাসনা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ৪০—৪১

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়।
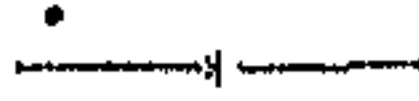
সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

পুরাতন পুরাণজ্ঞ সর্ব্বাখ্যানার্থবিত্তম।
ততঃ কিমকরোদ্বিপ্রশ্রেষ্ঠাগস্ত্যাম্বিকা ততঃ॥ ১
ঈশ্বরঃ কেন রূপেণ তামেব তদবোধয়ৎ।

অগস্ত্যউবাচ।

তদাদি হৃদয়ে রামং নিধায় কমলেক্ষণা।
মুক্তয়ে নিশ্চিনোতিস্ম তমনন্যপরায়ণা॥ ২
হৈরণ্যগর্ভসিদ্ধান্তরহস্যশ্রবণাৎ পরং।
কামাদিগ্রস্ততা তস্যাশ্চিরমেব ব্যবর্ত্তত॥ ৩

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—

হে প্রাচীনতম! আপনি সকল পুরাণ জানেন ও সমুদয় ইতিহাস আপনার জ্ঞাত আছে সুতরাং বলুন অতঃপর অম্বিকাদেবী কি করিলেন আর মহাদেবই বা কি উপায়ে তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন। ১

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মুনিবর! কমলনয়না ভবদারা তদবধি হৃদয়মাঝে রঘুনাথকে বসাইয়া অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য তাঁহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং ব্রহ্মার সিদ্ধান্তিত রহস্য শ্রবণ করার পর থেকে তাঁহার কামাদি রিপুর বশ্যতা দূর হইয়া গেল। ২।৩

ঈশ্বরস্তাং প্রিয়াং সম্যক্ জ্ঞানমাত্রেচ্ছয়া স্থিতাং।
প্রবর্ত্তত ততো জ্ঞাত্বা সংসারোচ্ছিত্তিশঙ্কয়া ॥ ৪
তমব্রবীচ্চ ভগবানীশ্বরঃ সর্ব্বরূপধৃক্।
মূলপ্রকৃতিরার্য্যে ত্বং পুরুষোঽহং পুরাতনঃ ॥ ৫
কারণং জগদুৎপত্তেরাবাং তদনবেক্ষণং।
কুর্ব্বহে স্যাত্তদুচ্ছিত্তির্যদি কিং তদ্ধিতং তব ॥ ৬
কল্যাণি মম কিংতুল্যমাবয়োর্নতু তৎপরং।
কার্য্যং হি কারণাভাবে কুত্র সম্পদ্যতে বদ ॥ ৭
আবয়োঃ সম্ভবিষ্যন্তি সতোঃ কল্যাণি দেবতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদিদং সর্ব্বং ন কদাচিদ্গমিষ্যতি ॥ ৮

তখন মহেশ্বর যেমনি দেখিলেন যে তাঁহার প্রেয়সী কেবল জ্ঞানের পিপাসায় তন্মনা হইয়াছেন অমনি পাছে সৃষ্টি লোপ পায় এই ভাবনায় সর্ব্বস্বরূপী ঈশানদেব তাঁহাকে বলিলেন—

হে আর্য্যে! তুমিই মূলপ্রকৃতি আর আমি পুরাতন পুরুষ সুতরাং আমরা দুজনেই জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ তবে আমরা যদি সেই সংসারদিকে একেবারে দৃষ্টিপাত না করি তাহা হইলে সংসারের নাম লোপ হইয়া যাইবে বলি প্রিয়ে! তাই কি তোমার মনোগত। ৪।৬

কল্যাণি! আমাদের কেবল আত্মপর হওয়া সুসদৃশ নহে তাহা হইলে সৃষ্টি চলিবে না কারণের অভাবে কার্য্য কি চলিতে পারে আমরা উভয়ে কারণরূপে থাকিলেই তবে দেবতারা উৎপন্ন হইবেন তখন তোমার অনুগ্রহে এ সকল আর নিরুদ্ধ হইবে না।

এবঞ্চ সতি কিং দেবি সর্ব্বং ত্যক্তুমবেক্ষসে ।
ন যুক্তমেতৎ কিমপি বক্তুং দেব্যধুনা ত্বয়া ॥ ৯
ইত্যুক্তা সাব্রবীদ্দেবী নীলোৎপলদলেক্ষণা ।
প্রাণনাথাধুনা কিং বৈ কর্ত্তব্যমিতি সাব্রবীৎ ॥ ১০
ইয়ং সদ্বাসনা মত্তো নৈবোৎসয়া ভবেৎ প্রভো ।
কদাচিদপি দেবেশ ত্বং তথানুগৃহাণ বৈ ॥ ১১
তথোক্তঃ সোঽব্রবীদেনাং মহীধ্রতনয়াং পুনঃ ।
শ্রীরামারাধনং দেবি তদমুং প্রতিবাসরং ॥ ১২
আরাধয়োপকরণৈরন্যথা মা কৃথাঃ প্রিয়ে ।
এতেনৈবোভয়ং কিঞ্চিদিহামুত্র ভবিষ্যতি ॥ ১৩
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বাঘৌঘং ব্যপোহতি ।
আরাধনেন সাঙ্গেন গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ১৪

হে দেবি ! যখন ইহাই বুঝিলে তবে কেমনে এসব ছাড়িতে উদ্যতা হইয়াছ অতএব দেবি ! এ সকল কথা আর বলিও না । ৭—৯

নীলকমলনয়না ভগবতী এইরূপ কথিতা হইয়া মহেশ্বরকে জানাইলেন তবে নাথ ! আমার প্রীত্যর্থে এখন কি করা উচিত তাহা আমাকে উপদেশ দিন । এবং এই যে সদ্বাসনা আমা হইতে জন্মিয়াছে হে দেব ! যাহাতে আর কখন আমাকে না ছাড়ে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করুন । ১০।১১

এই কথার উত্তরে তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে পুনরায় বলিলেন হে দেবি ! তুমি প্রতিদিন শ্রীরামের আরাধনা কর । হে প্রিয়ে ! তাঁহার উপাসনার জন্য নানা উপকরণ সংগ্রহ কর আর কিছু না করিলেও ক্ষতি নাইএই রামোপাসনাতেই তোমার ঐহিক ও পারত্রিক

কিং বক্তব্যং প্রিয়ে সর্ব্বং মনসা চিন্তিতঞ্চ যৎ।
এবমারাধনেনৈব ভবত্যেব নচান্যথা ॥ ১৫
ন গৃহী জ্ঞানমাত্রেন পরত্রেহ চ মঙ্গলং।
প্রাপ্নোতি চন্দ্রবদনে দানহোমাদিভির্বিনা ॥ ১৬
গৃহস্থো যদি দানানি দত্বান্ন জুহুয়াদপি।
পূজয়েদ্বিধিনা নৈব কঃ কুর্য্যাত্তদনুগ্রহং ॥ ১৭
ন ব্রহ্মচারিণো দাতুমধিকারোঽস্তি ভামিনি।
গৃহিভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বেভ্যঃকো বা দাস্যত্যপেক্ষিতং ॥ ১৮
নারণ্যবাসিনাং শক্তির্ন তে সন্তি কলৌ যুগে ॥ ১৯

সন্তোষ হইবে। কলিযুগে রঘুনাথের নাম কীর্ত্তনেই সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইবে এবং গন্ধপুষ্পাদি উপকরণে সর্ব্বাঙ্গসমন্বিত আরাধনা ভিন্ন আর কিছুই নাই হে প্রিয়ে! আর কি বলিব তুমি মনে যে কিছু কামনা করিবে এইরূপ আরাধনাতেই তাহা সম্পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ১২।১৫

হে চন্দ্রমুখি! গৃহী ব্যক্তি যদি জ্ঞানমাত্রের অনুসন্ধানে থাকে দানহোমাদি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তবে সে ইহদেহে ও পরদেহে কিছুতেই মঙ্গল পায় না তার পর আবার যদি দান মাত্র করিতে থাকে হোম না করে ও যথাবিধানে পূজাদি না করে, তবে তাহার প্রতি কে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। হে মানিনি! ব্রহ্মচারীর কাহাকেও দান করিবার অধিকার নাই। গৃহস্থ ব্যতীত আর কাহারও দান বিহিত নাই। বনবাসীদের দান করিবার শক্তিই বা কোথায়। ১৬-১৯

পরিব্রাড্‌জ্ঞানমাত্রেণ দানহোমাদিভির্বিনা।
সর্ব্বদুঃখপিশাচেভ্যো মুক্তো ভবতি নান্যথা॥ ২০
পরিব্রাড়বিরক্তশ্চ বিরক্তশ্চ গৃহী তথা।
কুম্ভীপাকে নিমজ্জেতে তাবুভৌ কমলাননে। ২১
পুণ্যক্রিয়ো গৃহস্থাশ্চ মঙ্গলে! মঙ্গলার্থিনঃ।
পূজোপকরণৈঃ কুর্য্যুর্দিদ্যুর্দানানি চার্হণাং। ২২
চন্দনাগুরু-কস্তূরী সৎকর্পূর-হিমাম্বুভিঃ।
পঞ্চামৃতাভিষেকৈশ্চ পুষ্পৈস্তামরসৈরপি। ২৩
পুষ্পমাল্যৈশ্চ বহুভির্দূর্ব্বাভিশ্চাক্ষতৈঃ সহ।
নীলোৎপলৈর্মল্লিকৈশ্চ করবীরৈশ্চ চম্পকৈঃ॥ ২৪
জাতিপ্রসূনৈর্বিল্বৈশ্চ পুন্নাগৈর্ব্বকুলৈরপি।
কদম্বৈঃ কেতকৈঃ পুষ্পৈঃ করুণাশোক কিংশুকৈঃ॥ ২৫

আর চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষু দান হোম না করিয়াও ব্রহ্মানুসন্ধানবলেই কেবল জ্ঞানলাভ করিয়া সকল দুঃখরূপপিশাচের হাতথেকে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ২০

হে পদ্মমুখি! ভিক্ষু যদি বিরক্ত না হন আর গৃহস্থ যদি বিরক্ত হন তাহা হইলে ইহারা যে কোন সৎকর্ম্মই করুন না কেন দুজনাই কুম্ভীপাক নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। হে মঙ্গলময়ি! শ্রীমান্ গৃহস্থেরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে ও শ্রেষ্ঠ বস্ত্র সকল দান করিবে। ২১।২২

এবং অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কর্পূর দ্বারা এবং হিমজল যুক্ত পঞ্চামৃত দ্বারা ও রক্তপদ্ম নীলপদ্মের মালায় দূর্ব্বা অক্ষত করবীর চম্পক জাতীফুল বিল্ব পুন্নাগ বকুল কদম্ব কেতক করুণ অশোক কিংশুক

নাগরঙ্গাদিপুষ্পৈশ্চ গন্ধবদ্ভির্মনোহরৈঃ।
প্রত্যগ্রৈঃ কোমলৈশ্চৈব পূজয়েযুঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৬
পল্লবৈশ্চৈব পত্রৈশ্চ জলস্থলসমুদ্ভবৈঃ।
এবমাদিভিরন্যৈশ্চ পুষ্পৈর্বহুভিরদ্বহং॥ ২৭
সম্যক্ সম্পাদ্যযত্নেন শক্ত্যা ভক্ত্যা রঘূদ্বহং।
ত্রিকালমেককালং বা পূজয়েযুরহর্নিশং ॥ ২৮
কক্কোলৈলাপূগফলৈস্তথা জাতিফলৈরপি।
প্রত্যাহৃতৈর্ব্বহুবিধৈঃ পিষ্টকৈরিষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২৯
ক্ষীরনীরাজ্যপক্বৈশ্চ ফলাপূপবটাদিভিঃ।
দধ্যোদনান্নপানীয় সূপাদি ব্যঞ্জনৈরপি ॥ ৩০
শাটীপটোপদংশাদি পদার্থৈর্বহুবিস্তরৈঃ।
আরত্রিকৈর্ধূপদীপৈঃ ষড়াবৃত্ত্যপকল্পিতৈঃ ॥ ৩১
বহুভির্দীপমালাভিরর্চ্চয়েযুরহর্নিশং।
কর্পূরচূর্ণসহিতৈস্তাম্বূলৈশ্চ সুবাসিতৈঃ ॥ ৩২

এবং নাগরঙ্গ প্রভৃতি সুন্দর নববিকসিত কোমলপুষ্প দ্বারা অতিযত্নে শ্রীরামের পূজা করিবে আর পল্লব পত্র এবং জলজ ও স্থলসম্ভূত অন্যান্য সুন্দরপুষ্প দিয়াও অতিযত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে রঘুনাথকে প্রত্যহ অন্তত একবার সন্ধ্যা কালে পূজা করিবে। ২৩-২৭

এবং কক্কোল এলাজ সুপারি জাতিফল সংগ্রহ করিয়া অপরাপর বহুবিধ পিষ্টকাদি নিবেদন করিবে, এবং ঘৃতে দুগ্ধে বা কেবল জলে পাককরা ফলাদি দিবে দধি দুগ্ধ পানীয় পিষ্টকও ব্যঞ্জনাদি আর শাটী ও ছিলাযুক্ত বস্ত্র প্রভৃতি বহুবিস্তর পদার্থ নিবেদন করিবে।

আর ধূপ দীপ অন্তত ছয়বার করিয়া ঘুরাইয়া দেখাইবে তারপর

মহার্হৈরর্হণাং কুর্য্যুঃ কল্যাণার্থিতয়াবহং।
স্বস্বশক্ত্যনুরূপেণ সর্ব্বান্ সম্পাদ্য যত্নতঃ॥ ৩২
সম্যক্ সম্পাদ্য যত্নেন শক্ত্যা ভক্ত্যা রঘূদ্বহং।
ত্রিকালমেককালম্বা পূজয়েয়ুরহর্নিশং॥ ৩৩
গৃহস্থানাং বিধিরয়ং নেতরেষাং শুভাননে।
দত্ত্বা দানানি জুহুবুরর্চ্চিতেহগ্নৌ শুভার্থিনঃ॥ ৩৪
কল্যাণঞ্চ বরারোহে রামার্পণধিয়াবহং।
এবং গৃহস্থনিয়মস্তথৈব ব্রহ্মচারিণাং॥ ৩৫
বিধিমপ্যনতিক্রম্য যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
যদি কুর্য্যুঃ প্রযত্নেন পূজাং তৎসাধনৈরপি॥ ৩৬
সর্ব্বং সম্পাদ্যতে তেষাং দেবানাং দুর্লভঞ্চ যৎ।
কল্যাণি শৃণু মদ্বাক্যং যদি কল্যাণমিচ্ছসি॥ ৩৭

কর্পূরখণ্ডযুক্ত সুবাসিত অত্যুৎকৃষ্ট তাম্বূল দিয়া আপনার কল্যাণের জন্য পূজা সম্পাদন করিবে নিজ সামর্থ্যানুসারে সকল বস্তু যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ ভক্তিভরে ত্রিসন্ধ্যায় অন্তত একবার ও রঘুনাথকে পূজা করিবে। ২৮৷৩৩

হে শুভাননে। এই বিধান গৃহস্থদের পক্ষেই জানিবে অন্যের নহে তারপর প্রচুর দান দিবে শুভাকাঙ্ক্ষায় অর্চ্চিত অনলে হোম করিবে যে কিছু কার্য্য সকলই রামময় ভাবিয়া প্রত্যহ আরাধনা করিলে কল্যাণ পাওয়া যায়। ইহা যেমন গৃহস্থদের নিয়ম তেমনি ব্রহ্মচারিদেরও জানিবে। এই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন না করিয়া যথাশক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত উপকরণদ্বারা যত্নপূর্ব্বক যদি পূজা করা হয় তবে সেই পূজাকারীদের লব্ধ অভীষ্ট সকল দেবতাদের দুর্লভ হইলেও ঘটিয়া থাকে। হে কল্যাণি।

রামমারাধয়ান্ত্যাদি যাবজ্জীবং যথা বিধি।
এতেনৈব বরারোহে কল্যাণং তব সর্ব্বদা ॥ ৩৮
পুণ্যস্ত্রিয়ো গৃহস্থাশ্চ তথৈব ব্রহ্মচারিণঃ।
সগুণং রামরামাধ্য পূর্ব্বোক্তৈঃ সাধনৈরপি॥ ৩৯
শক্ত্যা সম্পাদিতৈঃ কেচিৎ পূজয়েয়ু র্দিবানিশং।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবত্যেব নচান্যথা ॥ ৪০
বানপ্রস্থাশ্চ যতয়ো যত্ত্বেবং কুর্য্যুরন্বহং।
সংসারায় নিবর্ত্তন্তে বিধ্যতিক্রমদোষতঃ ॥ ৪১
আরূঢ়পতিতা হ্যেতে ভবেয়ুর্দুঃখভাজনাঃ ॥ ৪২
অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তেষামেষা ন পদ্ধতিঃ।
ন হিংসাব্যতিরেকেণ লভ্যন্তে তানি তানি বৈ ॥ ৪৩

তুমি যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে আমার কথা শুন এই নিয়মেই তোমার কল্যাণ হইবে জানিবে। ৩৪।৩৭

যদি পতিব্রতা রমনীরা ও সাধারণ গৃহীরা আর ব্রহ্মচারীরা সাকার গুণময় রাঘবকে শক্তি অনুসারে সংগৃহীত পূর্ব্বোক্ত উপকরণ দিয়া দিবা রাত্রি পূজা করে তবেই তাহাদের ঐহিক ভোগলাভ ও দেহান্তে মুক্তি হইয়া থাকে নচেৎ হয় না। আর বনচারীরা বা যতিরা যদি এই নিয়মে উপাসনা করেন তবে তাহাদের নিজ শাস্ত্রোক্ত বিধিলঙ্ঘন করার দোষে সংসার বন্ধন ঘুচে না। তাহারা উচ্চপদে উঠিলেও পুনরায় পতিত হয় বলিয়া অবিরত দুঃখ ভোগই করিয়া থাকে। তাহাদের কাছে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এ পদ্ধতি নাই তাহারা হিংসা ব্যতীত নিজের নিজের আশ্রমধর্ম্ম রাখিতে পারে না। তাহাদের অন্তরে ভাবনায় কল্পিত পূজাসাধন দিয়া আরাধনাই প্রশংসার হইয়া থাকে। তাহারা

ভাবনাকল্পিতৈঃ পূজাসাধনৈরেব যুজ্যতে।
ন বহির্যোগযুক্তানামন্তস্তেষাং প্রশস্যতে॥ ৪৪
এতচ্ছন্নধিয়ামেব সেব্যসেবকরূপতা।
ধ্যানমভ্যর্চ্চনান্তরে ভদ্রার্থফলদং ভবেৎ॥ ৪৫
আত্মন স্বস্বচিন্তা তু তস্যাত্মনি বিচিন্তয়েৎ।
উভয়োরৈক্যচিন্তা চ পুনরাবৃত্তয়ে ন তু॥ ৪৬
আত্মানং সততং রামং সম্ভাব্য বিহরন্তি যে।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ॥ ৪৭

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্তর্যোগেই অনুরক্ত সুতরাং বহির্যোগে আসক্ত হইলে তাহাদের ইষ্টলাভের ব্যাঘাত ঘটে। ৩৮।৪৪

যাহাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন তাহাদেরই ঈশ্বরের সঙ্গে সেবা সেবক ভাবে উপাসনা বিহিত আর যতিপ্রভৃতির বহিঃ পূজা অপেক্ষা ধ্যানই প্রশস্ত তাহাতেই তাহাদের ইষ্টফল লাভ হয় কারণ তাহারা আত্মার স্বরূপ চিন্তাই অন্তরে রাখিবেন আত্মা ও পরমাত্মার একীভাব চিন্তা হইলে আর সংসারে আসিতে হবে না। ৪৫।৪৬

যাহারা রঘুনাথকে সতত সেই পরমাত্মা ভাবিয়া অপার আনন্দভোগ করে তাহাদের কোন পাপই থাকেনা ও পাপকর্ম হইতে ঘোর আপদ ও বিঘ্ন ঘটেনা। ৪৭

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

স্তুতীক্ষ্ণউবাচ।

কিমেতদ্ভগবন্ ব্রূহি হিত্বা দধ্যোদনং রহঃ।
তক্রং পিবসি মাহাত্ম্যং শ্রীতুলস্যাঃ ক্ব বিস্মৃতং॥ ১

অগস্ত্যউবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং শ্রীতুলস্যাঃ প্রযত্নতঃ।
পূর্ব্বমুগ্রং তপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী॥ ২
তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা তত।
বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা॥
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী। ৩

স্তুতীক্ষ্ণ কহিলেন—

হে মহাশয়! এ কি কথা বলিতেছেন কেন দধিমিশ্রিত অন্ন ছাড়িয়া ঘোল পান করাইতেছেন। প্রধান কথা তুলসীর মহিমা বর্ণন কেন ভুলিতেছেন। ১

অগস্ত্য বলিলেন—

স্তুতীক্ষ্ণ! আমি তোমাকে শ্রীতুলসীর মহিমা সযত্নে বলিতেছি শ্রবণ কর পূর্ব্বকালে মানিনী তুলসী কঠোর তপস্যা করিয়া প্রভুর কাছে যে বরলাভ করিয়াছিলেন তাঁহার ফলে জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের যেমন জানকী প্রেয়সী তেমনি এই ত্রিলোকের একমাত্র পবিত্রতা-বিধায়িনী তুলসীদেবী ও সব ফুলের ও সব পাতার মধ্যে প্রিয়তমা হইয়াছেন জানিবে। ২। ৩

তুলসীপত্রমাত্রেণ যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণু মন্বহং।
স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্লভং ॥ ৪
নীলোৎপলসহস্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
ফলং বর্ষশতেনাপি তদীয়ং নৈব লভ্যতে ॥ ৫
বিদ্বন্ সর্ব্বেষু পুষ্পেষু পঙ্কজং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
তৎপুষ্পেষ্বপি তন্মাল্যং লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৬
বিষ্ণোঃ শিরসি বিন্যস্তমেকং শ্রীতুলসীদলং।
অনন্তফলদং ব্রহ্মন্মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং ॥ ৭
পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্ম্মিতং তুলসীদলৈঃ।
মাল্যং মলয়জালিপ্তং দদ্যাৎ শ্রীরামমূর্দ্ধনি ॥ ৮
কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ
কিং তীর্থসেবয়া দানৈরুগ্রেণ তপসাপি বা ॥ ৯

যে ব্যক্তি কেবল তুলসীপাতা দিয়াও প্রত্যহ বিষ্ণু পূজা করেন তিনি নিত্যধাম ব্রহ্মলোক গমন করেন যথায় যাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। যিনি হাজারটী নীলপদ্ম দিয়া তিন সন্ধ্যাতে হরির পূজা করেন তাহার ঐ কৃতকর্ম্মের ফল শত বৎসরেও বলিয়া উঠা যায় না। হে বিদ্বন্! আরও বলি সকল ফুলের মধ্যে পদ্মফুলই প্রধান তাহার ভিতর ঐ ফুলের মালাতে পূজা করিলে লক্ষ কোটি গুণ ফল হয়। ৪।৬

হে ব্রহ্ম! মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানের মস্তকে যদি একটী মাত্রও তুলসীপত্র রাখা যায় তবে তাহার ফলের সীমা থাকে না। ৭

মাঝে মাঝে নানা ফুল গাঁথিয়া তুলসীপত্রের মালাটীকে চন্দনে মাখিয়া যদি কেহ শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে প্রদান করে তাহার আর প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বড় বড় দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা・প্রয়ো-

বাচং নিয়ম্য চাত্মানং মনো বিষ্ণৌ নিবেশ্য চ।
যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীমাল্যৈর্যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ॥ ১০
ভবান্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণং।
পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যাঃ সমর্পিতং।
রামায় মুক্তিমার্গস্য দ্যোতকং সর্ব্বসিদ্ধিদং॥ ১১
মাল্যানি তনুতে লক্ষ্মীং কুসুমান্তরিতানি চ।
তুলস্যাঃ স্বয়মানীয় নির্ম্মিতানি তপোধন॥ ১২
তুলসীবাটিকা যত্র পুষ্পান্তরশতাবৃতা।
শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ স্বয়ং॥ ১৩

জন হয় না এবং তাহার আর তীর্থযাত্রার কি প্রয়োজন অপর দান বা তপস্যা করাতেও কোন বিশেষ ফল নাই। ৮। ৯

বাক্‌সংযম করিয়া ভগবানে আত্ম মন সমর্পণ করত যদি কেহ তুলসীমালা দিয়া তাঁহার পূজা করে সে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। ১০

শ্রীতুলসীর পত্র পুষ্প বা ফল যদি ভগবানে সমর্পিত হয় তবে তাহাই কেবল সংসাররূপ অন্ধকারাবৃত গভীর কূপে নিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারের কারণ। ১১

হে তপোধন! নিজে সযতনে তুলসী আনিয়া মাঝে মাঝে ফুল বসাইয়া যে সকল মালা প্রস্তুত করা হয় তাহা যদি প্রভু রামের উদ্দেশে দেওয়া হয় তবে তাহা সকল সিদ্ধিরই বিধান করে অধিক কি ঐ কর্ম্মের ফলে সহজেই মুক্তিপথেরও পথিক হওয়া যায়। ১২

যথায় অসংখ্য ফুল গাছের সঙ্গে সঙ্গে তুলসী কানন বিরাজিত আছে তথায় ভগবান্ রামচন্দ্র জানকীর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকেন। ১৩

আরোপয়ন্তি যে ভক্ত্যা স্বয়মেব মনীষিণঃ।
বনত্বেন সমাবৃত্য কণ্টকৈস্তুলসীতরুন্।
মোক্ষায় চ তদেবালং নান্যদভ্যর্হিতং ততঃ॥ ১৪
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতং।
যে পিবন্তি পুনস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে॥ ১৫
গাঙ্গেয়মিব তোয়েষু পূজ্যোষ্বেব রঘূত্তমঃ।
সরোজমিব পুষ্পেষু শস্ততে তুলসীদলং॥ ১৬
সংপূজ্য ভক্ত্যা বিধিবদ্রামং শ্রীতুলসীদলৈঃ।
ভবান্তরসহস্রেষু দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে॥ ১৭
বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পূজা যস্যৈব সাধনং।
অপেক্ষিতার্থদিং বান্যজ্জগৎ স্বস্তি তপোধন!॥ ১৮

যে মহাত্মারা ভক্তিসহকারে তুলসীকানন রোপণ করিয়া কাঁটা গাছের বেড়া দিয়া নিরাপদে রক্ষা করেন তাঁহাদের ঐ কর্ম্মই মুক্তির সহায় উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ১৪

যাঁহারা তুলসীপাতায় সুবাসিত শালগ্রামশিলাসংস্পৃষ্ট সলিল কণামাত্রও পান করেন তাহাদের আর দেহধারণ করিয়া স্তনপানের যাতনা ভুগিতে হয় না। কারণ পবিত্রসলিলের মধ্যে গঙ্গার জল যেমন পবিত্র তেমনি পুষ্পের মধ্যে পদ্মফুলের মত ঐ তুলসী পত্র পবিত্র ও বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৫। ১৬

ভক্তি সহকারে তুলসীপত্র দ্বারা যথাবিধানে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিলে সংসারের সহস্র সহস্র দুঃখ রাশিথেকে বিমুক্ত হওয়া যায়। ১৭

হে তপোধন! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যে যে আশ্রমের অর্চ্চনা করাই প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের তুলসীপত্রদ্বারা পূজার

পূজাযোগ্যৈ র্দলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
তানি ন্যূনাতিরিক্তানি কর্ম্মাণি সফলাণ্যহো॥ ১৯

ন তস্য নরকক্লেশো যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পাপিষ্ঠো বাঽপ্যপাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ২০

গঙ্গাতোয়েন তুলসীদলযুক্তেন যোঽর্চ্চয়েৎ।
রামং নিক্ষিপ্য শিরসি রামমন্ত্রেণ সেচয়েৎ॥ ২১

নিমীল্য চক্ষুষী ধীরো রামং হৃদি নিধায় চ।
অসকৃদ্বা সকৃদ্বাপি য এবমনুতিষ্ঠতি॥ ২২

ধ্যেয়ো ভবতি সর্ব্বেষামময়মেব বিমুক্তয়ে।
ন সন্তি গুরবো যস্য নৈব দীক্ষাবিধিক্রমঃ॥ ২৩

রামাক্ষরং বদন্নেব তুলসীদলমর্পয়েৎ।
দীক্ষান্তরশতেনাপি নৈতৎ ফলমবাপ্যতে॥ ২৪

অভীষ্ট সাধন হয় তন্মধ্যে জ্ঞানিদের পক্ষে সকলই সমান। পূজার উপযুক্ত তুলসীপত্র বা তুলসী পল্লব দিয়া যে হরির পূজা করিবে তাহার ঐ কর্ম্মে যদি কিছু অঙ্গহীন হওয়ায় ত্রুটী হইয়া থাকে বা কিছু বেশী হয় তথাপি সকল সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ১৮।১৯

যে ব্যক্তি তুলসীপত্রে হরিপূজা করে সে ঘোর পাপী হউক বা নিষ্পাপ হউক তাহার নরক যাতনা ভুগিতে হয় না। এবং যে ভগবান্ রামকে অন্তরে ধ্যান করত তুলসীদলযুক্ত গঙ্গাজল দিয়া রামমন্ত্রে প্রভুকে বহুবার বা অন্তত একবারও পূজা করে সে সকলের আরাধ্য হয় ও ইহাই মুক্তিলাভের সদুপায় জানিবে। যাহার মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু নাই কিম্বা যাহার মন্ত্র লইবার শাস্ত্রীয় প্রণালী ঘটে নাই সে যদি রাম এই নামটী মাত্র বলিতে থাকিয়াও তুলসীপত্র প্রদান করে তাহার যে ফল হয় তাহা বিভিন্নপ্রকারের শতদীক্ষা গ্রহণেও মিলেনা। ২০।২৪

দীক্ষিতেষ্বপি সর্ব্বেষু রামদীক্ষিত উত্তমঃ।
ন গুরুর্নৈব কালশ্চ ন দেশান্তরসেবনং।
তুলসীদলযুক্তঞ্চ রামার্চ্চনমপেক্ষতে॥ ২৫
নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যস্ত্বর্চ্চয়েদ্ধরিং।
যদ্যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ॥ ২৬
যদি ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং।
তুলসীপত্রমাত্রেণ যুক্তং তৎ পরিপূর্য্যতে॥ ২৭
শালগ্রামশিলায়াশ্চ গঙ্গায়াশ্চ তপোধন।
তুলস্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং নেষ্টে বক্তুং হি বিশ্বসৃক্॥ ২৮
ভবভঞ্জনমেতত্তে সর্ব্বাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।
নাতঃপরতরং কিঞ্চিৎপাবনং বিদ্যতে ভুবি॥ ২৯

দীক্ষিতদের মধ্যে রাম মন্ত্রে দীক্ষিতই শ্রেষ্ঠ তুলসীদল যুক্ত শ্রীরাম পূজা গুরু বা কালাকাল কিম্বা পবিত্র স্থান প্রভৃতি কোন সাধনেরই অপেক্ষা রাখে না। ২৫

নির্ম্মাল্য তুলসীর মালা ধারণ করিয়া যদি কেহ হরি পূজা করে তবে সে যে কার্য্যই করুক সব কাজই অনন্তফলপ্রদ হয়। শ্রীরামের উপাসনার সামগ্রী যদি কিছু কমও হয় তবে তাহা এক তুলসীর পাতাতে মিলিত হইলে সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ২৬। ২৭

হে তপোধন! শালগ্রাম শিলার এবং গঙ্গার ও তুলসীর মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে বিশ্বসৃজন কারী ব্রহ্মাও সক্ষম নহেন এই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদা তুলসী তোমার যাবৎ অভীষ্ট প্রদান করিবেন সংসারে তুলসী অপেক্ষা পবিত্র বস্তু কিছুই নাই। ২৮।২৯

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং স্বরূপিণীং।
কর্ণমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥ ৩০
সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীচন্দনঞ্চ ন তৎসমং॥ ৩১
তুলসীবিপীনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলং।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ॥ ৩২
তুলস্যারোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা॥ ৩৩
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥ ৩৪

যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক তুলসী কাষ্ঠে দ্বারা সুন্দর জপমালা বা কাণে ধরিবার মালা প্রস্তুত করেন তাঁহার অনুষ্ঠিত যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ও অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। ৩০

যদি কেহ তুলসী কাষ্ঠ ঘসিয়া চন্দনের মত করত রামের মাথায় দেয় তাহার অসীম ফল এবং উহার কাছে কর্পূর অগুরু বা চন্দন দেওয়া অতি তুচ্ছ। গঙ্গা জলের ন্যায় তুলসী কাননের চারিদিকে ক্রোশ পরিমিতস্থান অতি পবিত্র হয় জানিবে। ৩১।৩২

তুলসী গাছ রোপণ করিলে এবং ঐ গাছে জলসেক করিলে কিম্বা তুলসীকে স্পর্শ করিলে এবং তুলসীকে দর্শন করিলেও তুলসী তাহাকেও পবিত্র করিয়া থাকেন আর যদি তাঁহাকে যত্নসহকারে আরাধনা করা যায় তবে তিনি সকল অভীষ্টই প্রদান করেন চারিবর্ণেরই কি স্ত্রী কি পুরুষ যে কেহ তাঁহাকে পূজা করে তুলসী তাঁহারই বাসনা পূরণ করেন। ৩৩।৩৪

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা তু নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিৎ প্রক্ষীণমবশিষ্যতে ॥ ৩৫
অনন্যদর্শনাৎ প্রাতর্যে পশ্যন্তি তপোধন !।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রদহন্তি তে ॥ ৩৬
তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রযান্তি পরমং পদং ॥ ৩৭
বিধেয়মবিধেয়ং বা ন্যূনমপ্যথবাঽধিকং।
তুলসীদলমাদায় রামং ধ্যাত্বা সমর্পয়েৎ ॥ ৩৮
রামায় নম ইত্যেতদচ্যুতায় নমস্ততঃ।
অনন্তায় নমস্তস্মাৎ প্রণবাদি বদেদিদং ॥ ৩৯

হে মুনিবর! যাহারা প্রতিদিন তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করে তাহাদের সকল পাপ ক্ষয় হয় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাহারা প্রভাতে উঠিয়া আর কিছুতে দৃষ্টিপাত না করিয়া তুলসীকেই প্রথমে দর্শন করে তাহাদের তদণ্ডেই দিবারাত্রির সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। আর যাহারা তুলসীর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে তাহাদের নরকযাতনা হয় না। প্রত্যুত তাহারা পরমপদে গমন করেন। ৩২.৩৭

যথাবিধানে হউক বা অবিধিপূর্ব্বকই হউক অঙ্গহীন হউক বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াই হউক শ্রীরামের ধ্যান করিয়া ভক্ত ব্যক্তি তুলসীর পাতা রামের মাথায় অর্পণ করিলেই তাহার পূজা সিদ্ধ হইবে। এবং ওঁ রামায়নমঃ এই বলিয়া বা ওঁ অচ্যুতায় নমঃ কি ওঁ অনন্তায় নমঃ এইমাত্র বলিয়াও তুলসী দান করিবে। হে মুনিবর! তুলসীর কাছে যখনই যাহা করিবে সকল সফল হইবে তাহা যদি আবার

কৃতং সফলতামেতি তুলসীসন্নিধৌ মুনে।
তদেব পুণ্যকালেষু সহস্রগুণিতং ভবেৎ॥ ৪০
শালগ্রামশিলায়াশ্চ তুলস্যাশ্চৈব সন্নিধৌ।
যেষাং পুণ্যবতাং মৃত্যুস্তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪১
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

অগস্ত্য বদ মে সর্ব্বং রামস্য মুনিসত্তম।
মন্ত্ররাজস্য মাহাত্ম্যং যদুক্তং ব্রহ্মণা পুরা॥ ১

পুণ্যকালে করা হয় সহস্রগুণ ফল দান করে। শালগ্রামশিলার কাছে বা তুলসীর সম্মুখে যে পুণ্যাত্মাদের মৃত্যু ঘটে তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই। ৩৮।৪১

অগস্ত্যসংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—

হে মুনিবর অগস্ত্য! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখে যেমন শুনিয়াছিলেন আজি সেই মত আমার কাছে ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্ত্ররাজের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তন করুন। ১

অগস্ত্যউবাচ।

সর্ব্বং তথাভিধাস্যামি পুরারেঃ পুরতঃ পুরা।
ব্রহ্মা যদব্রবীত্তত্ত্বং শৃণুষ্ব চরিতং মহৎ ॥ ২
অস্তি বারাণসী নাম পুরী শিবমনোহরা।
সর্ব্বদাপি শিবস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ তিষ্ঠতি ॥ ৩
তত্রাপ্যুপাসকাঃ সর্ব্বে ভক্ত্যা তং প্রতিপেদিরে।
মুমুক্ষবঃ পরিত্যজ্য সর্ব্বস্তত্রৈব সংস্থিতাঃ ॥ ৪
সদা শিব শিবেত্যেবং বদন্তঃ শিবতৎপরাঃ।
শিবার্পিতমনঃপ্রাণবাচঃ শিবপরায়ণাঃ ॥ ৫
শিবোঽপি তান্ মুহুঃ পশ্যংস্তে চিন্তাসমাকুলঃ।
কথমেভ্যঃ প্রদাস্যামি মুক্তিমিত্যতিদুঃখিতঃ।
তথৈবাস্তে গণৈঃ সার্দ্ধমৃষিভিশ্চ সুরাসুরৈঃ।
এবঞ্চ সতি ভূর্লোকমাজগাম চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৬

অগস্ত্য বলিলেন—

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাদেবের কাছে যেরূপ বলিয়াছিলেন এক্ষণে তোমাকে আমি সেই সমুদয় অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রমহিমা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২

বারাণসী নামে অপূর্ব্ব পুরী আছে উহা শিবের বড়ই প্রীতিস্থান ঐ স্থানে দেবাদিদেব অনুক্ষণ পার্ব্বতীর সহিত বাস করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ভক্তেরা ও মোক্ষপথের পথিক হইয়া সকল ছাড়িয়া প্রভুর উপাসনায় মনোনিবেশ করত ঐ কাশীতে চির বাস করিতেছেন এবং সেই পরমশৈব ভক্তজনেরা সর্ব্বতোভাবে শিবপদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সদাই মুখে কেবল শিব শিব বুলি বলিতে থাকিয়া সুখে কাল কাটাইতেছেন। ৩।৫

তমীশ্বরো নিরীক্ষ্যৈব সম্ভ্রমেণাকরোৎপ্রিয়ং।
বহু সম্ভাবয়ামাস যদ্ধিতং তন্ন্যবেদয়ৎ॥ ৭
ততঃ স্মপ্রাহ ভগবানীশ্বরস্তং চতুর্মুখং।
কুশলং নন্বু হে ব্রহ্মন্ চিরায় ত্বমিহাগতঃ॥ ৮
শ্রীমদাগমনেনাহং লোকপূজ্যোঽস্ম্যুপাসকৈঃ।
সমারাধ্যেহ মাংমুক্তিং প্রার্থয়ন্তি মুমুক্ষবঃ॥ ৯
কেনোপায়েন তেষাং তৎ ফলং দাস্যামি তদ্বদ॥ ১০
ঈশ্বরেণৈবমুক্তঃ সন্ ক্রহিণোঽপি বভাণ তং॥ ১১

ভগবান্‌ও অবিরত ভক্তজনের তাদৃশ ভাব দেখিয়া কেমনে ইহা-দিগকে মুক্তি দিইব এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া অনুচর প্রমথদিগের সহিত এবং দেব দানব ও ঋষিজনের সঙ্গে থাকিয়াও অতি দুঃখিত ভাবেই রহিলেন। এমন সময়ে একদিন চতুর্মুখ যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে নামিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন মহাদেব ব্রহ্মাকে দেখিয়াই সাদরে প্রিয়কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বহুসম্মান করিলেন। এবং নিজের হিতের কথা জানাইলেন। ৬।৭

ভগবান্ মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন হে বিধে! তোমার কুশল ত! অনেক দিনের পরে তুমি এখানে আসিয়াছ তোমার শুভাগমনে আমি লোকের কাছে ভক্তজনের সহিতই সমধিক পূজনীয় হইলাম দেখ এই মোক্ষাভিলাষী ভক্তেরা মুক্তিলাভ লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদা এখানে আমাকে আরাধনা করিতেছে এখন কোন উপায়ে ইঁহাদিগকে সেই মোক্ষপদ প্রদান করিতে পারি তাহাই আমাকে বলিয়া দাও। ৮।১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন হে শঙ্কর! ইহার একটী অতিগুপ্ত উপায়ই আছে যাহা আমাকে স্বয়ংনাথ বধু প্রদান করিয়াছিলেন যাহার অনুষ্ঠান করিয়া

অস্ত্যপায়ো গোপনীয়ঃ প্রাদাত্তস্মৈ রঘূত্তমঃ।
ততঃ কৃত্বা চিরায়াহং তং পরং লব্ধবান্ পরং॥ ১২
অতোঽন্যো মদভিজ্ঞাতো নাস্ত্যুপায়ো মহেশ্বর।।
মহ্যমন্বগ্রহীদ্রামো ন সন্দেহোঽস্তি তত্র বৈ॥ ১৩

ঈশ্বর উবাচ।

অথ কিং মে বদস্বেদং ত্বং মাং যত্ত্বনুকম্পসে।
স তেনাভিহিতো দধ্যৌ ক্ব কদা যুক্তমিত্যপি॥ ১৪
পুণ্যতীরে চ গঙ্গায়াং লোলার্কে সূর্য্যপর্ব্বণি।
তস্মৈ মন্ত্রবরং প্রাদাদ্রামবীজং ষড়ক্ষরং॥ ১৫
নিয়তঃ সোঽপি তত্রৈব জজাপ বৃষভধ্বজঃ।
মন্বন্তরশতং ভক্ত্যা ধ্যানহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥ ১৬
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্রামঃ প্রাহ ত্রিলোচনং।
শৃণুষ্ব যদভীষ্টং তে দেবানামপি দুর্লভং॥ ১৭

আমি সেই পরম তত্ত্ব পাইয়াছি উহা ছাড়া আর কোন উপায়ই আমি জানি না। ভক্তবৎসল রামচন্দ্র আমাকে অনুকম্পা যে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১১।১২

ঈশ্বর কহিলেন।

হে বিধে! যদি আমার প্রতি কৃপা করিলে তবে বল তাহার কি উপায়। তখন ব্রহ্মা কোনস্থানে কোনসময়ে কি উপায় প্রয়োগ করা উচিত তাহাই কিছুক্ষণ ভাবিলেন পরে গঙ্গার পবিত্রতীরে সূর্য্য-গ্রহণসময়ে মহাদেবকে ষড়ক্ষর মন্ত্ররাজ উপদেশ দিলেন বৃষভবাহন দীক্ষিত হইয়া সংযত থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন এবং শতমন্বন্তর কাল ভক্তিসহকারে ধ্যান পূজা ও হোমাদি করিলেন তাহাতে ভগবান্

তদেবাহং প্রদাস্যামি মা চিরং বৃষভধ্বজ।
ততস্তমব্রবীদ্বিষ্ণুমীশ্বরঃ পরয়া মুদা ॥ ১৮
দর্শনেনৈব তে ধন্যঃ কৃতার্থো ন মমেপ্সিতং।
এতে মদীয়াঃ সর্ব্বেঽপি মাং পরং পর্য্যুপাসতে ॥ ১৯
মুক্ত্যর্থং তৎ কুরুষ্বৈষাং তদেবাভিমতং মম।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ প্রার্থিতং মম বিদ্যতে ॥ ২০
এবং বদতি তত্রৈব তদানীং তদুপাসকাঃ।
সর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময়াঃ সন্তো বিষ্ণোরেব লয়ং গতাঃ ॥ ২১
ততঃ প্রোবাচ রামস্তং পুনরিষ্টং যদস্তি তে।
তদ্ব্রূহীশ্বর তদ্দাস্যে প্রার্থনাদুর্লভঞ্চ যৎ ॥ ২২

রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন ও ত্রিলোচনকে বলিলেন শুন হে শঙ্কর! তোমার অভীষ্ট বস্তু দেবতাদেরও দুর্লভ বটে কিন্তু আমি তাহা শীঘ্রই তোমাকে দিব। তখন মহাদেব পরমানন্দে বিষ্ণুকে বলিলেন আপনার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি আমি ধন্য হইয়াছি প্রভু আমার নিজের জন্য কোন বাঞ্ছিত নাই কেবল এই যে মদীয় ভক্তেরা মুক্তির আশায় আমাকে উপাসনা করিতেছে ইহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুণ এ ছাড়া আমার আর কিছুই নাই এই কথা যেমনি বলিলেন অমনি শিবের ভক্তজনেরা সকলে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুতেই লীন হইলেন।১৭—২১

রামচন্দ্র তখন তাহাকে বলিলেন যদি তোমার আর কিছু প্রার্থনা থাকে তাহা বল যদি তাহা দুর্লভও হয় তথাপি তোমাকে প্রদান করিব। ২২

ইত্যুক্তঃ স পুনর্বব্রে হিতকৃদ্ভক্তবৎসলঃ।
সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বেষামপি দুর্লভং ॥ ২৩
স্বতো বা অন্যতো বাপি যত্র কুত্রাপি বা প্রভো।
প্রাণান্ পরিত্যজন্ত্যত্র মুক্তিস্তেষাং ফলং ভবেৎ। ২৪
গঙ্গায়াং বা তটে বাপি যত্র কুত্রাপি বা পুনঃ।
ম্রিয়ন্তে যে প্রভো দেব মুক্তির্নাতো বরান্তরং ॥ ২৫

শ্রীরামউবাচ।

ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
কৃমিকীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু নচান্যথা ॥ ২৬
শূদ্রো বা ব্রাহ্মণো বাপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরং।
জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধাঃ স্যু র্মুক্তা মাং প্রাপ্স্যন্তি তে ॥ ২৭

এই কথা শুনিয়া জগতের হিতৈষী ভক্তবৎসল আশুতোষ সাধারণের উপকারের নিমিত্ত সকলের একান্ত দুর্লভ এই বর চাহিলেন যে হে প্রভো! যে কেহ স্বাভাবিকনিয়মে হউক বা অবিধিপূর্ব্বকই হউক ;এই আমার ক্ষেত্র কাশীতে প্রাণ ত্যাগ করিবে তবে সে যেন অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পায় এবং এখানে গঙ্গাতীরে হউক বা যে কোন স্থানেই বা হউক মরিলেই যাহাতে মুক্ত হইতে পারে তাহাই আদেশ দিন। এ ছাড়া আর বর প্রার্থনা করি না। ২৩।২৫,

শ্রীরাম কহিলেন

হে দেবদেব! তোমার ক্ষেত্রমধ্যে যে কোন স্থানেই হউক আর কৃমি কীট প্রভৃতি যে কোন জীবই হউক প্রাণত্যাগ করিবামাত্র মুক্ত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। আর শূদ্র হউক ব্রাহ্মণই হউক যে কেহই এই ষড়ক্ষর ওঁনমো রামায় এই মন্ত্র জপ

ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন শঙ্কর ।
অহং সন্নিহিতস্তস্য পাষাণপ্রতিমাদিষু ॥ ২৮
মুমূর্ষোর্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ং ।
উপদেক্ষ্যসি তন্মন্ত্রং স মুক্তো ভবিতা শিব ॥ ২৯
ইত্যুক্তবতি দেবেশে পুনরপ্যাহ শঙ্করঃ ।
মহান্ মমাভিমানোঽত্র ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যদুর্লভে ॥ ৩
ফলং ভবতু দেবেশ সর্ব্বেষাং মুক্তিলক্ষণং ।
মুমূর্ষূণাঞ্চ সর্ব্বেষাং দাস্যে মন্ত্রবরং পরং ॥ ৩১
ইত্যেবমীরিতো বিষ্ণুস্তস্মৈ দত্বা বরান্তরং ।
যদভীষ্টং পুনস্তস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২

করিবে তাহারা জীবদ্দশাতে মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ করিবে আবার তাহারাই মরণের পর আমাকে লাভ করিতে পারিবে। হে শঙ্কর! এই কাশীতে যে ব্যক্তি আমার ঐ মন্ত্র জপ করিবে তাহার ভক্তিতে আমি পাথরের প্রতিমাতেও নিত্য উপস্থিত থাকিব। ২৬।২৮

হে শিব! যে কোন অধমব্যক্তির ও মৃত্যুসময় আসিলে তাহার দক্ষিণকর্ণে সেই মন্ত্র শুনাইয়া দিবে তাহাতে তাহার ভববন্ধন মোচন হইবে। ২৯

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর পুনরায় শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন হে নাথ! আপনার প্রসাদে এই কাশী আজি হইতে ত্রিভুবনে অতিদুর্লভা হইল। এই কাশীতে আমার বড়ই আদর রহিল ও সকলের মুক্তিফল হইতে থাকুক আমি সাধারণ মুমূর্ষু জীবকে পরম মুক্তিপ্রদ সেই উৎকৃষ্ট মন্ত্র প্রদান করিব। এই কথা হইলে পর ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে আর ও অভীষ্টবর সমুদয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৩০।৩২

তদাদি তদভূন্মুক্তিক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যপাবনং ॥ ৩৩

তত্র তিষ্ঠন্তি যে ভক্ত্যা যাবজ্জীবং নিয়ম্য তে।

মুক্তিভাজো ভবন্ত্যেব সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ ৩৪

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

কথং মন্ত্রবরং ভূমৌ কেন চাদৌ প্রতিষ্ঠিতং।

তদাদিদেশকঃ কস্মৈ তন্মে ব্রূহি তপোধন। ১

তদবধি সেই কাশীধাম ত্রিজগতের মধ্যে পরম পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র হইয়াছে যাহারা তথায় ভক্তিসহকারে যাবজ্জীবন সংযমী হইয়া অবস্থান করেন তাহারা সত্য সত্যই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৩,৩৪

অগস্ত্য সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে তপোধন! সেই শ্রেষ্ঠমন্ত্র এই মর্ত্ত্যলোকে প্রথমে কোন্ ব্যক্তি কি কারণে আনিয়াছিলেন কেবা কাহাকে প্রথমে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। ১

অগস্ত্য উবাচ ।

ব্রহ্মা দদৌ বসিষ্ঠায় স্বসুতায় মনুং পুনঃ।
স বেদব্যাসমুনয়ে দদাবিত্থং গুরুক্রমঃ ॥ ২
বেদব্যাসো মহাতেজাঃ শিষ্যেভ্যঃ সমুপাদিশৎ। ৩
গুরুশিষ্যগুণানাদৌ শৌনকায়াব্রবীন্মুনিঃ।
স শৌনকেন স্পৃষ্টঃ সন্নাহ মন্ত্রান্তরাণি চ। ৪
মন্ত্রপূজাবিধিমপি হোমং তর্পণলক্ষণং।
পুরশ্চরণসংখ্যাঞ্চ হোমদ্রব্যান্তরানিচ। ৫
জপস্থানানি সিদ্ধিঞ্চ যদুক্তং ব্রহ্মণা পুরা।
তত্তদুক্তং প্রবক্ষ্যামি যদি শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥ ৬

অগস্ত্য কহিলেন।

প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মানসপুত্র বসিষ্ঠকে এই মন্ত্র উপদেশ দেন তিনি আবার বেদব্যাসমুনিকে দিয়াছিলেন ইহাই মন্ত্রের গুরু-পরম্পরা। ভগবান্ বেদব্যাসের মুখথেকেই প্রথমে মর্ত্ত্যে মন্ত্রটী প্রকাশ হইয়াছে সেই ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ দ্বৈপায়ন ব্যাস শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে মহর্ষি সূত প্রথমে গুরুশিষ্যদিগের গুণের কথা শৌনকমুনিকে বলেন। তিনি শৌনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে এই মন্ত্রের পূজাবিধান এবং হোমবিধি তর্পণের-লক্ষণ পুরশ্চরণের সংখ্যা এবং হোমসাধন বস্তুজাতের নির্দ্দেশ ও জপ করিবার স্থান সকল ও কি প্রণালীতে জপ করিলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাও বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন মহর্ষি সূত তাহার বিপরীত কিছুই বলেন নাই আমিও আজি সেই সমুদায়ই অবিকল বলিব যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২।৬

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

সতাং সন্দর্শনং লোকে তর্পয়ত্যেব মঙ্গলং।
মন্দভাগ্যোঽপ্যহং কস্মাৎ শ্রোতা কল্প্যো ত্বয়াধুনা।
মুনিবর্য্যাধুনৈব ত্বং যদুক্তং তৎ প্রবোধয় ॥ ৭

অগস্ত্য উবাচ।

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৮
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ ॥ ৯
পুরশ্চরণকৃৎ সিদ্ধো মন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিদ্।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ১০

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—

হে দেব! সাধুদিগের দর্শনই মঙ্গল বিধান করে আমি যে আপনাকে দেখিতেছি ইহাতেই সব কল্যাণ পাইলাম এবং এই হতভাগাকে এক্ষণে আপনি যে শ্রোতা বলিয়া স্থির করিতেছেন কেন তাহা বুঝিতেছিনা যাহা হউক হে মুনিবর! বিলম্বে প্রয়োজন নাই ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ৭

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মহাভাগ! যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শান্তিগুণাবলম্বী এবং বিষয়ে স্পৃহা শূন্য সর্ব্বদা দেবতার উপাসনায় নিরত ও বেদশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ জ্ঞাত আছেন সেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী পুরুষই উদ্ধার করিতে ও সংহার করিতে সমর্থ হন। এবং যিনি মন্ত্রসকলের ও যন্ত্রপ্রভৃতির রহস্য অবগত আছেন এবং পুরশ্চরণ করিয়া মন্ত্রের সিদ্ধি পাইয়াছেন

আস্তিকো গুরুভক্তশ্চ জিজ্ঞাসুঃ শ্রদ্ধয়া সহ।
কামক্রোধাদি দুঃখোত্থবৈরাগ্যো বনিতাদিষু ॥ ১১
সর্ব্বাত্মনা তিতীর্ষুশ্চ ভবাব্ধের্ভবদুঃখিতঃ।
ব্রাহ্মণো মোক্ষধর্ম্মার্থী কামার্থী বিগতস্পৃহঃ ॥ ১২
কিংবা ধর্ম্মার্থমোক্ষার্থী নিষ্কামশ্চাথবা পুনঃ।
মনোবাক্কায়চিত্তেন নিত্যং শুশ্রূষকো গুরৌ ॥ ১৩
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মোক্তকর্ম্মনিষ্ঠঃ সদাশুচিঃ ॥ ১৪
শুচিব্রততমাঃ শুদ্ধা ধার্ম্মিকা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৫

ও শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান জানেন এবং সত্যবাদী তপোনিষ্ঠ হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মের পালনে তৎপর হন তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ৮।১০

গুরুতে ভক্তিমান্ আস্তিক পুরুষই শ্রদ্ধাসহকারে তত্বজ্ঞানের অভিলাষী হইবে এবং কাম ক্রোধাদি রিপুর তাড়নে দুঃখিত হইয়া বনিতাপ্রভৃতি ভোগসাধনে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ভবসাগর পার হইবার বাসনা করিবে। এবং যেব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া মোক্ষ ও ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে ও অনাসক্ত হইয়া কামের স্পৃহা করিবে অথবা নিষ্কাম হইয়াই ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষের বাসনায় কায়মনোবাক্যে দ্বারা সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষায় নিয়ত থাকিবে ও নিজ নিজ জাতিধর্ম্ম পালনে তৎপর হইবে এবংবিধ ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত। ১১।১৪

এই কার্য্যে পবিত্রতম ব্রতচারী হইতে ধার্ম্মিক দ্বিজবর ও পতিব্রতা রমণীরা ও অন্যান্য প্রতিলোমে অনুলোমে উৎপন্ন সঙ্করজাতিরা পর্য্যন্ত

স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তং সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥ ১৬
স্বজাতিধর্ম্মনিরতা ভক্তাঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যে।
উপদেশক্রমস্তেষাং স্ব স্ব—জাত্যনুসারতঃ॥ ১৭
অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসা॥ ১৮
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥ ১৯
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে রুষ্টমতয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। ২০।

অধিক কি চাণ্ডালপর্য্যন্ত নীচজনেরাও সর্ব্বথা তৃষ্য অধিকারী আছে যাহারা বিশ্বরূপের ভক্ত হইয়া জাতিধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে তাহাদের নিজ নিজ জাতি অনুসারেই উপদেশের পরিপাটী নিরূপিত আছে। ১৫।১৭

যাহারা অলস সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত দাম্ভিক কৃপণস্বভাব কিম্বা চিররুগ্ন বা দারিদ্র্যপীড়িত কিংবা সতত কামুক ও ভোগবাসনায় ধাবমান হইয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হয় অথবা যাহারা অন্যায়রূপে ধনার্জ্জন করিয়া থাকে এবং মূর্খ হইয়াও পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে। কিম্বা যাহারা স্বতই পণ্ডিতজনের শত্রু ও ভ্রষ্টাচারী পরস্ত্রীতে আসক্ত খল অথবা যে অপরিমিত ভোজন করে ক্রূর চেষ্টায় ফেরে অথবা সকলের অপ্রিয় আছে এই প্রকার দুরাত্মাদিগকে পাপিষ্ঠ অধম পুরুষ বলিয়া জানিবে

কুকৃত্যেভ্যো নিবার্য্যাশ্চ গুরুশিষ্যাঃ সহিষ্ণবঃ ।
এবংভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ । ২১
যত্নেতে হ্যপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ । ২২
ভবন্তীহ দরিদ্রাশ্চ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ ।
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যক্ষু প্রভবন্তি তে । ২৩
যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম । ২৪
ক্ষুব্ধাঃ প্রলোভিতা স্তৈ স্তৈ র্নিন্দিতানাদিশন্তি চ ।
বিনশ্যত্যেব তৎসর্ব্বং সৈকতে শালিবীজবৎ । ২৫
যৈঃ শিষ্টৈঃ শশ্বদারাধ্য গুরবো হ্যবমানিতাঃ ।
পুত্রমিত্র কলত্রাদিসম্পত্ত্যাঃ প্রচ্যুতা হি তে । ২৬

এই প্রকার দুষ্ট ব্যক্তি গুরু হউন আর শিষ্যই হউন পরস্পরে পরস্পরকে কুকার্য্য থেকে নিবারিত করিবার চেষ্টা করিবে যদি না জানিয়া শিষ্য করা হইয়া থাকে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । ২১

যদি এইরূপ দুরাত্মা জানিয়াও শিষ্য করা হয় তবে সেই গুরুরা দেবতার কোপের পাত্র হইবেন এবং স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়া দারিদ্র্য ভোগ করিবেন এবং দেহান্তে নরকভোগ করিয়া পক্ষিযোনিতে জন্ম লাভ করিবেন। হে মুনিবর! যে পাপিষ্ঠ পুরুষাধমেরা গুরুর আজ্ঞা পালন না করে তাহাদের নরকযাতনার নিস্তার নাই ও গুরু লোভের বশে পড়িয়া তাহাদিগকে যে কিছু আদেশ করেন বালুকাময় ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত ধান্যবীজের মত সেই আদেশ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৫

শিষ্টজনেরাও যদি নিরন্তর আরাধনা করিতে থাকিয়া কদাচিৎ

অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পরুষং প্রবদন্তি যে।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষপি ॥ ২৭
যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ তাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
তারাদির্মুক্তয়ে লক্ষ্মীবীজাদির্ভুক্তয়ে তথা।
বাক্‌সিদ্ধয়ে চ বাগ্বীজং প্রণবান্তে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২৯
মারার্থং সর্ব্ববশ্যায় তদেতত্রিতয়ং পুনঃ।
তারান্তে চৈব রামাদৌ সর্ব্বার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৩০
রামায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরো মতঃ।
রামিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো রাম ইত্যপরো মন্ত্রঃ।
চন্দ্রান্তশ্চৈব ভদ্রান্তঃ পুনর্দ্বেধা বিভজ্যতে ॥ ৩১

গুরুকে অপমান করেন তবে তাহারা সেই পাপে স্ত্রী পুত্র বন্ধু ও সম্পদ থেকে বিযুক্ত হন। ২৬

যাহারা মোহের বশে পড়িয়া গুরুকে তিরস্কার করিয়া কঠোর কথা বলে তাহারা শতজন্ম শূকর হইয়া ঘুরিয়া থাকে। ২৭

যে মূঢ়েরা গুরুদ্রোহী হইয়া সতত পাপ সঞ্চয় করে তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয় পুণ্যরাশি নিশ্চিতই পাপে পরিণত হইয়া থাকে। ২৮

হে সুতীক্ষ্ণ! রামের ষড়ক্ষর মন্ত্র ছয় প্রকার—রামপদটীর আগে লক্ষ্মীবীজ শ্রীং দিয়া জপ করিলে ভোগলাভ হয় আর কামবীজ ক্লীং দিয়া জপে সকলকে বশ করা যায় এবং বাগ্বীজ ঐং দিয়া জপে বাক্‌সিদ্ধি হয় আর তারবীজ ওঁ দিয়া জপে মুক্তিলাভ হয় আর রাং এই একটা অক্ষরের পর রামপদ তৎপরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত চন্দ্রপদ বা ভদ্রপদ বলিয়া অন্তে

সকাম-শক্তি-বাক্-লক্ষ্মী তারাদ্যঃ পঞ্চবর্ণকঃ।
ষড়ক্ষরঃ ষড়্‌বিধঃ স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ ৩২
পঞ্চাশন্মাতৃকামন্ত্রবর্ণপ্রত্যেকপূর্ব্বকঃ।
লক্ষ্মী বাগ্মন্মথাদিশ্চ সর্ব্বত্র প্রণবাদিকঃ॥ ৩৩
রামশ্চ চন্দ্র—ভদ্রান্তশ্চতুর্থ্যন্তো হৃদা সহ।
বহুধা বিদ্যতে তারসহিতোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ॥ ৩৪
একধা চ দ্বিধা ত্রেধা চতুর্ধা পঞ্চধা তথা।
ষট্ সপ্তধাষ্টধাচৈব বহুধাঽয়ং ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৫
মন্ত্রোঽয়মুপদেষ্টব্যো ব্রাহ্মণাদ্যনুরূপতঃ।
সংপূজ্য বিধিবত্তত্র সংস্থাপ্য কলসং নবং॥ ৩৬
তৎসামর্থ্যানুরূপেণ মৃৎসুবর্ণময়ংতথা।
দাত্রা প্রদীয়তে যদ্বন্মন্ত্রো দেয় স্তথা মুনে॥ ৩৭
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ দিয়াও বলিবে। অর্থাৎ রাং রামায় নমঃ এই প্রকার। রামায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সকল অভীষ্ট দান করেন ঐ মন্ত্রের আগে ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং রাং ঐং এই ছয়বর্ণ এক এক বার এক একটী দিয়া ছয়টী ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় ইহার জপে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয়। আর অকারাদির পঞ্চাশটী মাতৃকাবর্ণ অনুস্বারান্ত করিয়া এক এক বার এক একটী পূর্ব্বে দিয়া ও একরূপ ষড়ক্ষর অনেক গুলি মন্ত্র হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা অং রামায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে নির্নীত আছে। এবং ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র আবার ওঁ আদিতে দিয়া বহুপ্রকার হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রটী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বর্ণের অনুসারে উপদেশ দেওয়া হইবে মন্ত্রদিবার কালে অগ্রে শক্তি অনুসারে সুবর্ণময় থেকে মৃন্ময়পর্য্যন্ত

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

কং তন্মন্ত্রং বদ ব্রহ্মন্ স্বরূপং তস্য চানঘ।
কৈর্ম্মন্ত্রৈর্বা কথং কুত্র লেখ্যং কিং তেন বা ভবেৎ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ।

মনোরথকরাণ্যত্র নিষন্ত্যন্তে তপোধন।
কামক্রোধাদিদোষোত্থদীর্ঘযন্ত্রনিযন্ত্রণাৎ॥ ২

ঘট স্থাপন করা চলে সেই স্থাপিত ঘটে গুরু ও ইষ্টদেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া দাতায় যেমন দান করে তেমনি গুরু মন্ত্রটী শিষ্যকে দিবেন। ২৯।৩৭

অগস্ত্যসংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

সুতীক্ষ্ণ কহিলেন—

হে ব্রহ্মণ! সেই যন্ত্র কিপ্রকার তাহার স্বরূপইবা কি? এবং কোন্ কোন মন্ত্রে কোথায় কি ভাবে তাহা লিখিতে হইবে আর যন্ত্রেই বা প্রয়োজন কি তাহা বলুন। ১

অগস্ত্য বলিলেন—

হে তপোধন! ইহার অনুষ্ঠান করিলে কামক্রোধাদি দোষে উৎপন্ন দীর্ঘযন্ত্রণা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সংযত করা যায় বলিয়া ইহার নাম যন্ত্র ইহাতে রামের পূজা করিলে তিনি বিশেষ প্রীত হন।

যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ রামঃ প্রীণাতি পূজিতঃ।
যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রাহুর্দেবতা মন্ত্ররূপিণী ॥ ৩
যন্ত্রেণাপূজিতো রামঃ সহসা ন প্রসীদতি ॥ ৪
শ্রীরামঃ পূজিতো যন্ত্রে সীতয়া সহ যন্ত্রিতঃ।
যদিষ্টং তৎ করোত্যেব তত্তন্মন্ত্রবরাদৃতে ॥ ৫
শরীরমিব জীবস্য রামস্য মন্ত্রমুচ্যতে।
যন্ত্রে মন্ত্রং সমারাধ্য যদভীষ্টং সমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
যন্ত্রস্বরূপং বক্ষ্যামি যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা।
আদৌ ষট্‌কোণমুদ্ধৃত্য ততো বৃত্তং লিখেৎপুনঃ ॥ ৭
দলানি বিলিখেদষ্টৌ ততঃ স্যাচ্চতুরস্রকং।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং ব্যক্তং সর্ব্বমনোহরং ॥ ৮
তদন্তরেঽপি সুব্যক্তং সাধ্যাখ্যাকর্ম্মগর্ব্বিতং।
তদ্বীজং বিলিখেদ্ভূয়স্তৎক্রোড়ীকৃতমন্মথং ॥ ৯

যন্ত্রকে মন্ত্রময়ই বলিবে আর দেবতা ও মন্ত্ররূপিণী যন্ত্র সাধন না রাখিয়া পূজা করিলে রঘুনাথ সহসা প্রসন্ন হন না আর তাঁহাকে যন্ত্র পূজা করিলে সীতার সহিতই তথায় বদ্ধ হন ও তাহাতে সেই সেই মন্ত্র জপ করিলে যে কিছু অভীষ্ট করিবে তাহা পাওয়া যায়। ২.৫

দেহের সঙ্গে জীবের মত রামের সঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ যন্ত্রে মন্ত্রারাধনা করিলে অদৃষ্ট পাওয়া যায়। লক্ষণমন্ত্রের স্বরূপ বলিতেছি পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়া ছিলেন, প্রথমে একটী ষট্‌কোণ তাহার বাহিরে একটী গোলবৃত্ত তাহার আবার আটটী পাতা তার বাহিরে চতুষ্কোণ এবং তাহার সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন মনোহরমধ্যস্থলে ইষ্টদেবতার নাম ও অভীষ্ট কর্ম্মের নাম লিখিবে পুনরায় ক্লীং রামবীজটী ও লিখিতে হইবে এবং

ততস্তৎপঞ্চবীজানি পুনয়াবর্ত্তয়ম্ নে।
পুনর্দ্দশাক্ষরেণৈব তদেব পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ১০
ষড়ঙ্গান্যগ্নিকোণাদি কোণেম্বেবং ক্রমাল্লিখেৎ।
তথা কোণকপোলেষু হ্রীঁশ্রীঁ চ বিলিখেন্মুনে ॥ ১১
হ্লীং বীজং প্রতিকোণাগ্রং কেশরাগ্রেষু চ স্বরান্।
মালামন্ত্রস্য বর্ণাংস্ত্র্যশ্চত্বারিংশচ্চ সপ্ত চ ॥ ১২
বর্ণাঃ সপ্তদলেম্বেবং ষট্‌ষট্ পঞ্চান্তিমে দলে ॥ ১৩
পূর্ব্বতো বেষ্টয়েৎ কান্তৈ স্তৎসর্ব্বঞ্চ তপোধন।
বীজদ্বয়ঞ্চ বিলিখেন্নরসিংহ-বরাহয়োঃ ॥ ১৪
দিগ্বিদিক্ষ্বপি পূর্ব্বস্মাৎ ভূগৃহে চতুরস্রকে।
যন্ত্রেঽস্মিন্ সম্যগারাধ্য ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১৫

অঙ্কিত বৃত্তের মাঝে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবীজ লিখিয়া হ্রূং জানকীবল্লভায় স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্রে বেষ্টিত করিবে। ৬।১০

এবং অগ্নি প্রভৃতি কোণ সমুদয়ে রাং রামায় নমঃ এইপ্রকার ছয়টী ষড়ঙ্গ মন্ত্র ক্রমিক লিখিয়া কোণসমূহের কপোলদেশে হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রটী লিখিতে হইবে এবং প্রত্যেককোণের অগ্রাতে হ্লুংবীজ ও কেশরের অগ্রভাগে স্বর গুলি লিখিবে। সাতটী দলের মধ্যে প্রথম ছয়টীর প্রত্যেকটীতে মালামন্ত্রের সাতচল্লিশটা বর্ণের সাতটা করিয়া ও শেষ দলটাতে পাঁচটী বর্ণ বসাইবে ইহাতে কপ্রভৃতি বর্ণদ্বারা পূর্ব্বাদিক্রমে বেষ্টন করা হইবে। এবং পূর্ব্বাদিক্রমে দিক্‌চারিটীতে ও কোণ্-চারিটীতে নরসিংহ ও বরাহের বীজদুইটাও লিখিতে হইবে এই যন্ত্রে শ্রীরামের সম্যক্ আরাধনা করিলে ঐহিক সুখ ও দেহান্তে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। ১১।১৫।

যদ্বা তারং লিখেন্মধ্যে ষট্‌কোণেষ্বপি চ ক্রমাৎ।
মূলমন্ত্রাক্ষরাণ্যেব সন্ধিষঙ্গঞ্চ মন্মথং ॥ ১৬
মায়াং গণ্ডেষু কিঞ্জল্কে স্বরাণাং লেখনং মতং।
পত্রেষু পূর্ব্ববন্মালামন্ত্রোল্লেখঃ ক্রমেণ হি ॥ ১৭
দশাক্ষরেণ সংবেষ্ট্য কাদীনি ব্যঞ্জনানি চ।
দিক্ষ্বিদিক্ষু লিখেদ্বীজে নরসিংহ-বরাহযোঃ ॥ ১৮
এতদ্যন্ত্রান্তরং বাত্র সাঙ্গাবরণমর্চ্চয়েৎ।
সৌবর্ণে রাজতে ভূর্জ্জে লিখিত্বার্চ্চনমারভেৎ ॥ ১৯
হুঁ জানকীবল্লভায় স্বাহা ক্ষ্রৌং হ্লুং চ বিনির্দ্দিশেৎ।
দশাক্ষরো নৃসিংহস্য বরাহস্য মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ২০

অথবা বক্ষ্যমাণপ্রকারেও মন্ত্রলিখন হইয়া থাকে তাহাতে মধ্যস্থলে ওঁকার ও ছয়টী কোণে ষড়ক্ষরমন্ত্রের ক্রমিক প্রতিবর্ণ লিখিতে হইবে কপোলদেশে ঐং বীজ ও কেশরগুলিতে স্বরবর্ণ লেখা হইবে এবং পাতাগুলিতে পূর্ব্বের মত মালামন্ত্রের বর্ণগুলি লেখা থাকিবে ও সেই ক প্রভৃতি ব্যঞ্জনাক্ষর গুলিকে দশাক্ষরমন্ত্রে বেষ্টন করিয়া সকল দিকে ও কোণকয়টীতে নরসিংহ ও বরাহদেবের বীজদুটী লিখিবে। ১৬।১৮

এই যে ভিন্নরূপ মন্ত্রের কথা বলা হইল ইহাতে অঙ্গদেবতাও আবরণদেবতাদের সহিতই রাঘবের পূজা করিবে এই মন্ত্র স্বর্ণ রৌপ্য বা ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে পারিবে।

হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা এইটীই শ্রীরামের দশাক্ষরমন্ত্র। আর ক্ষ্রৌং ও হ্লুং এই দুইটী যথাক্রমে নৃসিংহ ও বরাহের বীজ মন্ত্র জানিবে। এক্ষণে রঘুনাথের মালামন্ত্র বলিতেছি—

শ্রীং হ্রীং ক্লীং ওঁ নমো ভগবতে ভগবতে পদং।
রঘুনন্দনায় পদং রক্ষোঘ্নবিষদায় চ ॥ ২১
মধুরেতি প্রসন্নেতি বদনায় পদং বদেৎ।
বিশেষণং পঞ্চমঞ্চ অমিতামিততেজসে ॥ ২২
ততো বলায় রামায় বিষ্ণবে নম ইত্য থ।
মালামন্ত্রোহয়মুদ্দিষ্টো নৃণাং চিন্তামণিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
শ্রীং সীতায়ৈ বহ্নিজায়া সীতামন্ত্র উদাহৃতঃ।
যন্ত্রেঽস্মিন্নাত্মমারাধ্য সাঙ্গাবরণমাদরাৎ ॥ ২৪
আরাধ্য গুলিকীকৃত্য ধারয়েদ্যন্ত্রমব্যয়ং।
দারিদ্র্যদুঃখশমনং পুত্রপৌত্রপ্রদং তথা ॥ ২৫
ঐশ্বর্য্যকদ্বশ্যকরং রোগশোকনিবারণং।
বিদ্যাপ্রদং সৌখ্যকরং শত্রুসংহারকারকং ॥ ২৬

প্রথমে শ্রীং হ্রীং ক্লীং বীজ কয়টী বলিয়া ওঁ নমো ভগবতে বলিবে তারপর রঘুনন্দনায় ও রক্ষোঘ্নবিষদায় এই দুইটী পদ বলিয়া মধুরপ্রসন্ন বদনায় আর অমিততেজসে এই দুটী বিশেষণও বলিবে তারপর বলায় রামায় বিষ্ণবে নম এই বলিলেই মালামন্ত্র হয় ইহা মানবের অমূল্য চিন্তামণি মন্ত্র জানিবে। আর শ্রীং সীতায়ৈ স্বাহা এইটী সীতামন্ত্র। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদের সঙ্গে রঘুনাথকে সমাদরে আরাধনা করিবে। ২৪।

প্রতিদিন এই যন্ত্রে প্রভুর আবাহন করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলে দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিয়া যায় পুত্রপৌত্র লাভ হয় এই মন্ত্র উপাসকের ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া শোক-রোগাদিও দূর করিয়া দেয় মূর্খকে বিদ্বান করে শত্রু সংহার করিয়া দেয় অধিক কি সকল গ্রহই

পরাভিচারকৃত্যেষু বজ্রপঞ্জরমুচ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্ব্বাসাদ্ধপ্রদং মুনে ॥ ২৭

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে নবমোঽধ্যায়ঃ—

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

পূজাবিধানং বক্ষ্যামি নারদাভিহিতঞ্চ যৎ।
বাল্মীকয়ে মুনীন্দ্রায় দ্বারপূজাদিকং যথা।
আকর্ণয় মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং ॥ ১

ইহাথেকে মিলিয়া থাকে বিশেষত পরকে বশকরা প্রভৃতি অভিপ্রেত কার্য্যে বজ্রের মত সহায় হয় বেশী কি বলিব হে মুনিবর! এই মন্ত্র সকলসিদ্ধিই বিধান করিয়া থাকেন। ২৭

অগস্ত্যসংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মুনিবর! আমি তোমাকে শ্রীরামচন্দ্রের পূজাবিধি বলিতেছি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মুনিবর বাল্মীকিকে যেরূপ দ্বারপূজা বর্ণনপুরঃসর এই পূজাপ্রণালী বলিয়াছিলেন ইহাতে সকল অভীষ্ট পাওয়া যায় তুমি

শ্রীরামে দ্বারপীঠাঙ্গ পরিবারতয়া স্থিতাঃ।
যে সুরাস্তানিহ স্তৌমি তন্মূলাঃ সিদ্ধয়ো যতঃ॥ ২
বন্দে গণপতিং ভানুং ত্রিলোকস্বামিনং শুভং।
ক্ষেত্রপালং তথা ধাত্রীং বিধাতারমনন্তরং॥ ৩
গৃহাধীশং গুহং গঙ্গাং যমুনাং কুলদেবতাং।
চণ্ড-প্রচণ্ডৌ চ তথা শঙ্খ-পদ্মনিধী অপি। ৪
বাস্তোষ্পতিং দ্বারলক্ষ্মীং গুরুং বাগধিদেবতাং।
এতাঃ সম্পূজ্য ভক্ত্যাহং শ্রীরামদ্বারদেবতাঃ॥ ৫
মহামণ্ডূক কালাগ্নি রুদ্রাভ্যাং প্রণমাম্যহং।
আধারশক্তি-কূর্ম্মাভ্যাং নাগাধিপতয়ে তথা॥ ৬
পৃথিব্যৈ চ তথা লক্ষ্ম্যৈ সাগরায় নমোনমঃ।
শ্বেতদ্বীপায় রত্নাদ্রৌ কল্পবৃক্ষায় তে নমঃ॥ ৭

শ্রবণ কর। যে দেবতারা শ্রীরামের দ্বার পীঠ অঙ্গ ও পরিবারস্বরূপে পরিগণিত হইয়া আছেন তাঁহাদেব অগ্রে পূজা করিতে হইবে কারণ সিদ্ধিলাভ কবিতে হইলে ইহাদের মুখাপেক্ষা বাখিতে হয়। ১।২

প্রথমে বলিবে আমি অগ্রে বিঘ্ননাশন গণেশকে ও ত্রিভুবনেশ্বর মঙ্গলময় দিবাকরকে ক্ষেত্রপালকে পৃথিবীকে বিধাতাকে অতঃপর গৃহাধীশ বাস্তুদেব এবং কার্ত্তিক গঙ্গা যমুনা ও কুলদেবতাকে এবং চণ্ড ও প্রচণ্ডকে শঙ্খ ও পদ্মনিধিকে ইন্দ্রকে দ্বারলক্ষ্মীকে গুরুকে ও বাগীশ্বরীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি কারণ ইঁহারাই প্রভুর দ্বারদেবতা। ৩।৫

তৎপরে কালাগ্নিও রুদ্রের সঙ্গে মহামণ্ডূককে প্রণাম করিতেছি আধারশক্তি কূর্ম্ম নাগরাজ অনন্তদেব পৃথিবী লক্ষ্মী ও সাগরকে বারংবার

স্বর্ণমণ্ডপায়াথ পুষ্পকায় মহার্হিতে।
বিমলায়াষ্টরত্নায় সম্যক্ সিংহাসনায় চ ॥ ৮
উদ্যদাদিত্যসংশোভিপদ্মায় তদনন্তরং।
নমামি ধর্ম্ম—জ্ঞানাভ্যাং বৈরাগ্যায়াগ্নিতঃ ক্রমাৎ ॥৯
ঐশ্বর্য্যায় নমোঽধর্ম্মা জ্ঞানাভ্যাং পূর্ব্ববত্তথা।
অবৈরাগ্যায় চ তথাঽনৈশ্বর্য্যায় নমো নমঃ ॥ ১০
অং অর্কমণ্ডলায়াঽমুপর্য্যুপরি সর্ব্বদা।
সত্ত্বায় রজসে নিত্যং তমসেঽপি নমো নমঃ ॥ ১১
উং চন্দ্রমণ্ডলায়েতি ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নমাম্যহং।
মমগ্নিমণ্ডলায়েতি সম্পূজ্যৈব প্রযত্নতঃ ॥ ১২

নমস্কার। এবং শ্বেতদ্বীপকে ও রত্নগিরিতে কল্পবৃক্ষকে নমস্কার স্বর্ণমণ্ডপকে ও শ্রেষ্ঠতম পুষ্পককে নমস্কার। ৬।৭

অতঃপর বিমল অষ্টরত্নকে ও রত্নসিংহাসনকে নমস্কার করিয়া নবোদিতদিবাকরের করসংপর্কে বিকসিত পদ্মকুসুমকে নমস্কার করি। এবং অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে পর্য্যন্ত যথা-ক্রমে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যকে বারম্বার নমস্কার করি। ১০

উর্দ্ধদিকে—অংমন্ত্র পূর্ব্বে বসাইয়া অর্কমণ্ডলায়কে নমস্কার করি বলিয়া সত্ব রজঃ ও তমোকে বারংবার নমস্কার করি বলিবে। ঐরূপ উং চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ বলিয়া চন্দ্রকে ও মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ বলিয়া অগ্নিকে বারংবার ধ্যান পূজা করিয়া প্রণাম করিতেছি বলিবে। ১১। ১২

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগাভ্য ইত্যপি।
নমামি প্রহ্বীসত্যাভ্যামীশানাদৈ্য দলান্তরে ॥ ১৩
পূর্ব্বাদিতোঽনুগ্রহায়ৈ প্রণমামি তদন্তরে।
নমো ভগবতে তদ্বদ্বিষ্ণবে তদনন্তরং ॥ ১৪
সর্ব্বভূতাত্মনে চেতি বাসুদেবায় ইত্যথ।
ততঃ সর্ব্বাত্মকায়েতি যোগপীঠাত্মনে নমঃ ॥ ১৫
প্রণবাদি নমোঽন্তোঽয়ং মন্ত্রঃপীঠাত্মনে নমঃ।
যজামহেশ্বরা—মোং শ্রীমাত্মনা সংব্যবস্থিতৌ ॥ ১৬
নমোঽন্তায় চ রামায় সসীতায় নমো নমঃ।
সান্নিধ্যাধারযোগেন নিয়তেন ষড়াত্মনা ॥ ১৭
ব্যবস্থিতায় রামায় নমোঽন্তায় চ বহ্নয়ে।
শ্রীবীজাদ্যপি সীতায়ৈ স্বাহান্তোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ ॥ ১৮
তদেতন্মন্ত্ররূপায় রামায় জ্যোতিষে নমঃ।
সানুস্বারস্বরান্তায় বহ্নয়ে হৃদয়ায় চ ॥ ১৯

এবং সেই পদ্মের আটটী দলে পূর্ব্বাদিক্রমে বিমলা উৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বীদেবী সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রহাকে নমস্কার। অনন্তর তাহার মধ্যভাগে সর্ব্বভূতস্বরূপী বিশ্বরূপ ও এই যোগপীঠাত্মা ভগবান্ বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি বলিবে। ১৩।১৫

ঐ মন্ত্রটীর অগ্রে ওঁকার ও শেষে নমঃ পদ দিলাম। তৎপরে সসীতায় রামায় নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া সন্নিহিত আধার সম্পর্কে ছয়রূপে অবস্থিত রামকে নমস্কার করিতেছি বলিবে। আর শ্রীং সীতায়ৈ স্বাহা এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে সীতার বন্দনা করিয়া রামের অঙ্গন্যাস করিবে রাং হৃদয়ায় নমঃ রীং শিরসে স্বাহা রূং শিখায়ৈ বষট্ রৈং

নমশ্চৈব স্বরান্তায় স্বাহান্তায় কৃশানবে।
শিরসেঽপ্যগ্নয়ে চান্তঃ শিখায়ৈ বষড়াত্মনে ॥ ২০
ঐমন্তায় হৃদে নিত্যং কবচায় হুমেব চ।
চতুর্দ্দশস্বরান্তায় সানুস্বারায় বহ্নয়ে ॥ ২১
নেত্রাভ্যাং বৌষড়ন্তায় রোপ্যস্ত্রায় ফড়াত্মনে।
এবং নমঃ ষড়ঙ্গায় রামায় জ্যোতিষে নমঃ ॥ ২২
আত্মান্তরাত্মপরম জ্ঞানাত্মভ্যোঽন্বিতঃ ক্রমাৎ।
নিবৃত্ত্যৈ চ প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ তে নমাম্যহং ॥ ২৩
শান্ত্যৈ চাত্মাদি শক্তিত্বে স্থিত্যৈ তদ্রূপিণে নমঃ।
বাসুদেবায় তে নিত্যং তথা সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ২৪
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রিয়ে শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
প্রীত্যৈ রত্যৈ নমো রাম দ্বিতীয়াবরণাত্মনে ॥ ২৫
অগ্রে হনূমান সুগ্রীবো ভরতশ্চ বিভীষণঃ।
লক্ষ্মণোঽপ্যঙ্গদশ্চৈব শত্রুঘ্নো জাম্ববাংস্তথা ॥ ২৬

কবচায় হুং রৌং নেত্রাভ্যাং রৌষট্ রঃ অস্ত্রায় ফট এই ছয় মন্ত্রে ক্রমিক হৃদয়াদি ছয় স্থানে হস্তন্যাস করিলেই ষড়ঙ্গ ন্যাস করা হয়।১৬।২২

ঐরূপ—আত্মনে নমঃ অন্তরাত্মনে নমঃ পরমাত্মনে নমঃ জ্ঞানাত্মনে নমঃ বলিবে তার পর—নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি ও স্থিতিকে ওঁকারাদি ও চতুর্থ্যন্ত করিয়া নমোঽস্তু পদে বন্দনা করিবে। ঐরূপ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রীতি রতি ও বরুণরূপী রামকে প্রণাম করিতেছি বলিবে। ২৩। ২৫

প্রভুর সম্মুখে যে হনুমান্ সুগ্রীব ভরত বিভীষণ লক্ষ্মণ অঙ্গদ শত্রুঘ্ন জাম্ববান্ এবং সৃষ্টি জয়ন্ত বিজয় সুরাষ্ট্র রাষ্ট্র বর্দ্ধন অকোপ

ধৃতির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমন্ত্রিণঃ ॥ ২৭
এতেভ্যো রামরূপেভ্যো ঃস্মভ্যং প্রণমাম্যহং।
ইন্দ্রাগ্নি বামদেবেভ্যো সায়ুধেভ্যো নমঃ নমঃ ॥ ২৮
ততো নৈঋতয়ে তুভ্যং বরুণায় নমো নমঃ।
বায়বে ধনদায়াথ রুদ্রায়েশায় তে নমঃ ॥ ২৯
ব্রহ্মণেহনন্তরূপায় দিক্‌কালাত্মনে নমঃ।
তদায়ুধায় বজ্রায় শক্তয়ে দণ্ডকায় চ ॥ ৩০
নমঃ খড়্গায় চাপায় ধ্বজায় চ গদাত্মনে।
ত্রিশূলায়াম্বুজায়াথ চক্রায় সততং নমঃ ॥ ৩১
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালি র্গৌতম স্তথা।
ভরদ্বাজঃ কৌশিকশ্চ বাল্মীকির্নারদস্তথা ॥ ৩২
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শার্ঙ্গবাণাত্মনে নমঃ।
গরুত্মতে নমস্তভ্যং বিশ্বক্‌সেনাদিকাশ্চ যে ॥ ৩৩

ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই আটটী মন্ত্রী আছেন ইহারা সকলেই রামরূপী ইহাদিগকে প্রণাম করি।

অতঃপর অস্ত্রধারী ইন্দ্র অগ্নি ও বামদেবকে প্রণাম করি এবং নৈঋত বরুণ বায়ু কুবের রুদ্র ঈশান ব্রহ্মা ও অনন্ত এই কয় দিক্‌পালকে নমস্কার করিতেছি বলিবে। এবং তাহাদের ধনুর্ব্বাণ বজ্র শক্তি দণ্ড খড়্গ ধ্বজ গদা ত্রিশূল পদ্ম ও চক্র এই সমুদয় অস্ত্রকে নমস্কার করি। এবং বসিষ্ঠ বামদেব জাবালি গৌতম ভরদ্বাজ কৌশিক বাল্মিকি ও নারদকে নমস্কার করি। ৩২

অতঃপর প্রভুর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধনু ও বাণ প্রভৃতি অস্ত্র

সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপায় জ্যোতিষে সততং নমঃ ॥ ৩৪

মনোবাক্কায়জনিতং কর্ম্ম যদ্বা শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং প্রীতয়ে ভূয়ান্নমো রামায় শার্ঙ্গিণে ॥ ৩৫

এতদ্রহস্যং সততং প্রত্যুষসি সমাহিতঃ।
যঃ পঠেদ্রামমাহাত্ম্যং বিশ্বৈশ্বর্য্যনিধির্ভবেৎ ॥ ৩৬

বিনাশয়েদসৌভাগ্যং দারিদ্র্যৌঘং নিকৃন্তয়েৎ।
উপদ্রবাংশ্চ শময়েৎ সর্ব্বলোকং বশং নয়েৎ ॥ ৩৭

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্রহ্মার্পণধিয়াবহং।
স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্লভং ॥ ৩৮

গুলিকেও বাহন গরুড় মহাশয়কে ও অনুচর বিষক্সেন প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছি শেষ সেই অনিমাদি সকল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান্‌কে বারংবার নমস্কার করিতেছি। ৩৪

আমার কায়মনোবাক্যে দ্বারা যে কিছু ভালমন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে সে সমুদয় রাঘবের প্রীতির জন্যই হউক ধনুষ্মান্ রামকে নমস্কার ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া একাগ্রমনে এই রাম মহিমা পাঠ করে সে বিশ্বের যাবৎ ঐশ্বর্য্যের আস্পদ হয়। এবং এই রামমহিমা পাঠ করা হইলে দৌর্ভাগ্য বিনাশ করে দারিদ্র্য উচ্ছেদ করে উপদ্রব উপশমিত করে ও ইহার ফলে সকলকে বশে আনা যায়। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া ব্রহ্মস্বরূপী রামচন্দ্রে অর্পণ করিতেছি ভাবনায় প্রত্যহ ইহা পাঠ করেন তিনি নিত্য ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন যথায় যাইলে আর সংসারে আসিতে হয় না। ৩৮

নারদীয়মিদং স্তোত্রং সুতীক্ষ্ণ মুনিসত্তম।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন রামার্চ্চনপরায়ণৈঃ॥ ৩৯
গণপত্যাদয়ঃ সর্ব্বে দ্বারাঙ্গাবৃতিরূপিণঃ।
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তা নমোঽন্তাঃ স্বস্বনামভিঃ॥ ৪০
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
উপচারৈঃ ষোড়শভিস্তথৈব দশভিঃ পুনঃ॥ ৪১
পঞ্চভির্ব্বা প্রযত্নেন স্বস্বশক্ত্যনুসারতঃ।
গণপত্যাদয়োঽপ্যেবং পূজনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ৪২
ইত্যগস্ত্য সংহিতায়াং দশমোঽধ্যায়।

হে মুনিবর! সুতীক্ষ্ণ! এই নারদকৃত স্তবটী শ্রীরামপূজাকারী দিগের অবশ্য যত্ন সহকারে পাঠ করা উচিত। আর পূর্ব্বোক্ত গণেশাদি দেবতাদিগকে প্রভুর অঙ্গ আবরণ ও দ্বারদেবতা জানিয়া ওঁকারাদি চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নিজ নিজ নামের উপর নমঃ পদ বসাইয়া পূজা করিবে। ৪০

এবং গন্ধ পুষ্পাদি ষোড়শ বা দশ উপচার দিয়া যত্নসহকারে পূজা করিবে। অথবা অশক্তপক্ষে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে পঞ্চ উপচারে ও ইহাদের পূজা করিলে ইহারা অভীষ্ট প্রদান করেন। ৪২

অগস্ত্যসংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য বাচ॥

শরীরংশোধয়েদাদ'বধিকারার্থমন্বহং।
তীর্থাবগাহনং বাহ্যেঽপ্যন্তর্ভূতবিশোধনং॥ ১
মাতৃকান্যাসযোগৈশ্চ শোধ'যাদ্বিধ্যনুষ্ঠিতৈঃ।
পূজাদ্রব্যাণ্যপি ততঃ শোধয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥ ২
পূজাপাত্রাণি শঙ্খঞ্চ শোধয়েৎ ক্ষালণাদিনা।
শুদ্ধশ্চ শুদ্ধদ্রব্যৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমং॥ ৩
এবমারাধিতো দেবঃ সম্যগার ধিতো ভবেৎ।
নচেন্নিরর্থকং সর্ব্বং সিন্ধুসৈকতবৃষ্টিবৎ॥ ৪

অগস্ত্য বলিলেন।

হে তপোধন! প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে পূজাতে অধিকার পাইবার নিমিত্ত দেহ শুদ্ধ করিবে তন্মধ্যে তীর্থজলে অবগাহনাদি করিলে বাহ্যশুদ্ধি হয় আর যথাবিধানে মাতৃকান্যসাদি অনুষ্ঠিত হইলে অন্তরকে শুদ্ধ করিয়া দেয়। ১

তার পর পূজার উপকরণগুলি জলের ছিটা দিয়া ও পূজার আধারগুলিও শঙ্খটী জল দিয়া প্রক্ষালন প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ করিবে কারণ নিজে শুদ্ধ হইয়াও বিশুদ্ধ দ্রব্য ও আধারে পুরুষোত্তমের পূজা করিতে হয় এই বিধানে পূজা করিলেই তাঁহার ঠিক আরাধনা করা হয়। নচেৎ সমুদ্রের বালুকাময় চরভূমিতে বৃষ্টিপাতের মত সব নিরর্থক হইয়া যায়। ২।৪

শৌচাচমনহীনস্য স্নানসন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
নিষ্ফলাঃ স্যুর্যথা চৈতদন্তরেণ ভবেত্তথা ॥ ৫
সংশোধ্য পূজাদ্রব্যাণি স্বস্যাপি বহিরন্তরং ।
শঙ্খঞ্চ পূজয়েৎপূর্ব্বং পূজ্যপূজার্হতাংব্রজেৎ ॥ ৬
পূজকস্যাপি পূজ্যস্যাপাবনস্যাকৃতংবৃথা ।
অপাবনান্যপূজ্যানি সাধনানি চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
অতঃ স্নাত্বা প্রকুর্ব্বীত ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ।
বিন্যস্য মাতৃকাং পূজ্যাং বৈষ্ণবীং কেশবাদিকাং ॥ ৮
বিধায় তত্ত্বন্যাসঞ্চ ন্যাসং তন্মূর্ত্তিপঞ্জরং ।
তদৃষিছন্দসোহন্যাসং তথা তন্মন্ত্রদেবতাং ॥ ৯
বিন্যস্যৈব ষড়ঙ্গানি তত্তদ্বীজাক্ষরাণি চ ।
অথাতো দেবতাধ্যানং ততঃ পূজনমন্ততঃ ॥ ১০

যেমন অনাচারী ব্যক্তি আচমনাদি না করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলে বিফলই হয় তেমনি এই রামপূজাও অন্তরে ও বাহিরে অপবিত্র ব্যক্তির কোন ফলদায়কই হয় না। ৫

সুতরাং এইরূপে নিজের বাহিরে অন্তরে শোধন করিয়া ও পূজার দ্রব্যগুলিও সবিশেষ শোধন করত অগ্রেই শঙ্খের পূজা করিবে তবেই পূজাটী রীতিমত হইবে। পূজকের বা পূজাদ্রব্যের অপবিত্রতা থাকিলে সবই বৃথা হয় অবিহিত ও অপবিত্র পূজাদ্রব্য লইয়া পূজা করিবে না ॥ ৬।৭

অতএব প্রথমে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে বৈষ্ণবী মাতৃকার ন্যাস কেশবাদিন্যাস ও তত্ত্বন্যাস করিয়া মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিবে এবং

ততো নিবেদ্য তৎসর্ব্বং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ততো বিজ্ঞাপ্য দেবেশং পরিবারাংশ্চ পূজয়েৎ॥ ১১
এবং সংপূজিতো দেবঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি।
বাহ্যপূজাং ততঃ কুর্য্যাদৈহিকাভ্যুদয়ায় বৈ॥ ১২
বিলিপ্য বেদিকাংসম্যঙ্মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণৈশ্চ নীল পীত সিতাসিতৈঃ॥ ১৩
লিখেদষ্টদলং পদ্মং চতুরস্রসমাবৃতং।
ষট্কোণকর্ণিকামধ্যে কোণাগ্রে বৃত্তসংবৃতং॥ ১৪
সাধয়েত্ততঃ শোভারেখাভিরুপশোভিতং।
সংপূজ্য মণ্ডলঞ্চৈতত্তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ॥ ১৫
চন্দ্রাতপপতাকৈশ্চ তোরণৈরপি শক্তিতঃ।
বিচিত্রং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তম্ভস্থলাদিষু॥ ১৬

মন্ত্রের ঋষি ছন্দ দেবতা উল্লেখ করিয়া ও সেই সেই বীজাক্ষর দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

অতঃপর দেবতার ধ্যান করিয়া পূজা ও সমুদয় উপকরণাদি নিবেদন করিয়া একাগ্রমনে মন্ত্রজপ পরে দেবতার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহার পরিবারগণকে পূজা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে পূজিত হইলে ভক্তের সকল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার পর ঐহিক কল্যাণের নিমিত্ত যেরূপ বাহ্যপূজা করিবে তাহার বিধান বলিতেছি।১২

প্রথমে গোময় দিয়া বেদিটী লেপন করিয়া তথায় একটী মণ্ডল কাটিবে তন্মধ্যে সাদা কালো হোল্দে সবুজ চার রঙ্গের চালের গুঁড়া দিয়া একটী অষ্টদল পদ্ম লিখিবে ও সেটীকে চারিদিকে সমান রেখায় ঘিরিবে এবং ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে ষট্কোণ যন্ত্র আঁকিয়া তাহাকে আবার গোল

এবং সুশোভিতে স্থানে সর্ব্বমঙ্গলসংযুতে।
পুণ্যস্ত্রীভির্গৃহস্থৈশ্চ পরিতো ব্যবহর্ত্তৃভিঃ॥ ১৭
গায়দ্ভিরপি নৃত্যদ্ভি র্বদদ্ভিঃ স্তুতিরূপকং।
ভেরী মৃদঙ্গবংশাদি কাংস্য তালাদিভি মুর্হুঃ॥ ১৮
রঘুনাথঃ স্বয়ং তত্র প্রসন্নো ভগবান্ ভবেৎ।
সংপাদ্য বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পূরয়েৎ পুষ্পচংগনীং।
তুলসী পঙ্কজাতাদ্যৈর্মাল্যৈর্বহুবিধৈরপি॥ ২০
স্বপুরো দক্ষিণে তীর্থশুদ্ধবারি প্রপূরিতং।
কলসং স্বপুরো বামভাগে তু বিনিযোজয়েৎ॥ ২১
অন্যানি পূজাদ্রব্যাণি পুরস্তাদেব নিক্ষিপেৎ।
আরাধনায় দেবস্য বেদিকায়াং সুখাসনে।
কুশাস্তরণ বৈয়াঘ্র চর্ম্ম বাসো বিনির্ম্মিতে॥ ২২

রেখায় ঘিরিয়া দিবে এবং ঐ মণ্ডলের শোভার নিমিত্ত কিছু কিছু রেখা ও আঁকিবে। ও মণ্ডলটীকে পূজা করিয়া তাহার উপরি বিচিত্র সিংহাসন বসাইবে এবং তথায় চাঁদোয়া টাঙ্গাইবে থামে থামে পতাকা উড়াইবে এই প্রকার নানারূপে স্থানটী রমণীয় ও বিবিধ মঙ্গল দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া চারিদিকে প্রতিবাসী গৃহস্থজন ও সাধ্বী রমণীদের বসাইবে এবং ভেরী মৃদঙ্গ কাংস্য বংশ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গায়ক ও স্তুতিপাঠকদেব সঙ্গে নিজেও নৃত্যগীত করিতে থাকিবে তখন ভগবান রঘুনাথ নিজে তথায় আসিয়া অধিষ্ঠান করেন সন্দেহ নাই। ফুলের সাজীটী পদ্ম প্রভৃতি নানা ফুলে ও তুলসীতে নানাবিধমাল্যে পুরাইয়া নিজের ডানদিকে রাখিবে। ১৯

এবং বামদিকে পবিত্র তীর্থ সলিলে পূর্ণ একটী কলস রাখিয়া অপরাপর

উপবিশ্য শুচির্মৌনী ভূত্বা পূজাং সমারভেৎ॥ ২৩
তুলসী কাষ্ঠ ঘটিতৈ রুদ্রাক্ষাকারকারিতৈঃ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পাদুকাকার নির্ম্মিতৈঃ॥ ২৪
নির্ম্মিতাং মালিকাং কর্ণে বিধায়ার্চ্চনমারভেৎ।
তথামলকমালাঞ্চ সম্যক্ পুষ্করমালিকাং॥ ২৫
নির্ম্মাল্যতুলসীমাল্যং শিরস্যপি নিধায় বৈ।
নির্ম্মাল্যচন্দনেনাঙ্গমঙ্কয়েত্তস্য নামভিঃ।
তস্যায়ুধানি বাহ্বোশ্চ তেনৈব দ্বিজসত্তম॥ ২৬
পাপিষ্ঠোবাপ্যপাপিষ্ঠঃ সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যজ্ঞএব বা।
ভবেদেবাধিকার্য্যত্র পূজাকর্ম্মণ্যসংশয়ঃ॥ ২৭

পূজার জিনিষগুলি নিজের সম্মুখেই স্থাপন করিবে। তাবপর দেবতার আরাধনার জন্য বেদির উপর কুশাসনে বা বাঘছালে কিম্বা বস্ত্র নির্ম্মিত কোমল আসনে নিজে আচারপূত হইয়া উপবেশন করত পূজা আরম্ভ করিবে। পূজা করিবার সময় রুদ্রাক্ষের আকারে অথবা শঙ্খ কি চক্র কি গদা কি পদ্ম কিম্বা ভগবানের পাদুকার আকারে নির্ম্মিত তুলসীর মালা কানে পরিয়া এবং পদ্মের, মালা কি আমলকীর মালা অথবা নির্ম্মাল্য তুলসীর মালা মাথায় পরিবে।

তৎপরে নির্ম্মাল্য চন্দন দিয়া অঙ্গের নানা স্থানে বিষ্ণুনাম লিখিয়া দুই বাহুমূলে তাঁহার শঙ্খপদ্ম প্রভৃতি অস্ত্র সকল অঙ্কিত করিবে এইরূপ ভাবে পূজাকারী ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হইলেও পুণ্যবান্ মূর্খ হইলেও সর্ব্বজ্ঞের মত এই পূজাতে সম্পূর্ণ অধিকারী এ' বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৭

পদ্মস্বস্তিক ভদ্রাদিষ্বাসনেষাকুঞ্চ্য পদদ্বয়ং।
বিনায়কং নমস্কৃত্য সব্যাংশে চ সরস্বতীং॥ ২৮
দক্ষিণাংশে পূর্ব্ববচ্চ দুর্গাঞ্চ ক্ষেত্রপং পুনঃ।
প্রণম্যাথ গুরূন্ ভূয়া - স্ব। গুরুপরম্পরাং॥ ২৯
ততো দেবং নমস্কৃত্য কুর্য্যাত্তালত্রয়ং পুনঃ।
তারমস্ত্রায় ফট্ প্রোক্ত্বা ভ্রাময়েদ্দক্ষিণং করং॥ ৩০
ততস্তু চিন্তয়েদন্তর্দ্দেবং স্থানত্রয়ান্তরে।
জ্যোতির্ম্ময়মনুস্যূতং সত্যজ্ঞা সুখাত্মকং॥ ৩১
আত্মনঃ পরিতো বহ্নিপ্রাকারং ভাবনায় চ।
ভূত প্রেত পিশাচেভ্যো বিধায় তদনন্তরং॥ ৩২
অদ্ভিঃ পুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব বাহ্নবীজাস্ত্রমন্ত্রিতৈঃ।
প্রক্ষিপেৎ পরিতো মন্ত্রী ভয়বিঘ্ননিবৃত্তয়ে॥ ৩৩

পদ্মস্বস্তিকাদিরূপ আসনে পাদুখানি সঙ্কুচিত করত বসিয়া প্রথমে দক্ষিণে গণেশকে বামে সরস্বতীকে পুনরায় দক্ষিণভাগে দুর্গা ক্ষেত্রপাল ও গুরুদের প্রণাম করিয়া পুনরায় গুরুভক্তিকে নমস্কার করিবে সম্মুখে দেবতাকে প্রণাম করত ঊর্দ্ধভাগে তিন বার তালী দিবে। এবং অস্ত্রায় ফট মন্ত্র বলিয়া ডান হাত ঘুরাইয়া লইবে। দেহের ভিতর্ ভ্রূমধ্যে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে এই তিন স্থানে দেবতাকে সত্য জ্ঞান ও সুখ স্বরূপে তেজোময় মূর্ত্তিতে ভাবনা করিবে। ৩১

ভূত প্রেত ও পিশাচদিগের নিকট হইতে পূজাটী রক্ষা করিবার জন্য নিজের চারিদিকে অগ্নির প্রাচীর ভাবনা করিয়া ভয় ব্যাঘাতাদি দূর করিবার জন্য সেই ব্যাঘা - কারী পিশাচদিগের উদ্দেশে পূজক নং এই বহ্নি বীজ ও ফটমন্ত্রে জল পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতিচ চতুর্দিকে ছড়াইয়া

হৃদম্বুজে ব্রহ্মকন্দ সম্ভূতে জ্ঞান নালকে।
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতে জ্ঞান—বৈরাগ্য কর্ণিকে ॥ ৩৪
আরাগ্রমাত্রো জীবস্তু চিন্তনীয়ো মনীষিভিঃ।
নেতব্যো হংসমন্ত্রেণ দ্বাদশান্তে স্থিতঃপরঃ ॥ ৩৫
তেন সংযোজ্য বিধিবদ্ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ।
ভূতানি চাথ পৃথিবী জলং তেজোমরুদ্বিয়ৎ ॥ ৩৬
যস্তুতো জায়তে যস্মিন্ প্রলয়োৎপাদনং পুনঃ।
শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং শোধনং বিদুঃ ॥ ৩
মরুদগ্নি সুধাবীজৈঃ পঞ্চাশন্মাতৃ মাত্রকৈঃ।
প্রাণায়ামৈরথাত্মদেহং শোধয়েওৎ পুনর্দ্দহেৎ ॥ ৩৮

দিবে। তৎপরে বুদ্ধিমান সাধক এক জীবাত্মাকে পরমাত্মরূপী মূল হইতে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানরূপ নালে প্রস্ফুটিত এবং অনিমাপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যরূপ পত্রশালী বৈরাগ্যরূপ মধ্যদেশ যুক্ত হৃদয়রূপ কমলে অবস্থিত জানিয়া চর্ম্মকারের বেধনাস্ত্রের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতেই চিন্তা করিবে।

এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত পরমাত্মাকে হংসমন্ত্রের দ্বারা আনয়ন করিবে ও তাঁহার সহিত মিসাইয়া ভূতশুদ্ধি করিতে থাকিবে।

ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই পাঁচটী মহাভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে যিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া শেষ যাহাতেই মিসাইয়া থাকেন সেই বস্তুকে সেই ভূত বলা যায়। বায়ু বীজ বহ্নিবীজও পৃথীবীজ দ্বারা দেহান্তঃস্থিত ভূতের শোধন করা হইলেই ভূতশুদ্ধি বলা যায়। ৩৭

প্রথমে প্রাণায়াম করিয়া আত্মদেহ শোধন করিবে বহ্নিবীজে দগ্ধ করিয়া সুধারসে প্লাবিত করত পুনরায় জীবকে স্বস্থানে আনিবে পূজক

তদ্দেহং পুনরাপ্লাব্য পুনর্জীবমিহানয়েৎ।
জীবনে পুনরাত্মানং চিন্তয়েৎ পূজকাগ্রয়ে ॥ ৩৯
জীবস্য তত্ত্বসিদ্ধ্যৈ চ তস্যাপ্যাত্মস্থসিদ্ধয়ে।
নয়নানয়নার্থঞ্চ হংসঃ সোঽহমিতীরয়েৎ ॥ ৪০
ভূতশুদ্ধিরিয়ংনাম কর্ত্তব্যা ভূতসাক্ষ্যকৃৎ। ৪১
ভূতশুদ্ধিং বিনা ধ্যানজপহোমার্চ্চনক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বপ্রকারেণাপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥ ৪২
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ॥ ৪৩
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৪৪

তত্ত্বসিদ্ধির জন্য আত্মচিন্তা করিবে জীবকে পূর্ব্বাবস্থা পাওয়াইবে এবং জীবের আত্মজ্ঞানের কারণ উভয়ের একতা জানিবার জন্য আমিই ব্রহ্ম এই ভাবনায় সেই সোঽহংবাক্য উচ্চারণ করিবে। ৪১

ইহারই নাম ভূতশুদ্ধি—

ভূতশুদ্ধি ব্যতিরেকে ধ্যান জপ হোম পূজা প্রভৃতি যে কোন কার্য্য বিধিবিধানে পূর্ণ মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও বিফল হইয়া থাকে।

বিষ্ণুগৃহে গমন এবং ভগবানের অনুগমন ও ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করা হরির পাদুখানি ধৌয়ান এবং হরিপূজার কারণে ভক্তি সহকারে পত্র পুষ্পাদি তুলিয়া আনা ইহারই নাম করশুদ্ধি ইহা সকল শুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয়। ৪৪

তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীরামচন্দ্রস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৪৫
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যাত্মানি নিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে॥ ৪৬

উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ॥ ৪৭
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদেরর্চ্চিতস্য তপোধন।
বিশুদ্ধিঃস্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যৈবাভিধীয়তে॥ ৪৮
পত্রং পুষ্পাদিকং যত্তদ্রামপাদযুগার্পিতং।
বিশুদ্ধয়ে ভবত্যেব আত্মনা ধার্য্যতে,যদি॥ ৪৯
অধুনাপ্যথবা পূর্ব্বং যদ্যদ্বিষ্ণুসমর্পণং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥ ৫০

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঐরূপ ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান ও নাম সঙ্কীর্ত্তন করাই বাক্‌শুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং শ্রীরামের গুণানুবাদ শুনা কর্ণশুদ্ধি ও তাঁহার উৎসবদর্শনকেই নেত্রশুদ্ধি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে আর তাঁহার নিকট অবনতমস্তকে তদীয়পাদোদক ও নির্ম্মাল্যমালা ধারণ করাকেই শিরঃশুদ্ধি বলিয়াছেন, হে তপোধন! সেই প্রভুর পূজায় প্রদত্ত পুষ্পচন্দনাদির ঘ্রাণ হইলেই ঘ্রাণশুদ্ধি হইল জানিও। ৪৮
পত্র পুষ্প প্রভৃতি যে কিছু শ্রীরামের চরণারবিন্দে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি ভক্ত দাতা নিজে ধারণ করেন তবে তাহার সকলই শোধন

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথাতো মাতৃকান্যাসক্রমোঽত্র পরিপঠ্যতে।
নিয়ম্যাস্থনৃষিচ্ছন্দো-দেবতা-বীজ-যোষিতাং ॥ ১
শিরো বদন হৃদ্গুহ্য পাদেষু ন্যাস উচ্যতে।
করাঙ্গুলীনাং রেখাসু স্বরৈরেকৈকং প্রবিন্যসেৎ ॥ ২
বিন্যসেৎ প্রণবং পাণিতলয়োঃ পৃষ্ঠয়োরপি।
হ্রস্বদীর্ঘস্বরাদ্যন্তাঃ কাদয়ঃ পঞ্চপঞ্চকাঃ ॥ ৩
অমশ্চাদ্যন্তয়োর্যাদি ক্ষান্তশ্চ দশবর্ণকঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলীনাং তথৈব তলপৃষ্ঠয়োঃ ॥ ৪
ন্যাসস্তত্র ষড়ঙ্গানাং ভবত্যেবং প্রকল্পনা।

করা হইল। এখনই হউক বা আগেই হউক যা কিছু তাঁহার চরণে দিয়াছ সে সবই সংসারে পবিত্র ও তাহা সমুদয় পাপ শোধন করিয়া থাকে। ৫০

ইতি একাদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মুনিবর! তার পর এইখানে মাতৃকান্যাস পড়া হয় প্রথমে প্রাণায়াম করিয়া মস্তক মুখ হৃদয় গুহ্য ও পাদতলে ঋষি ছন্দঃ দেবতা বীজ ও বিনিয়োগের বিন্যাস করিবে তৎপরে হাতের অঙ্গুলির রেখা ও করতল দুটী ও করপৃষ্ঠ দুখানি এই পাঁচ স্থানে অনুস্বারান্ত

হৃদি মূর্দ্ধ্নি শিখায়াঞ্চ সর্ব্বাঙ্গে নেত্রয়োরপি ॥৫
দিক্ষ্বস্ত্রঞ্চ নমঃ স্বাহা বষট্ চ বৌষড়প্যথ।
তথাস্ত্রায় ফড়িত্যেবং ষড়ঙ্গানাঞ্চ পল্লবং ॥ ৬
তত্তৎস্থানে চতুর্থ্যন্তে তত্তৎপল্লবযোগতঃ।
তত্তদঙ্গগতো ন্যাসস্তত্তৎস্থানে নিযোজ্যতে ॥ ৭
অথান্তর্মাতৃকান্যাসঃ কণ্ঠহৃন্নাড়ীগুহ্যকে।
পায়ৌ ভ্রূমধ্যকে পদ্মে ষোড়শে দ্বাদশচ্ছদে ॥ ৮
দশপত্রে চ ষট্‌পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে।
পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ পত্রসংখ্যাক্রমাদ্ভবেৎ ॥ ৯
একৈকবর্ণমেকৈকপত্রান্তে বিন্যসেন্মুনে।
এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যসেৎ ॥ ১০

অকারাদি হ্রস্ব স্বর আদিতে রাখিয়া আকারাদি দীর্ঘস্বর শেষে করিয়া অনুস্বারান্ত ককারাদি বর্গ পাঁচটী যথাক্রমে বিন্যাস করিবে অর্থাৎ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এইরূপ। এবং আগে পাছু অং বলিয়া মধ্যে যকারাদি ক্ষকারান্ত অনুস্বারযুক্ত দশবর্ণ অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলীকয়টীর তল ও পৃষ্ঠভাগে ন্যাস করিবে ও ইহাতে ষড়ঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এবং বক্ষঃস্থল মাথা শিখা সর্ব্বাঙ্গ নয়নদ্বয়ও দশদিক্ এই ছয়টীতে যথাক্রমে ফট্ নমঃ স্বাহা বষট্ বৌষট্ ও অস্ত্রায় ফট্ এই ছয়টী পূর্ব্বমত ষড়ঙ্গের পল্লব মন্ত্র হইবে। ৭

অর্থাৎ রাং হৃদয়ায় নমঃ রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস।

সেই প্রকার কণ্ঠ হৃদয় নাভি গুহ্য পাদদ্বয় এবং ভ্রূমধ্য এই কয়টী পদ্মে পত্রসংখ্যানুসারে অনুস্বার যুক্ত পঞ্চাশটী মাতৃকা বর্ণের নমোঽন্ত

শিরোবদনবৃত্তেঽপি চক্ষুঃ-শ্রোত্রযুগেঽপ্যথ।
নাসাকপোলযুগলে তথোষ্ঠাধরয়োরপি ॥ ১১
ঊর্দ্ধাধোদন্তপঙক্তৌচ মূর্দ্ধাস্যে দ্বাদশস্বরান্।
কচবর্গদ্বয়ংবাহ্বোঃ পঞ্চসন্ধিস্থলে ন্যসেৎ। ১২
টতবর্গদ্বয়ংপাদসন্ধ্যগ্রেঽপি তথা পুনঃ।
পবর্গংপার্শ্বযুগলে পৃষ্ঠে নাভ্যুদরেঽপি চ ॥ ১৩
হৃদ্দোর্মূলে ককুৎস্কন্ধে হৃদাদি কর পদ্দ্বয়ে।
জঠরাননয়োশ্চৈব ব্যাপকং বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪
পঞ্চাশদক্ষরন্যাসঃ ক্রমেণৈবং বিধীয়তে।
ওমাদ্যন্তো নমোঽন্তো বা সবিন্দুর্বিন্দুবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫
মায়ালক্ষ্মী কামবীজ পূর্ব্বো ন্যস্তব্য উচ্যতে।
কেশবায় চ কীর্ত্ত্যৈচ তথা নারায়ণায় চ ॥ ১৬

করিয়া ন্যাস করা হইলেই অন্তর্মাতৃকান্যাস হয় অর্থাৎ কণ্ঠ পদ্মের ষোড়শ দল, হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল, নাভিপদ্ম দশদল, গুহ্য কমলের ছয়টী পত্র পায়ু চতুর্দ্দল ও ভ্রূমধ্যপদ্মটীর দুটী দল জানিবে এক একটী পাতায় এক একটী বর্ণের ন্যাস করিবে। এইরূপে মনে মনে অন্তর্ন্যাস করিয়া বাহিরের ন্যাস আরম্ভ করিবে ঐ ন্যাসের স্থান ললাট মুখ চক্ষু কর্ণ নাসিকা, গণ্ড ওষ্ঠ নাভি উদর হৃদয় বাহুমূল স্কন্ধ তৎপৃষ্ঠ হৃদয়াদি করদ্বয় হৃদয়াদি চরণদ্বয় উদর, দন্তপংক্তিদ্বয়। এই কয় স্থানে ওঁ কারাদিনমোঽন্ত মাতৃকাবর্ণদ্বারা স্পর্শ করিবে। এইন্যাসের মাতৃকাবর্ণের আদ্যন্তেই ওঁ কার দিয়া বা, শেষে ওঁকার না, দিয়া নমোবলিবে এবং বিন্দুযুক্তই বল বা বিন্দু না দিয়াও বলিতে পারিবে। ১৫

এক্ষণে কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস বলিতেছি। প্রথমে বিন্দুযুক্ত করিয়া

কান্ত্যৈ তথা মাধবায় তুষ্ট্যৈ নম ইতি ন্যসেৎ।
গোবিন্দায় চ পুষ্ট্যৈ চ বিষ্ণুধৃত্যৈ বদেত্ততঃ॥ ১৭
মধুসূদনায় শান্ত্যৈ চ ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ।
বামনায় দয়ায়ৈ চ শ্রীধরায় বদেত্ততঃ॥ ১৮
মেধায়ৈ হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ চ নমস্তথা।
পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ তথা দামোদরায় চ॥ ১৯
লজ্জায়ৈ বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ সঙ্কর্ষণায় চ।
সরস্বত্যৈ প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ নম ইতীরয়েৎ॥ ২০
অনিরুদ্ধায় রত্যৈ চ স্ববান্তে প্রবদেদথ।
চক্রিণে চ দয়ায়ৈ চ গদিনে শার্ঙ্গিণে তথা॥ ২১
দুর্গায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ খড়্গিনে বিন্যসেদথ।
সত্যায়ৈ শঙ্খিনে চৈব চণ্ডায়ৈ চ নমোনমঃ॥ ২২
হলিনে বাণ্যৈ দত্বাচ্চ তথা মুষলিনে বদেৎ।
বিলাসিন্যৈ শূলিনে বিজয়ায়ৈ তদনন্তরং॥ ২৩
পাশিনে বিরজায়ৈ চ তথাচাঙ্কুশিনে বদেৎ।
বিশ্বায়ৈ চ মুকুন্দায় বিনদায়ৈ নমস্তথা॥ ২৪

অকারাদি এক একটী মাতৃকাবর্ণ বলিবে, তার পর কেশবাদি এক একটী দেবতার নামোল্লেখের পশ্চাৎ কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটী শক্তির নাম চতুর্থ্যন্ত করিয়া উল্লেখ করিব অন্তে নমঃ শব্দ বসাইয়া মস্তকাদি দেহের একপঞ্চাশৎ স্থানে ন্যাস করিতে হইবে।

যেমন্ মস্তকে অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ—এই প্রকার অন্যান্য স্থানে জানিবে।

নন্দজায় সুনন্দায়ৈ নন্দিনে শ্রুতয়ে নমঃ।
নবায় ঋদ্ধ্যৈ চ তথা তদ্বন্নরকজিতে তথা॥ ২৫
সমৃদ্ধ্যৈ হরয়ে শুদ্ধ্যৈ কৃষ্ণায় বুদ্ধয়ে তথা।
সত্যায় ভুক্ত্যৈ সাত্বতায় মত্যৈ নম ইতীরয়েৎ॥ ২৬
শৌরায় চ ক্ষমায়ৈ চ শূরায় রমায়ৈ নমঃ।
জনার্দ্দনায় চোমায়ৈ ততঃ স্যাদ্ভূধরায় চ॥ ২৭
ক্লেদিন্যৈ বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ তদনন্তরং।
বৈকুণ্ঠায় নমস্তদ্বদ্বসুদায়ৈ নমস্ততঃ॥
পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ বলিনে পরায়ৈ ততঃ। ২৮
বলানুজায় পরায়ণায়ৈ নম ইতীরয়েৎ॥
মহাবলায় সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ স্যাত্তদনন্তরং।
বৃষঘ্নায় চ সন্ধ্যায়ৈ বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ॥ ২৯
হংসায় চ প্রভায়ৈ চ বরাহায় নিশায়ৈ তথা।
বিমলায় অমোঘায়ৈ নৃসিংহায় তদনন্তরং॥
বিদ্যুতায়ৈ নমস্তদ্বদ্বৈষ্ণবীং মাতৃকাং ন্যসেৎ। ৩০

কেশবাদি এই—

কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ্ণু মধুসূদন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড্গী শঙ্খী হলী মুষলী শূলী পাশী অঙ্কুশী মুকুন্দ নন্দজ নন্দী নর নরকজিৎ হরি কৃষ্ণ সত্য সাত্বত শৌরী শূর জনার্দ্দন ভূধর বিশ্বমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম বলী বলানুজ মহাবল বৃষঘ্ন বৃষ হংস বরাহ বিমল নৃসিংহ এই একপঞ্চাশৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি—

ক্রমেণ কামবীজঞ্চ মাতৃকাক্ষরমেব চ ॥
একং দেবং তথা শক্তিমেকাং নম ইতি ক্রমঃ। ৩১
কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাং ॥
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। ৩২
সুতীক্ষ্ণ তত্ত্বং বক্ষ্যামি তত্ত্বন্যাসমতঃ শৃনু ॥
যত্তত্ত্বন্যাসমাত্রেণ তত্ত্বমেব প্রজায়তে। ৩৩
মাদয়ঃ প্রতিলোমেন কান্তাঃস্যুস্তত্ত্বসংজ্ঞকাঃ ॥
নমঃ পরায় পূর্ব্বাস্তু প্রণবান্তে ব্যবস্থিতাঃ। ৩৪

এবং উহাদের প্রত্যেকের ক্রমে উল্লেখ হইবে এই—কীর্ত্তি কান্তি তুষ্টি পুষ্টি ধৃতি শান্তি ক্রিয়া দয়া মেধা হর্ষা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রীতি রতি দয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চণ্ডা বাণী বিলাসিণী বিজয়া বিরজা বিশ্বা বিনদা সুনন্দা স্মৃতি ঋদ্ধি সমৃদ্ধি শুদ্ধি ভুক্তি বুদ্ধি ক্ষমা মতি রমা উমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা পয়া পরায়ণা সূক্ষ্মা সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা অমোঘা ও বিদ্যুতা এই একপঞ্চাশৎ শক্তি। প্রথমে একটী দেবতা পরে একটী শক্তির চতুর্থ্যন্ত করিয়া উল্লেখের পর নমঃ পদ। এই উভয় মূর্ত্তি সংযোগে ন্যাসকেই কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস বলে। যদি কেহ কেবল এই ন্যাস মাত্র করে তাহাকে ভগবান্ নিজের স্বারূপ্য প্রাদান করেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ৩৩

হে সুতীক্ষ্ণ। অতঃপর তোমাকে তত্ত্ব ন্যাসের স্বরূপ বলিতেছি যে ন্যাসের অভ্যাসেই কেবল তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। ৩৪

বিপরীতগণনাক্রমে মকারাদি ককারান্ত বর্ণ তত্ত্বসংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট আছে সুতরাং প্রথমে বিন্দু যুক্ত মাতৃকাবর্ণ পরে নমঃ পরায় পদ বলিয়া

জীবঃ প্রাণশ্চ বুদ্ধিশ্চাপ্যহঙ্কারো মনস্তথা ॥
সর্ব্বাঙ্গে হৃদি বিন্যস্য শব্দাদীনি ততঃ পরং । ৩৫
মূর্দ্ধ্নিপ্রাণে চ হৃদয়েঽপ্যুপস্থে পাদয়োরপি ॥
শ্রোত্রত্বক্ চক্ষু র্জিহ্বাখ্যা ঘ্রাণরূপাণি দেহিণাং । ৩৬
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাপি তত্তৎস্থানে ন্যসেৎ পুনঃ ॥
বাক্পাণি পায়ু পাদৌ চ কর্ম্মাখ্যাণ্যপ্যুপস্থকং । ৩৭
তথৈব তত্তৎস্থানেষু তত্তদেব প্রবিন্যসেৎ ॥
শিরোমুখে চ হৃদয়ে তথা গুহ্যেঽপি পাদয়োঃ । ৩৮
আকাশানিলতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ॥

জীব প্রভৃতি যে তত্ত্বাত্মার ন্যাস হইবে চতুর্থ্যন্ত সেই পদ উল্লেখ করতঃ শেষে ওঁকার বসাইবে অর্থাৎ—

যংনমঃ পরায় জীব তত্ত্বাত্মনে ওঁ ইত্যাদি প্রকারে প্রথমে জীব প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার মন এই পঞ্চতত্ত্বের হৃন্মধ্যে ন্যাস করিয়া শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই বাহ্য তত্ত্বেরও মস্তকে প্রাণে হৃদয়ে উপস্থে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে। ৩৬

তৎপরে শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণ নামক যে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ আছে এই পঞ্চ তত্ত্বের ও সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবে।

ঐরূপ বাক্ পাণি পাদ পায়ু আর, উপস্থনামে যে কর্ম্মসাধন পাঁচটী আছে সেই পঞ্চতত্ত্বের ও সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবে। ৩৮

এইরূপ আকাশ জল তেজ বায়ু ও পৃথিবী নামক পঞ্চতত্ত্বকে মস্তক মুখ হৃদয় গুহ্য ও পাদ যুগল এই ,পাঁচস্থলে পূর্ব্বের মত ক্রমপঠিত

বিন্যসেৎ পূর্ব্ববচ্চৈতৎ ন্যাসবিত্তিরুদাহৃতং। ৩৯
সহৌসবৌষশ্চাপি যশ্চলশ্চ বলাবপি ॥
ক্ষৌংচেতি শবর্ণানি প্রনস্যান্তে চ পূর্ব্ববৎ।
হৃতপদ্মসোম সূর্য্যাগ্নি স্বকলাযুক্তমণ্ডলং ॥ ৪০
এবং হৃদ্যেব বিন্যস্য বাসুদেবাদয়স্ততঃ।
পরমেষ্ঠী চ পুরুষো বিশ্বকোপি নিবৃত্তিকঃ ॥ ৪১
নারায়ণো নৃসিংহশ্চ সর্ব্বকোপাখ্য পূর্ব্বকৌ।
মূর্দ্ধাস্যে হৃদি গুহ্যে চ পাদয়োর্ব্যাপকং ততঃ ॥ ৪২
তদাত্মনে নমইতি তত্তৎস্থানে ন্যসেচ্চ তৎ।
অতত্ত্বাপ্যপূজ্যস্য তৎপ্রাপ্তে র্হেতুনা পুনঃ ॥ ৪৩
তত্ত্বন্যাসমিতি প্রাহুর্ন্যাসং তত্ত্ববিদো বুধাঃ।
যঃকুর্য্যাত্তত্ত্ববিন্যাসং স এবং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৪৪

মাতৃকাবর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া শেষ নমঃ পদ উল্লেখ করতঃ চতুর্থ্যন্ত ঐ তত্ত্ব নাম ধরিয়া শেষে ওঁকার উচ্চারণ করত সেই তত্ত্বস্থানে ন্যাস করিবে।

অর্থাৎ এখানে নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে ওঁ বলিয়া মাথায় পঞ্চাঙ্গুলিস্পর্শ করাইবে। তৎপরে সহৌঃ সক্ষৌ যং লং বং রং ক্ষৌং এই বীজ কয়টীর এক একটী আগে বলিয়া মধ্যে নমঃপরায় পদ বলিবে শেষ ক্রমিক চতুর্থ্যন্ত অর্থাৎ বিশ্বতত্ত্বাত্মনে এইরূপ চতুর্থ্যন্ত করিয়া বাসুদেব পরমেষ্ঠী পুরুষ নারায়ণ ও নৃসিংহ পদ বসাইয়া বিশ্বতত্ত্বাত্মার ন্যায় নিবৃত্তি সর্বকোপ প্রভৃতি তত্ত্বাত্মার নাম উল্লেখে মস্তক মুখ হৃদয় গুহ্যদেশ ও চরণতলে ন্যাস করিবে। এবং সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি মণ্ডলকে ও স্ব স্ব কলাযুক্ত চতুর্থ্যন্ত বসাইবে।

তদাত্মনাম্নুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি।
যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং॥ ৪৫
তন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসস্তস্য তন্মূর্ত্তিসিদ্ধয়ে।
আকর্ণয়ৈকচিত্তঃ সন্ যতোঽস্তি ন ফলান্তরং॥ ৪৬
নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যর্ণ।
ওমাদাবস্য মন্ত্রস্য আদায়ৈকাক্ষরং ততঃ॥ ৪৭
একৈকমক্ষরং তদ্বৎ শ্রীরামাখ্যমনোরপি।
দ্বিরাবৃত্তাক্ষরাদানং বিষ্ণোর্দ্বাদশনামসু॥ ৪৮
নাম্নৈকৈকমুপাদায় সূর্য্যস্যাপি চ নামসু।
ওমন্তশ্চ স্বরস্তশ্চবাসুদেবাক্ষরং ততঃ॥ ৪৯
শ্রীরামমন্ত্রবর্ণশ্চ ততঃস্যুঃ কেশবাদয়ঃ।
ধাত্রাদয়ো নমোঽন্তাস্তু ন্যস্তব্যাঃ ন্যাসযোগতঃ॥ ৫০
ললাট নাভি হৃদয় কণ্ঠ পার্শ্বাংশকন্দরে।
পার্শ্বান্তরাংশে স্কন্ধে চ পৃষ্ঠে ককুদি চ ক্রমাৎ॥ ৫১

যাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই ও লোকে যাহাকে শ্রদ্ধা করে না সে যদি কেবল তত্ত্বন্যাস করে তবে সে তত্ত্বজ্ঞানী হয় এই জন্যই জ্ঞানী পণ্ডিতেরা এই ন্যাসের তত্ত্বন্যাস নাম দিয়াছেন যে তত্ত্বন্যাস করে সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু হয়েন কারণ ভগবান্ তাহার স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন যে হেতু তত্ত্ব সকল ভগবান্ হইতে পৃথক নহে সেই ন্যাস-কারীর দেহে সমুদয়ই অধিষ্ঠিত হয় সন্দেহ নাই এক্ষণে বিশ্বরূপের মূর্ত্তি সাধনার জন্য মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস বলিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর যে হেতু ইহা অপেক্ষা ফলপ্রদ কিছুই নাই। ৪৬।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক একবার

কেশবশ্চ ততোজ্ঞেয়োনারায়ণ ইতি স্বয়ং।
মাধবশ্চৈব গোবিন্দো বিষ্ণুশ্চ মধুসূদনঃ॥ ৫২
ত্রিবিক্রমো বামনশ্চ শ্রীধরো নবমস্তথা।
হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্তথা দামোদরঃ প্রভুঃ॥ ৫৩
বিষ্ণোর্দ্বাদশ নামানি চেমানি মুনিসত্তম।
ধাতার্য্যমাচ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা॥ ৫৪
বিবস্বদিন্দ্রৌ পূষা চ পর্জ্জন্যো দশমঃস্থিতঃ।
ত্বষ্টা চ বিষ্ণুরিত্যেবং নামানি দ্বাদশাত্মনঃ॥ ৫৫
তন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসো বিহিতঃপরমেষ্ঠিনা॥ ৫৬
শিরো ভ্রূমধ্য হৃদয় নাভিগুহ্য পদস্থলে।
মূলমন্ত্রাক্ষরৈর্ন্যাসং ষড়ঙ্গমপি বিন্যসেৎ॥ ৫৭

ক্রমিক এক একটী বর্ণ শ্রীরামমন্ত্রেরও এক একটী বর্ণ লইবে। তৎপরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া বিষ্ণুর কেশবাদি বারোটী নাম ক্রমিক এক একটী এবং ঐ চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া ধাতৃ প্রভৃতি বারোনামেরও এক একটী বলিবে শেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করত ললাট নাভি হৃদয় কণ্ঠ দুই পার্শ্ব ও দুই অংশ পার্শ্বমধ্য স্কন্ধ পৃষ্ঠ ককুদ এই বারো স্থান স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে অর্থাৎ ওঁ কেশবায় ধাত্রেনমঃ বলিয়া ললাটে নং নারায়ণায় অর্য্যমে বলিয়া নাভিতে ন্যাস হইবে। ৫১।

হে মুনিবর! এক্ষণে কেশবাদি দ্বাদশ নাম বলিতেছি শুন কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ্ণু মধুসূদন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ ও দামোদর। এবং ধাতা অর্য্যমা মিত্র বরুণ অংশু ভগ বিবস্বান্ ইন্দ্র পূষা পর্জ্জন্য ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই বারোটীও দ্বাদশাত্মা সূর্য্যের নাম জানিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিয়াছিলেন। তৎপরে

এবং বিন্যস্য বিধিবৎ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
জ্বররোগাভিচারাস্তাঃ প্রলয়ং যান্তি নান্যথা ॥ ৫৮
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ তথৈব ব্রহ্ম রাক্ষসাঃ।
কুষ্মাণ্ডৈশ্চৈব ডাকিন্যো নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ ॥ ৫৯
য এবং বিন্যসেদ্ধীমান্রামঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভবেৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ পাবনং পুণ্যমস্তি হি ॥ ৬০

ইত্যাগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

মস্তক ভ্রূমধ্য বক্ষঃস্থল নাভি গুহ্যদেশ ও পাদদ্বয়ে মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাসও করিবে। ৫৭

যে ব্যক্তি যথাবিধানে এই প্রকারে ন্যাস করে সে সাক্ষাৎ নারায়ণই হন। তাহার কাছে জ্বরাদিরোগ ও পরকৃত অভিচারাদি দুষ্টকর্ম্ম লয় পাইয়া থাকে। ভূত প্রেত পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষস কুষ্মাণ্ড ও ডাকিনীরা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় না। ৫৮।৫৯।

হে মুনিবর। যে বুদ্ধিমান্ এই প্রকারে ন্যাস করে সে সাক্ষাৎ শ্রীরামই হন সংসারে ইহা অপেক্ষা পবিত্রতম কিছুই নাই জানিবে। ৬০

ইত্যগস্ত্যসংহিতায় দ্বাদশঽধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

---*---

অগস্ত্য উবাচ।

সুতীক্ষ্ণ পাত্রাণ্যাসাদ্য ততঃ পূজার্থমাদরাৎ।
শঙ্খমন্ত্রেণ সংশোধ্য সদাধারে নিধায় চ॥ ১
পূজয়েদগ্নি সূর্য্যেন্দুবীজৈস্তত্তৎ কলান্বিতৈঃ।
তত্তৎকলানাং সংখ্যা তু দশ দ্বাদশ ষোড়শ॥ ২
আধারশঙ্খ তীর্থেষু তত্তন্মণ্ডলমর্চ্চয়েৎ।
তীর্থাবাহনমন্ত্রৈশ্চ তীর্থান্যাবাহ্য পূজয়েৎ॥ ৩
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপদীপাদ্যৈরতিভক্তিতঃ।
শঙ্খে পাণিতলং কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং ষড়ক্ষরং॥ ৪
চিন্ময়ং চিন্তয়েত্তীর্থমানীয়াঙ্কুশমুদ্রয়া।
ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থাভ্যাং ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য চ॥ ৫
শঙ্খমুদ্রাং চক্রমুদ্রাং গরুড়াখ্যাঞ্চ দর্শয়েৎ।
পরমীকৃত্য যত্নেন পরমং তদ্বিচিন্তয়েৎ।
দেবস্য মূর্দ্ধ্নি তৎ সিঞ্চেত পূজাদ্রব্যেষু চাত্মনঃ॥ ৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ! অতঃপর পরমযত্নসহকারে পূজার পাত্রগুলি নিকটে রাখিয়া প্রথমেই শঙ্খ পূজা করিবে ফটমন্ত্রে সাঁকটী ধুইয়া অভগত্রিপদিকা প্রভৃতি আধারে বসাইবে তার পর ত্রিপদিকাতে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নম বলিয়া বহ্নিমণ্ডলের

অবেক্ষণং প্রোক্ষণঞ্চ বীক্ষণং তাড়নন্তথা।
অর্চ্চনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পাবনত্বং প্রকল্পয়েৎ॥ ৭
পূতমেবাখিলং পূজাযোগ্যং ভবতি সার্থকং।
অর্ঘপাদ্যপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমপ্যথ॥ ৮
তথৈবাচমনার্থঞ্চ ন্যসেৎ পাত্রচতুষ্টয়ং।
আত্মনঃ পুরতঃ শঙ্খং পূর্ব্বতঃ সাধয়েত্ততঃ॥ ৯
অর্ঘ্যপাত্রে পাদ্যপাত্রে সংপূজ্য সলিলং শুভং।
তত্রার্ঘপাত্রে দাতব্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতাযবাঃ॥
কুশাগ্রতিলদূর্ব্বাশ্চ সর্ষপাশ্চার্য্যসিদ্ধয়ে। ১০
পাদ্যপাত্রেঽপি দাতব্যং শ্যামাকদূর্ব্বমেব চ॥
অব্জঞ্চ বিষ্ণুক্রান্তাঞ্চ পাদ্যসিদ্ধ্যৈ প্রকল্পয়েৎ। ১১

শাঁকে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের আর শাঁকের জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া চন্দ্র মণ্ডলের পূজা করিবে তার পর শাঁকে তীর্থাবাহন মন্ত্র পড়িয়া তীর্থদের আবাহন করিবে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি উপচার দিয়া অতিভক্তি সহকারে পূজা করিবে এবং অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা তীর্থদের আনিয়া শাঁকের উপরি করতল রাখিয়া তীর্থদের রাম স্বরূপ ভাবিয়া দশবার ওঁ নমো রামায় মন্ত্র জপ করিবে। ও তাহার উপরি ধেনুমুদ্রা শঙ্খমুদ্রা চক্রমুদ্রা ও গরুড়মুদ্রা দেখাইবে এবং পরমীকরণমুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া অভীষ্টদেবতার ও নিজের মাথায় এবং সমুদয় পূজার দ্রব্যে সেই জল ছিটাইয়া দিবে। ৬

কারণ দৃষ্টিপাত জলসেক ও পূজন সকলেরই পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকে বিশেষতঃ এইরূপে পবিত্র হইলেই সকল বস্তু পূজার

তথাচমনপাত্রেঽপি, দদ্যাজ্জাতীফলং মুনে ॥
লবঙ্গমপি কক্কোলং শস্তমাচমনীয়কং। ১২
দধ্না চ মধুসর্পির্ভ্যাং মধুপর্কো ভবিষ্যতি ॥
স্নানংপুরুষসূক্তেন শুদ্ধশঙ্খোদকেন চ। ১৩
ক্ষীরদধ্যাজ্যমধুভিঃ খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
নারীকেলোদকেনাপি তথা তালফলাম্বুভিঃ। ১৪
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ বহুভিস্তথা গন্ধোদকেন চ ॥
ঐক্ষবেণোদকেনাপি কর্পূরাদিসুগন্ধিনা। ১৫
কদলীপণসাম্রোত্থ জলেনাপি সুগন্ধিনা ॥

উপযুক্ত হইয়া সার্থক হইয়া থাকে। তারপর অর্ঘ্যপাদ্য মধুপর্ক ও আচমনীয় দিবার জন্য চারিটী পাত্র স্থাপন করিবে ও আপনার সম্মুখে পূর্ব্ব থেকেই শাঁকটী রাখিবে আর পাদ্যের ও অর্ঘ্যের পাত্রে জল অর্চ্চনা করিয়া আগে অর্ঘ্যটী সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্ঘপাত্রে গন্ধ পুষ্প যব আলোচাউল কুশাগ্র তিল দূর্ব্বা ও সর্ষপ এই আট দ্রব্য দিবে ঐরূপ পাদ্যটী ও সর্ব্বাঙ্গসংযুক্ত করিবার জন্য পাদ্যপাত্রে ও শ্যামাক, দূর্ব্বা পদ্মফুল ও অপরাজিতা দিবে। ১১

হে মুনিবর। আচমনপাত্রে ও জাতীফল লবঙ্গ ও কক্কোল দিবে কারণ এই সব দিলেই আচমনীয় জল প্রশস্ত হইয়া থাকে। আর দধি মধু ও ঘৃত দিয়া মধুপর্কটী দিবে। এবং পুরুষসূক্ত মন্ত্র পড়িয়া প্রথমে কেবল শাঁকের জলে স্নান করাইয়া তারপর ক্রমিক দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা নারিকেলের জল তালের জল চন্দনসলিল এবং অন্যান্য বহুতর গন্ধবস্তু কর্পূরবাসিত ইক্ষুরস ও কলা আম্র কাঁটাল প্রভৃতি

শতং সহস্রমযুতং শক্ত্যা চাপ্যভিষেচয়েৎ। ১৬
শঙ্খং সম্পূজ্য তেনৈব সপুষ্পেণ রঘূত্তমং॥
সকৃষ্ণাগুরুধূপেণ ধূপয়েদন্তরাত্মনা।
ততঃ শুদ্ধজলেনৈব স্নাপয়েত্তমনন্যধীঃ॥ ১৭
রাজ্যার্থী রাজ্যসিদ্ধ্যর্থং নিত্যং বৎসরমাদরাৎ।
এবমেবাভিষিচ্যৈব রাজা ভবতি নান্যথা॥ ১৮
দত্ত্বাপ্যাচমনীয়ঞ্চ বাসসী পরিধাপয়েৎ।
ততো ভূষণদানঞ্চ সোত্তরীয়েণ বাসসা॥ ১৯
যজ্ঞোপবীতং দত্ত্বা চ দদ্যাচ্চন্দনমাদরাৎ।
পুষ্পাণি পুষ্পমাল্যানি বিবিধানি সমর্পয়েৎ॥ ২০
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ প্রদক্ষিণং।
নমস্কারঞ্চ পূজায়ামুপচারাস্তু ষোড়শ॥ ২১
আবাহনাদিকা হ্যেতে তথৈকাদশ পঞ্চ চ।
ভবন্ত্যেবোপচারাস্তৈঃ পূজাং কুর্য্যাদহর্নিশং॥ ২২

সুফলের সলিল দ্বারা একশত বার কি হাজার বার বা দশ হাজার বার যেমন শক্তি হইবে তদনুসারে রঘুনাথের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিবে। ১২-১৬

সেই প্রকারে শঙ্খ পূজা করিয়া—কৃষ্ণাগুরু-মিশ্রিত ধূপের ধূমে শ্রীরামকে সুবাসিত করিয়া পুনরায় শুদ্ধ-জলে স্নান করাইবে যদি কেহ রাজ্য কামনায় অনন্যচিত্তে এইরূপে এক বর্ষ প্রতিদিন প্রভুকে অভিষিক্ত করে তবে সে নিশ্চয়ই রাজা হয় সন্দেহ নাই। ১৮

ইহার পরে 'আচমনীয় দিয়া' বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে এবং অলঙ্কার দিয়া পুষ্পরাশি ও নানাপুষ্পের মালা প্রদান করিবে এবং ধূপ

স্নানাদ্যৈরপি গন্ধাদ্যৈঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা প্রকল্পিতৈঃ।
দ্বারপীঠামরানাদাবভ্যর্চ্চ্যৈব ততঃপুনঃ ॥ ২৩
রামমারাধ্য বিধিনা সর্ব্বৈরপ্যুপচারকৈঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ সংপূজ্যাস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ২৪
এবং সম্যক্ সমারাধ্য সাঙ্গাবরণবাহনং।
স্তোতব্যমপি যত্নেন রামং শশ্বৎ প্রণম্য চ ॥ ২৫
যন্ত্রস্থাঅপি মন্ত্রৈশ্চ সম্যক্ পূজ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
এবমেব যজেদগ্নৌ হোমাদাবপি রাঘবং ॥ ২৬
দর্পণাদাবপি জলেঽপ্যেবমারাধ্য তর্পয়েৎ।
শালগ্রামশিয়ালাঞ্চ তুলসীদলকল্পিতা ॥ ২৭

দীপ নৈবেদ্য তাম্বুল দিয়া প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিবে। পূজাতে এই ষোলটী উপচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আর আবাহনাদি ষোড়শ মুদ্রা প্রদর্শনও পৃথক্ একটী উপচাব আছে। ইহার ভিতব স্নানাদি হউক বা গন্ধ প্রভৃতি হউক যে কয়টী শক্তি অনুসারে সংগৃহীত হইবে তাহা দ্বারাতেই ভক্তিসহকারে প্রত্যহ রঘুনাথের পূজা করিবে। ২২

এবং রঘুনাথের দ্বার-দেবতা ও পীঠ দেবতাদের ও পূজা করিবে তৎপরে অঙ্গদেবতাদেরও অস্ত্রাদির পূজা করিয়া পুনরায় অঙ্গ আবরণ ও বাহনদের সহিত একযোগে রঘুনাথের পূজা করিবে বারংবার প্রণাম করত অতিযত্নে স্তব করিবে ও যন্ত্রমধ্যস্থিত দেবতাদের ও নিজ নিজ মন্ত্র দ্বারা সম্যক্ পূজা করিবে এইরূপে হোম প্রভৃতির কার্য্যে ও অগ্নিমুখে রাঘবকে পূজা করিবে এবং অভাবে দর্পণাদিতে বা কেবল জলেতেও তাঁহাকে আরাধনা করিয়াও তৃপ্ত করিবে।

পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটি কোটি গুণাধিকা।
প্রতিমায়াঞ্চ যন্ত্রে বা ভূমাবগ্নৌ বিবস্বতি॥ ২৮
জলে বা হৃদয়ে বাপি বিধায়াবাহয়েদ্রহঃ।
অভাবেচোপচারাণাং পূজয়েত্তুলসীদলৈঃ॥ ২৯
ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্ দত্তাদ্দেবায়াচমনীয়কং।
মধ্যে মধ্যেঽপি তদ্বচ্চ নত্বা নত্বা সমর্পয়েৎ॥ ৩০
মুকুলৈঃ পতিতৈশ্চৈব খণ্ডিতৈঃ শোধিতৈরপি।
অনর্হৈরপি পুষ্পৈশ্চ ফলৈঃপত্রৈর্ন পূজয়েৎ॥ ৩১
যেন কেনাথ পুষ্পেণ পত্রেণাথ ফলেন বা।
যতঃ কুতশ্চিদানীয় যত্রকুত্রোদ্ভবেন বা।
ভবার্থী জীবিতার্থী চ নার্চ্চয়েদ্গর্হিতস্থলে॥ ৩২

শালগ্রাম শিলাতে তুলসীপাতা দিয়া শ্রীরামচন্দ্রের যে পূজা করা হয় তাহা সাধারণ পূজা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ফল দান করে। প্রতি-মাতে কি চন্দ্রেতে অথবা অগ্নিতে কি সূর্য্য উদ্দেশে কিম্বা জলে বা কেবল মনেতেই বা প্রত্যহ রাম পূজা হইবে তাঁহার পূজার এই কয়টাই আধার জানিবে। অন্য উপায় সংগ্রহ না হইলে কেবল তুলসীপত্র দিয়াও ভগবানের পূজা পূর্ণ হইয়া থাকে। অনন্তর ঘণ্টা বাজাইবে প্রভুকে আচমনীয় দিবে এই পূজার মাঝে মাঝে নমস্কার করিতে থাকিয়া উপচার অর্পণ করিবে। ৩০

ফুলের কলিকা কিম্বা মাটীতে পড়াফুল ছেঁড়াফুল বা নিষিদ্ধফুল কি ফল বা পাতা শোধন করিয়া লইলেও সে সকল দিয়া রামের পূজা করিবে না। এবং যে কোন অজ্ঞাত স্থানে উৎপন্ন ফুল বা পাতা বা পল্লব যে কোন স্থান থেকে আনয়ন করিয়া থাক তবে আপনার দীর্ঘ-

গঙ্গায়াং গোপ্রদানেন দিব্যংবর্ষশতত্রয়ং ।
যৎফলং প্রাপ্যতে নিত্যমারাধ্যাপ্নোতি তদ্ধরিং ॥ ৩৩
পত্রং পুষ্পং ফলং বাপি রামারাধনসাধনং ।
দদ্যাদারাধিতং যো বৈ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪
কুরুক্ষেত্রে চ গঙ্গায়াং প্রয়াগে পুরুষোত্তমে ।
গোসহস্রপ্রদানেন যত্তৎ ফলমবাপ্যতে ॥ ৩৫
তদেতদখিলং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ।
সমগ্রমসমগ্রং বা যো দদ্যাৎ পূজিতুং হরিং ॥ ৩৬
কদাচিদপি নিত্যং বা পত্রপুষ্পাদিকং বহু ।
কিং তীর্থসেবয়া দানৈরন্যৈর্বহুভিরীরিতৈঃ ॥ ৩৭
আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চ্চনসাধনং ।
নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধৌ মুনিসত্তম ॥ ৩৮
নৈকঞ্চ যস্য বিত্তেত সাধো যাত্যেব নান্যথা ।

জীবন ও সংসার-সুখ কামনা থাকিলে সে সকল পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিও না আর নিন্দিত স্থানে পূজা কর্ত্তব্য নহে। ৩২

গঙ্গাতীরে বসিয়া তিন শত দৈববৎসর কাল গো প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয় নিত্য হরির আরাধনায় সেই ফল পাওয়া যায়। ৩৩

হে তাপস! শ্রীরামের আরাধনায় উপযুক্ত পত্র পুষ্প ও জল অগ্রে অর্চ্চনা করিয়া যে তাঁহাতে অর্পণ করে তাহার পুণ্য ফল শুন। ৩৪

কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাতে কি প্রয়াগে কিম্বা পুরুযোত্তমক্ষেত্রে সহস্র সংখ্যক গাভী প্রদান করিলে যে যে ফল পাওয়া যায় সে সব পুণ্য হরিপূজকের হইয়া থাকে সন্দেহ নাই এবং যে ব্যক্তি হরিপূজার নিমিত্ত কদাচিৎ কিম্বা প্রত্যহ যৎকিঞ্চিৎ বা প্রচুরপরিমাণে পত্র পুষ্পাদি

নিয়মব্যতিরেকেণ যঃ কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং ।
কিঞ্চিদপ্যস্য ন ফলং ভস্মনীব হুতংমুনে ॥ ৩৯
যোঽর্চ্চয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা পরানীতৈশ্চ সাধনৈঃ ।
পূজাফলার্দ্ধমেবাস্য ন সমগ্রফলং লভেৎ ॥ ৪০
যস্তু ভক্ত্যা প্রযত্নেন স্বয়ং সংপাদ্য চাখিলং ।
সাধনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সমগ্রফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪১
যো ধনব্যয়মায়াসমবিচার্য্যার্চ্চয়েদ্ধরিং ।
স্বয়ং সংপাদ্য তৎসর্ব্বং সর্ব্বং তৎ সফলং ভবেৎ ॥ ৪২

প্রদান করে তাহার তীর্থ সেবায় প্রয়োজন হয় না অন্য দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না অধিক কি হে মুনিবর ! যদি নিজে আরাধনায় অপারক বলিয়া পূজার দ্রব্য গুলি পরকে পূজা করিতে দেওয়া হয় তবে তাহাও এই ভবসাগর পার হইবার প্রধান সহায় জানিবে তাহার অপর কোন ধর্ম্ম না থাকিলেও সে নিঃসন্দেহে ভবপারে গিয়া থাকে । কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিয়ম অমান্য করিয়া দেবতার পূজা করে ভস্মমধ্যে আহুতি দানের মত তাহার সেই পূজা কোন ফলদায়কই হয় না । ৩৯

এবং যদি কেহ পরের আনীত পুষ্পফলাদির দ্বারা যথাবিধানেও ভক্তি সহকারে পূজা করে সে পূজার সমগ্র ফল পায় না কারণ কিছু ফল উপকরণপ্রদাতার ঘটিয়া থাকে । তবে যে পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ আয়াস করিয়া সমুদয় উপকরণ নিজে স্বহস্তে সংগ্রহ করত ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে তাহার পূজাই সমুদয় ফল দান করে । ৪০।৪১

এবং যে ধনব্যয় ও আয়াস গ্রাহ্য না করিয়া নিজে সকল সম্পাদন পূর্ব্বক পূজা করে তাহারই সম্পূর্ণ ফল হইয়া থাকে । হে মুনিবর !

স্বয়মানীয় চোৎপাদ্য পূজোপকরণানি চ।
পূজয়েদ্বিধিবৎ স্যাদুত্তমং মুনিসত্তম ॥ ৪৩
নিযোজ্য যত্র শিষ্যাদি তত্তৎ সম্পাদিতঞ্চ যৎ।
মধ্যমঞ্চার্চ্চনঞ্চৈব তেষামর্দ্ধফলং ভবেৎ ॥ ৪৪
অন্যৈঃ সম্পাদ্য যদ্দত্তং ক্রয়ক্রীতেন তেন বা।
গৌণমারাধিতং তেন পাদং তস্য ফলং ভবেৎ ॥ ৪৫
পরারোপিতবৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় চার্চ্চয়েৎ।
অবিজ্ঞাপ্যৈব তৈর্যস্তু নিষ্ফলং তস্য পূজিতং ॥ ৪৬
রামমাবাহ্য সংস্থাপ্য মুদ্রয়া সন্নিরুধ্য চ।
প্রসাদ্য সম্মুখীকৃত্য সন্নিধাপ্য চ পূজয়েৎ ॥ ৪৭
সকলীকৃত্য প্রাণাংস্তু তদীয়ানীন্দ্রিয়াণ্যপি ॥

নিজে আনিয়া পূজার উপকরণ প্রস্তুত করত যে বিধিপূর্ব্বক পূজা হয় তাহাকে উত্তম পূজা কহে। শিষ্য প্রভৃতিকে আদেশ দিয়া উপচার আনাইয়া যে পূজা হয় তাহাকে মধ্যম বলে কারণ সে ক্ষেত্রে পূজাফল শিষ্যদের সঙ্গে বিভক্ত হইয়া যায়। আর যেখানে অপরে আনিয়া পুণ্যবুদ্ধিতে যদি তোমাকে পূজা করিতে উপদেশ দেয় কিম্বা পুষ্পাদি কিনিয়া পূজা করা হয় সে পূজাকে অপ্রধান অধম পূজা বলে তথায় চতুর্থ ভাগের একভাগ ফল পূজকের হইয়া থাকে। আর যে পরের রোপিত গাছ থেকে তাঁহাকে না জানাইয়া ফুল আনিয়া পূজা করে তাহার পূজা বিফল হইয়া থাকে। শ্রীরামকে সেই সেই মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন স্থাপন সন্নিরোধন প্রসাদন সম্মুখীকরণ ও সন্নিধাপন করিয়া পূজায় বসিবে। ৪৭

প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং নচৈতন্নিষ্ফলং ভবেৎ। ৪৮
তত্তন্মুদ্রান্তরাণ্যেব দর্শয়েচ্চৈব সাদরং॥
য এবং পূজয়েদ্রামং ভুক্তি মুক্তিং স বিন্দতি। ৪৯

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

এবং দেবতার দেহে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় বর্গকে একত্র করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সেই সেই মুদ্রাগুলিকে সাদরে দেখাইয়া ভগবান্‌কে পূজা করিবেন নচেৎ সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে রামের পূজা করে সে ঐহিক অনুপম ভোগলাভ করিয়া শেষে মোক্ষধামে গমন করিয়া থাকে। ৪৯

ইতি অগস্ত্য সংহিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

বিধিবৎ সংস্কৃতেঽপ্যগ্নৌ দেবমারাধ্য পূজয়েৎ।
পূর্ব্বোক্তেনৈব বিধিনা সাঙ্গাবরণমধ্বহং ॥ ১
বিধিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেনেষ্টং সাধ্যতেঽখিলং।
বিহিতং যেঽনুতিষ্ঠন্তি ত এব ফলভাজনাঃ ॥ ২
সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থানামন্যথা চেত্তথা নহি।
ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং ॥
কুর্য্যান্নচেদধো যাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজ। ৩
ভূমিস্থলং সমীকৃত্য ষট্‌চতুর্দ্ব্যঙ্গুলান্তরং ॥ ৪

হে বৎস। যথাবিধানে সংস্কৃত অনলে প্রভুকে তাঁহার অঙ্গ-দেবতা আবরণ দেবতা ও বাহনদের সহিতই আরাধনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে যেরূপে পূজা করিবে তাহার বিধান বলিতেছি যাহার অনুষ্ঠানে সমগ্র ইষ্টলাভ ঘটে। যাহারা শাস্ত্র মানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারাই কর্ম্মের ফলভাগী হন নচেৎ সমগ্র অভীষ্ট বিষয় ভোগ করা ঘটে না। ১।২

হে দ্বিজবর। আর ও বলি ন্যায্য উপায়ে সংগৃহীত উপকরণ দিয়াই দান হোম ও পূজাদি কার্য্য করিবে কারণ অন্যায়লব্ধ উপচারে ভক্তিসহকারে করিলেও অধোগামী হইতে হয়। ৩

প্রথমে হস্তপরিমিত একটু স্থান সমতল করিয়া চারি কোণে সমান এক হাত গর্ত্ত খুঁড়িবে ঐ গর্ত্তটীর বাহিরে চারিদিকেই

তাবত্তৈস্মিথনেদন্তশ্চতুষ্কোণং তথান্ততঃ।
দিশি দিশ্যন্তরশ্চৈব পার্শ্বস্থলচতুষ্টয়ং॥ ৫
এবং সুলক্ষণং কৃত্বা বহিঃকুর্য্যাচ্চ মেখলাঃ।
দ্বাদশাষ্টচতুর্মানা অঙ্গুলৈশ্চ ক্রমান্নূনে॥ ৬
এবমুৎসেধ আয়ামশ্চতুরঙ্গুলমেব তৎ।
আয়ামোৎসেধরূপেণ চতুষ্কাধিক্যতঃ ক্রমাৎ॥ ৭
চতুষ্কত্রিতয়ং কুর্য্যাদেবং স্যান্মেখলাক্রমঃ।
কুণ্ডস্য পশ্চিমে ভাগে যোনিং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণাং॥ ৮
অশ্বত্থপত্রসদৃশীং কুণ্ডে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিতাং।
ষট্‌চতুস্ত্র্যঙ্গুলা সাপি ক্রমান্নিম্না ভবেৎ পুনঃ॥ ৯
বিস্তারেণাপি সা যোনির্ভবেৎ পঞ্চদশাঙ্গুলা।
মূলং নালং তথাগ্রঞ্চ ব্যুৎক্রমাৎযট্‌ চতুস্ত্রিকং॥ ১০

ক্রমিক বারো আট ও চারি আঙ্গুল পরিমাণে তিনটী মেখলা (মাটীর বেড়) করিতে হইবে। মেখলা কয়টীর বিস্তার যেমন ক্রমিক বাড়িবে তেমনি উচ্চতাও বিস্তারের সমান পরিমাণে হইবে।

এবং কুণ্ডের পশ্চিম ভাগে সুলক্ষণা একটী যোনি করিবে উহা অশ্বত্থপাতার আকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে উহার বিস্তার পোনেরো আঙ্গুল ও ঐ যোনিটী মুখের গোড়ায় ছয় মাঝখানে চার ও গোড়ায় দুই আঙ্গুল নীচু হইবে। ৯

এই যে একহাত কুণ্ডের প্রকার তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম এই অনুপাতে দুই হাত পরিমাণ কুণ্ডের মেখলা প্রভৃতিও দ্বিগুণপরিমাণে হইবে জানিবে একটী মেখলাযুক্ত কুণ্ডও এইরূপেই হইয়া থাকে ছোট

তন্মানাঙ্গুলমানং স্যাত্তদেবং কুণ্ডলক্ষণং।
চতুষ্কোণৈকহস্তস্য প্রকারোঽয়ং প্রকাশিতঃ॥ ১১
দ্বিহস্তকুণ্ডমপ্যেবং দ্বিগুণীকৃতমেখলং।
নাভেরপ্যথবা কুণ্ডমেকমেখলকং ভবেৎ॥ ১২
সংক্ষেপকর্ম্মসু তথা বর্ত্তুলস্যাপি লক্ষণং।
চতুষ্কোণৈকহস্তস্য মধ্যে কুণ্ডস্য চাঙ্গুলং *॥ ১৩
মধ্যান্নিধায় সূত্রেণ ভ্রাময়েদভিতো মুনে।
কোণেষু যচ্চাপ্যধিকং তদ্দিক্ষ্বেব বিনির্দ্দিশেৎ। ১৪
ইদঞ্চ বর্ত্তুলং কুণ্ডং ততঃ স্যাদর্দ্ধচন্দ্রকং॥
দিশি চোত্তরতঃ কুণ্ডকোণভাগার্দ্ধভাগতঃ। ১৫
বহিরৈন্দ্র্যা চ বারুণ্যা যত্নান্মধ্যে তু লাঞ্ছয়েৎ॥
সংস্থাপ্য ভ্রাময়েদেবমর্দ্ধচন্দ্রং সুশোভনং।
মেখলাস্বষ্টপত্রাণি বর্ত্তুলস্য তপোনিধে॥ ১৬

খাটো হোমে গোলাকৃত কুণ্ড ও ব্যবহৃত হয় তাহার লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত এক হাত কুণ্ডের মাঝে বুড়া আঙ্গুল রাখিয়া তথা হইতে কোণপর্য্যন্ত একটী সূতা ধরিয়া সেই সূতাটী চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিলে যে গোলস্থান হইল ঐ পরিমাণেই গোলকুণ্ড করা হয়। এই গোলকুণ্ডের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কুণ্ডও আছে তাহার প্রণালী এই—এক হস্ত কুণ্ডের পূর্ব্বপশ্চিমদিকের অর্দ্ধপথ থেকে সূত্রটী উত্তরদিকের কোণ পথে লাগাইয়া মধ্যস্থলে উপস্থাপিত করিবে কোণে যে পরিমাণ দিকেও তাহাই হইবে ইহাই অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ডের আকার। ১৫

হে তাপস! গোলাকৃতি কুণ্ডের মেখলা গুলিতে আটটীপাতা

শতহোমেঽরত্নিমাত্রং তদর্দ্ধে মুষ্টিসম্মিতং। ১৭
সহস্রেঽপ্যযুতেপ্যর্দ্ধলক্ষে লক্ষেঽপি চ ক্রমাৎ।
পঞ্চ পঞ্চাঙ্গুলাধিক্যাদ্বর্দ্ধতেঽরত্নিমাত্রতঃ। ১৮
কুণ্ডঞ্চ কোটিহোমেঽপি তদর্দ্ধেঽপি চ করাষ্টকং।
পদ্মাকারং ভবেদেতৎকুণ্ডং সর্ব্বফলপ্রদং।
মুষ্ট্যরত্নিমিতে কুণ্ডে দশ দ্বাদশ সংখ্যয়া ॥ ১৯
ক্রমেণৈবাঙ্গুলীনাঞ্চ প্রথমা মেখলা ভবেৎ।
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ ত্র্যংশে ত্র্যংশে বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২০
সর্ব্বেষামপি কুণ্ডানামঙ্গুলিদ্বয়বৃদ্ধিতঃ।
প্রথমাং মেখলাং কুর্য্যাত্ত্র্যংশেঽপ্যত্রাপি পূর্ব্ববৎ ॥ ২১

গড়িবে এবং ইহা পদ্মের মত আকারে হইবে এই কুণ্ড থেকে সব ফল পাওয়া যায়। ১৬

হোমের সংখ্যা একশত হইলে অরত্নি পরিমাণে কুণ্ড হইবে ৫০টী হোম করিতে হইলে মুষ্টি বদ্ধ হস্ত পরিমাণ কুণ্ড হইবে আর—সহস্র অযুত পঞ্চাশত সহস্র বা একলক্ষ হোম করিতে হইলে ঐ অরত্নি পরিমাণ কুণ্ডথেকে ক্রমিক পাঁচ আঙ্গুল করিয়া পরিমাণে অধিকাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পঞ্চাশলক্ষ থেকে কোটি সংখ্যক পর্য্যন্ত হোম করিতে হইলে আট হাত পরিমাণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। পদ্মাকৃতি কুণ্ডে সকল অভীষ্ট পাওয়া যায়। ১৭—১৯

এবং মুষ্টি পরিমিত ও অরত্নিপরিমাণ কুণ্ডে ক্রমিক দশ ও বারো আঙ্গুল পরিমাণে প্রথম মেখলাটী হইবে। দ্বিতীয় তৃতীয় মেখলার পরিমাণ ঐরূপে দুই আঙ্গুল করিয়া বাড়িবে।

কণ্ঠোঽষ্টযবমাত্রঃ স্যাৎ কুণ্ডে চ করমাত্রকে।
কুণ্ডে ষড়্‌যবমাত্রঃ স্যাৎ কণ্ঠোঽরত্নিপ্রমাণকে ॥ ২২
তথা চতুর্যবৈঃ কণ্ঠো মুষ্টিমাত্রে বিনির্দ্দিশেৎ।
সর্ব্বেষু চান্যকুণ্ডেষু চাঙ্গুলদ্বয়বৃদ্ধিতঃ ॥ ২৩
কণ্ঠো যত্নেন কর্ত্তব্যো ভুক্তি—মুক্তিফলেপ্সুভিঃ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ ক্রমাত্তবেৎ ॥ ২৪
প্রথমা চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া মেখলা তথা।
যোনিং কুণ্ডানুসারেণ কুর্য্যাদাত্মন্তমধ্যতঃ ॥ ২৫

হে মুনিবর! একহাত কুণ্ডের কণ্ঠটী অর্থাৎ মেখলার পর কুণ্ডের ধারটী আটযব পরিমাণে হইবে আর অরত্নিপরিমাণ কুণ্ডে ছয় যব পরিমাণে কণ্ঠ হইবে এবং মুষ্টিমিতকুণ্ডের কণ্ঠ চারি যব পরিমাণে থাকিবে ইহার পর অন্যান্য কুণ্ডের কণ্ঠভাগ ও মুক্তিকামী সাধকেরা যত্নসহকারে ক্রমিক দুই আঙ্গুল করিয়া বাড়াইয়া করিবেন। ২৩

কুণ্ডের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেখলা তিনটী যথাক্রমে সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী হইয়া থাকে এবং যোনিটী কুণ্ডের পরিমাণ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত আঙ্গুলির মানে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ করা হইবে। এবং হোমের সংখ্যা অনুসারে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন স্রুক্‌টীকে হোমের জন্য একহাত পরিমাণে করিবে প্রথমে সেটী চতুর্দ্দিক্ সমান রাখিয়া তাহার একের তৃতীয়াংশে একটী গর্ত্ত করিতে হইবে ঐ গর্ত্তটী আবার একটী গোলরেখায় শোভিত থাকিবে। ঐ রেখার পর বুড়া আঙ্গুলের চতুর্থাংশ পরিমাণে খাতের অর্দ্ধভাগ রমণীয় মেখলায় যুক্ত হইবে। ২৪—২৯

ঐ মেখলাটী বিস্তারে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ও উহার মুখটী দেড় অঙ্গুলি

উক্তাঙ্গুলিপ্রমাণেন দ্বিগুণাং বা চতুগুর্ণাং।
হোমসংখ্যানবিধিনা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতং ॥ ২৬
স্রুচং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ।
চতুরস্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গুলক্রমাৎ ॥ ২৭
তৃতীয়াংশেন গর্ত্তং স্যাত্তদন্তবৃর্ত্ত সুশোভিতং।
খাত্বা সমং তির্য্যগূর্দ্ধং তদধঃ শোধয়েদ্বহিঃ ॥ ২৮
চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্য শেষাচ্চার্দ্ধং তদন্ততঃ।
রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্দ্ধেন কারয়েৎ ॥ ২৯
কুর্য্যাত্রিভাগবিস্তারাং চাঙ্গুষ্ঠেন সমায়তাং।
সার্দ্ধমঙ্গুষ্ঠকং বা স্যাত্তদগ্রেণ মুখং ভবেৎ ॥ ৩০
চতুরঙ্গুলবিস্তারং পঞ্চাঙ্গুলমথাপি বা।
ত্রিদ্ব্যঙ্গুলকন্তস্য মধ্যাস্থঞ্চ সুশোভনং। ৩১
শুষিরং কণ্ঠদেশে স্যাদ্বিশেস্থাবৎ কনীয়সী।
শেষং দণ্ডস্তু কর্ত্তব্যং যথাকিঞ্চিদ্বিচিত্রকং ॥ ৩২
চতুষ্কোণসমাযুক্তো হস্তমাত্রঃ স্রুবো ভবেৎ।
চতুষ্কং শোভনং বৃত্তং দ্ব্যঙ্গুলং বিদধীত বৈ।
যথাল্পপঙ্কে গোষ্পাদং রুচিরং দৃশ্যতে তথা। ৩৩

পরিমাণে করিতে হইবে আর মধ্যস্থলটী চারি আঙ্গুল কি পঞ্চাঙ্গুল অথবা ছয় অঙ্গুলি পরিমাণে রাখিতে হইবে।

এবং উহার গলার কাছে এরূপ একটী ছিদ্র থাকিবে যাহাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীটি মাত্র ঢুকিতে পারে অবশিষ্টাংশটী কিঞ্চিৎ বিচিত্র দণ্ডের আকারে হইবে।

পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে শ্রুক্‌শ্রুবৌ মুনে।
বিদধ্যাদ্বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি। ৩৪
ততঃ কুণ্ডস্থলং সম্যক্ গোময়েনোপলিপ্য চ। ৩৫
শালিতণ্ডুল চূর্ণৈশ্চ নীল পীত সিতাসি তৈঃ।
শোভোপ শোভাসংযুক্তং মণ্ডলং ব্যক্তমুজ্জ্বলং। ৩৬
কুণ্ডস্য দক্ষিণে সম্যগ্বায়ব্যে বিদধীত বৈ।
তথাষ্টপত্রকমলং বৃত্তত্রয়পরাবৃতং। ৩৭
সোমসূর্য্যাগ্নিবিম্বে দ্বে তথা কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
চতুরস্রং বহিস্তস্য ষট্‌কোণং কর্ণিকান্তরে। ৩৮

ঐ রূপ একহাত পরিমাণে চতুষ্কোণই স্রুব হইবে ঐ স্রুবে চারিটী সুন্দর অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত বৃত্ত বিধান করিবে যেমন সামান্যপক্ষে গোরুর পদচিহ্ন সুন্দর দেখা যায় তেমনি যেন সেই গোলচিহ্নটী শোভা পাইতে থাকে। ৩৪

হে মুনিবর! আর সংক্ষেপ হোমকার্য্যে ঘৃতাদি ফেলিবার প্রধান পাত্র যে শ্রুক্ ও শ্রুব এ দুটী ছিদ্রশূন্য পলাশ পাতা দুটী হইবে বা অশ্বত্থ পত্রেরও শ্রুক্ শ্রুব করিবে। তারপর কুণ্ডটী গোময় দিয়া লেপন করত তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে নীল পীত কালো ও সাদা এই চারি-বর্ণের চালের গুঁড়া দিয়া নানা চিত্র বিচিত্র সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল একটী মণ্ডল কাটিবে এবং বায়ুকোণে রেখাত্রয়ে বেষ্টিত অষ্টপত্র একটী পদ্ম আঁকিবে ও তাহার কাছে বিচক্ষণ সাধক চন্দ্রের ও সূর্য্যের মণ্ডল দুটী লিখিবে। ৩৫—৩৮

পীতং পূর্ব্বে;সিতং দেয়ং পশ্চিমেঽপ্যুত্তরে তথা।
রক্তন্তু দক্ষিণে কৃষ্ণং পাটলং বহ্নিসংস্থিতং। ৩৯
নৈঋতে নীলবর্ণন্তু বায়ব্যে ধূম্রবর্ণকং।
ঐশে গৌরং বিনির্দ্দিষ্টমষ্টপত্রেষয়ং ক্রমঃ। ৪০
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধনুর্ব্বাণানি মণ্ডলে।
বিলিখ্য বর্ণকৈঃ সম্যক্ তত্র রামং সমর্চ্চয়েৎ। ৪১
কুণ্ডান্তরেঽপ্যেবমেবমারাধ্য জুহুয়াদ্গুনে।
আদৌ বহ্নিমুখং কুর্য্যাদুপবিষ্টঃ স্থবিষ্টরে। ৪২
প্রাণায়ামোঽস্থ মনসা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
যাবন্মরুৎ সঞ্চরতি সর্ব্বাঙ্গেষ্বপি নিশ্চলঃ। ৪৩

কুণ্ডের বাহিরের মণ্ডলটী চতুষ্কোণ হইবে ও কুণ্ডের মধ্যে একটী ষট্‌কোণ লিখিবে। আর অষ্টদলপদ্মটীর পূর্ব্বদিকের পত্র পীতচূর্ণে পশ্চিমের সাদা রঙ্গে উত্তরে লালগুঁড়াতে দক্ষিণে কালো রঙ্গে অগ্নি-কোণে পাটলবর্ণে নৈঋতকোণে নীলরঙ্গের গুঁড়াতে বায়ুকোণে ছাইরঙ্গে ও ঈশানকোণের পত্র পীতরঙ্গের গুঁড়াতে প্রস্তুত হইবে। আর মণ্ডলটীর উপরে নানাবর্ণ দ্বারা ভগবানের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধনু ও বাণ লিখিয়া তথায় রাঘবকে পূজা করিবে। ৪১

আর কুণ্ডের মধ্যেতেও এইরূপেই আরাধনা করিয়া হোম করিতে বসিবে উত্তম আসনে বসিয়া প্রথমেই অগ্নির পূজা করিবে যে পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের ভিতরে বায়ু নিশ্চল হইয়া সঞ্চরণ না করে তাবৎ প্রাণায়াম করিয়া একাগ্রমনে তন্মন্ত্র জপ করিবে। ৪৩

সংকল্প্য স্থণ্ডিলে কুণ্ডং কৃত্বা রেখাশ্চ মধ্যতঃ।
ঊর্দ্ধং তির্য্যক্ তিস্র এব বহ্নিমত্রাদধীত বৈ। ৪৪
প্রোক্ষ্য প্রসার্য্য তৎ পশ্চাৎ দত্ত্বা বিষ্টরমাদরাৎ।
লক্ষ্মীমৃতুমতীং তত্র প্রভোর্নারায়ণস্য চ। ৪৫
গ্রাম্যধর্ম্মেণ সংজাতমগ্নিং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
প্রমথ্য বিধিনৈবাগ্নিমাহিতাগ্নে গৃহাদপি। ৪৬
আনীয় চাদধীতাথ কুশৈঃ প্রজ্বাল্য যত্নতঃ।
সংপ্রোক্ষ্য যাজ্ঞিকৈঃ কাষ্ঠৈঃ পুনঃ প্রজ্বালয়েদপি। ৪৭
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরৈঃ।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন বামদেবাদিভির্মুনে। ৪৮
পাত্রাণ্যাসাদ্য বিধিবদিধ্মমন্ত্রেণ তন্ত্রবিদ্।
তান্যবেক্ষ্য পবিত্রেণ চোত্তমানি বিধায় চ। ৪৯

আর সংকল্পিত হোমকুণ্ডের মধ্যভাগে তিনটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা কাটিয়া তন্মধ্যে বহ্নি রাখিবে। অগ্নিকে প্রোক্ষণ ও বিস্তারিত করিয়া অতিভক্তি পূর্ব্বক বসিবার আসন দিবে ও অগ্নিকে লক্ষ্মীনারায়ণের মৈথুন ব্যাপারে উৎপন্ন ভাবিয়া যথাবিধানে কাষ্ঠাদি মন্থন করিয়া উৎপাদিত করিবে অথবা সাগ্নিকের গৃহ থেকে পূর্ব্বমত অগ্নি আনয়ন করিবে। ৪৬

সেই অগ্নি আনিয়া কুশপ্রভৃতি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক জ্বালাইবে ও আবার প্রোক্ষণ করত নিজের বাড়ীর কাষ্ঠ দিয়া বিশেষ প্রজ্বালিত করিবে পুনরায় কুশাঙ্কুরাদি দ্বারা অগ্নিকে ছড়াইয়া স্ব স্ব গৃহ্যোক্ত বিধান অনুসারে বাসুদেবাদিমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া হোমোপযোগী পাত্র সকল

পুনঃ প্রক্ষালয়েৎ পাত্রং পরিপূর্য্য শুভাম্বুনা।
দত্ত্বাক্ষতপবিত্রঞ্চ তত্রোৎপূয় নিধায় তৎ। ৫০
দিশ্যুত্তরস্যাং তৎপাত্রং প্রণীতেত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্রার্চ্চয়েৎ প্রভুং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণোঽর্চ্চয়েৎ। ৫১
কামং সংস্কৃত্য বিধিবৎ শ্রুক্‌শ্রুবাবোমিতি ব্রুবন্।
গর্ভাধানাদিকং বহ্নের্বিবাহান্তং সমাচরেৎ। ৫২
অষ্টাবষ্টৌ চ তারেণ চৈকৈকস্য তু কর্ম্মণঃ।
জুহুয়াদর্চ্চিতে বহ্নৌ বৌষড়ন্তং সমাপ্য চ। ৫৩
কর্ম্মান্তরং সমাসাদ্য তদপ্যেবং সমাপয়েৎ।
এবমগ্নৌ সুসম্পন্নে অর্পয়েদ্বৈষ্ণবং চরুং। ৫৪

কাছে আনিয়া তন্ত্রজ্ঞপুরুষ ইধ্মমন্ত্রপাঠকরত সে গুলিতে দৃষ্টিপাত করিবে আর এক একটী পবিত্র দিয়া শোধন করিবে পুনরায় প্রক্ষালন করিবে তন্মধ্যে একটী পাত্র যাহাকে প্রণীতাবলে তাহা পবিত্রসলিলে পূরণ করত তদুপরি অক্ষত ও পবিত্র দিয়া কুণ্ডের উত্তরভাগে সেটীকে স্থাপন করিবে ও তথায় বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভগবান্ বিষ্ণুর ও ব্রহ্মার পূজা করিবে। ৫১

অতঃপর যথাবিধানে ঘৃতের ও শ্রুক্ শ্রুব পাত্রদ্বয়ীর প্রণবোচ্চারণে প্রোক্ষণাদিদ্বারা সংস্কার করিয়া অগ্নির গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত আটটী সংস্কারই সম্পাদন করিবে। এই কয়েকটী সংস্কারের নিমিত্ত পূজিত অনলে এক একটী অষ্ট বৌষট্ পর্য্যন্ত বলা হইলে পুনরায় আর একটী কর্ম্ম ধরিয়া তাহাও এইরূপে সমাপন করিবে। ৫৩

এইরূপে অগ্নির সংস্কারাদি সুসম্পন্ন হইলে অগ্নির মুখে কাষ্ঠাদি প্রদান করত হোম আরব্ধ করিবে প্রথমে অগ্ন

ইধ্মাদানাত্ত্বগ্নিমুখাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ পুনঃ।
সাঙ্গাবরণমন্ত্রাগৌ পূজয়েদ্রঘুনায়কং। ৫৫
সমিদাজ্যচরূণাঞ্চ প্রত্যেকং ষোড়শাহুতীঃ।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ পরিবারেভ্য এব চ। ৫৬
তিস্রো বিনায়কাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্য আহুতীর্মুনে।
দ্বারাঙ্গপরিবারেভ্যঃ স্বরেভ্যো জুহুয়াৎ পুনঃ। ৫৭
হুত্বাজ্যেনাহুতীস্তদ্বৎ প্রদদ্যাত্তওদাগ্নয়ে।
তত্তদ্দ্রব্যৈশ্চ জুহুয়াত্তদ্বচ্চরু মনোহরং। ৫৮
দ্বারপীঠস্বরেভ্যশ্চ হুত্বাদৌ জুহুয়াত্ততঃ।
অঙ্গাদিবৈষ্ণবান্তে চ তিস্র আজ্যাহুতীঃ পৃথক্। ৫৯
ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বা ঘৃতেন মুনিসত্তম।
জলেন বিধিনা সম্যক্ চাভিষিচ্য সমন্ততঃ। ৬০
প্রণীতামার্জ্জনং কৃত্বা দদ্যাচ্চ ব্রহ্মদক্ষিণাং।
স্বস্ববিত্তানুসারেণ লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ। ৬১

দেবতা ও আবরণ--দেবতার সহিতই রঘুনাথের পূজা করিয়া আজ্য সমিধ ও চরু দিয়া প্রত্যেক ষোলটী সংখ্যায় মূলমন্ত্র উচ্চারণে হোম করিবে অতঃপর গণেশাদি পরিবারদিগের উদ্দেশে তিন আহুতি দিয়া দ্বারদেবতা ও অঙ্গদেবতাদের উদ্দেশেও হোম করিবে। ৫৭

প্রথমে ঘৃতাহুতি পরে কার্য্যে ফললাভের আশা থাকিলে বিশিষ্ট দ্রব্যে দ্বারা হোম করত চরু দিয়া হোম করিবে।

হে মুনিবর! অনন্তর ঘৃতদ্বারা স্বিষ্টকৃত হোম করিয়া যথাবিধানে জল দিয়া চারিদিকে সেচন করিবে পরে প্রণীতাপাত্র পরিষ্কার করত লোভমোহশূন্য হইয়া নিজের ধনশক্তি অনুসারে ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে

ততো ব্রহ্মাণমুদ্বাস্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদথ।
অগ্নিমধ্যগতং দেবং পুনঃ স্বাত্মনি যোজয়েৎ। ৬২
একীভূতং বিচিন্ত্যৈব বাচয়েৎ স্বস্তিবাচনং॥
আশীর্ব্বচোভির্বিবিধৈর্ব্বা মেধ্যমানঃ সুখী ভবেৎ। ৬৩
হুতশেষং ততঃ প্রাশ্য কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণকং।
মন্ত্রিতং রামগায়ত্র্যা ততস্তস্মৈ বলিং হরেৎ॥ ৬৪
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যেঽপ্যেতদগ্নিমুখং স্মৃতং।
সন্নিধাবপি দেবস্য বাহ্যান্তর্দ্দিক্ষু চান্দসা॥
সর্ব্বত্রাভ্যুদয়শ্রাদ্ধমঙ্কুরারোপণং তথা।
আদাবেব প্রকুর্ব্বীত কর্ম্মণোঽভ্যুদয়ার্থতঃ॥ ৬৬
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পবমরহস্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তার পর ব্রহ্মাকে উঠাইয়া ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইবে এবং অগ্নি মধ্যে আহুতদেবতাকে পুনরায় আত্মহৃদয়ে স্থাপন করিবে। এবং দেবতার সঙ্গে মিলিত হইলাম ভাবিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।
এবং অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পণ্ডিতদের কাছে নানা আশীর্ব্বাদ লইয়া সুখী হইবে। ৬৩

এবং কুক্কুট অণ্ডের পরিমাণে হুতাবশিষ্ট হবিঃ রামগায়ত্রীপাঠে সংস্কৃত করিয়া ভোজন করিবে ও শ্রীরামকে অবশিষ্ট বলি দিবে দেবতার সম্মুখে হইলেও সাধক বাহিরে বা ভিতরেই হউক নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য যে কোনরূপ অর্চ্চনাতেই অগ্নিকে তাঁহার মুখ ভাবিয়া তাহাতেই সমস্ত অর্পণ করিবে হে তাপস! আর এক কথা শুন এইরূপ সকল

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামি চতুর্ণামিষ্টদান্, মুনে।
মন্দভাগ্যোঽপি যেনেষ্টং নায়াসেনৈব বাঞ্ছিতং ॥ ১
নিধায় বিধিবৎ সম্যগগ্নিভাগান্তমুক্তবৎ।
ততোঽগ্নৌ দেবমাবাহ্য পূজয়েদুপচারকৈঃ ॥
পঞ্চভির্বা ষোড়শভিঃ পূজোপকরণৈঃ পৃথক্। ২
পলাশাশ্বত্থখদিরোডুম্বরাম্রবটৈস্থনৈঃ ॥ ৩

কার্য্যেরই সুমঙ্গলে সুসম্পন্ন হইবার নিমিত্ত কর্ম্মের প্রথমেই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ আর ঘটস্থাপনা করিবে। ৬৬

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অগস্ত্য বলিলেন—হে সুবীক্ষ্ণ! অতঃপর এই চারি প্রকার কুণ্ডেরই হোমানুষ্ঠানের বিধান কহিতেছি যে নিয়মে যাগাদি করিলে অভাগ্যবান্ ও অনায়াসে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। প্রথমে পূর্ব্ব কথিত অনুসারে বিধিমত অগ্নি স্থাপন করিয়া তথায় অভিমত দেবতাকে আবাহন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে কিম্বা ষোড়শোপচার দিয়া তাঁহার পূজা

অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ সম্যক্ যাজ্ঞিকৈর্ব্বাথবেদ্ধনৈঃ।
তত্রৈব পূজয়েৎ সম্যক্ জুহুয়াদপি মাধবং ॥ ৪
লক্ষং তদৰ্দ্ধমথবা জপিত্বা তদ্দশাংশতঃ।
তিলৈর্ব্বা কমলৈ হুত্বা যত্তদিষ্টং তদশ্নুতে ॥ ৫
বিল্বপ্রসূনৈরৈশ্বর্য্যমর্চ্চিতেঽগ্নৌ হুতৈর্ভবেৎ।
পলাশকুসুমৈ হুত্বা মেধাবী বেদবিত্তবেৎ ॥ ৬
দূর্ব্বাভিশ্চ গুলুচীভিঃ প্রত্যেকমপি চাক্ষতৈঃ।
নিরাময়োঽথ দীর্ঘায়ুর্ভবত্যেব তপোনিধে ॥ ৭
সম্যক্ চন্দনতোয়েন প্রত্যগ্রৈশ্চ সমুক্ষিতৈঃ।
জাতিপ্রসূনৈর্হুত্বা তু রাজানংবশমানয়েৎ ॥ ৮

করিবে পলাশ অশ্বত্থ খদির উডুম্বর আম্র বা বট কিম্বা ইহাছাড়া অপর যে কোন যজ্ঞীয় বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা সম্যক প্রকারে অগ্নি জ্বালাইবে তথায় মাধবের পূজা ও লক্ষ জপ করিবে যত সংখ্যায় জপ করা হইবে তাহার দশভাগের এক ভাগ সংখ্যায় তিলাজ্য প্রভৃতিদ্বারা হোম করিতে হইবে।

সম্যক পূজিত অনলে অভিমত দেবতার উদ্দেশে সঘৃত তিল বা পদ্মফুল দিয়া হোমে নিজের যে কিছু প্রার্থিত সবই পাওয়া যায় আর বিল্বফুল দিয়া করিলে ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকে না পলাশফুলের হোমে মেধাবী ও বেদজ্ঞ হওয়া যায়। ৫

হে তপোনিধে! মানব পর্ব্বপরিমিত ছিদ্রশূন্য গুলুঞ্চের খণ্ড বা দূর্ব্বার সমিধ দিয়া হোম করিলে নীরোগী ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে আর চন্দনরস মিশ্রিত তণ্ডুলযুক্ত জাতীফুল দিয়া প্রত্যেক আহুতি দিতে পারিলে রাজাকে পর্য্যন্ত বশে আনা যায়। এবং সমস্ত বশীকরণ

ধ্যাত্বাপি রাঘবং কামং সীতামপি রতিংস্মরেৎ।
সর্ব্ববশ্যপ্রয়োগেষু জপহোমাদিকর্ম্মসু ॥ ৯
রামংনবোপযন্তারং স্মরয়ারাধ্য ভক্তিতঃ।
উপৈতি সদৃশীং কন্যাং লাজহোমেন সাধকঃ ॥ ১০
বাঞ্ছিতং ধনমাপ্নোতি হুত্বা নীলোৎপলৈ র্নবৈঃ।
হুত্বা রক্তোৎপলৈঃ সম্যক্ বশয়েদখিলং জগৎ ॥ ১১
রামং বিধিবদারাধ্য জ্বলিতেঽগ্নৌ প্রয়োগবিৎ।
মধুরত্রয়যুক্তেন পায়সেনাহুতেন চ ॥
সর্ব্বাধিপত্যং বৈদুষ্যং লভত্যেব ন সংশয়ঃ। ১২
তিলৈশ্চ তণ্ডুলৈরাজ্যৈর্হুত্বা লোকস্য পূজ্যতাং ॥
আরাৎ সংবৎসরংযাবৎ ষট্সহস্রং দিনে দিনে। ১৩
জপেচ্চ জুহুয়াদগ্নৌ দশাংশং সঘৃতান্ধসা ॥
অয়মেবায়দো লোকে সর্ব্বেষামপি জায়তে। ১৪

প্রয়োগে জপ বা হোম প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীরামকে কামরূপে আর জানকীকে রতি বলিয়া ভাবনা করত সেই সেই কার্য্য করিবে। যদি কোন সাধক শ্রীরামের বিবাহকালীন মূর্ত্তি স্মরণ করত ভক্তিভরে আরাধনা করিয়া যদি লাজ দ্বারা হোম করে তবে নিজের উপযুক্ত কন্যাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০

সদ্যোবিকসিত নীলপদ্মের দ্বারা প্রত্যেকহোমটী করিলে বাঞ্ছিত ধন লাভ ও ঐরূপ রক্তকমলে হোম করিলে সমগ্রজগৎ বশে আনা যায়।

অনুষ্ঠানবিদ্ সাধক রামকে যথাবিধানে আরাধনা করিয়া প্রজ্বলিত অনলে তাঁহার উদ্দেশে যদি তিন মধুর দ্রব্যযুক্ত পায়স দিয়া হোম করেন তবে সকলের আধিপত্য লাভ করেন সন্দেহ নাই। ১২

বিল্বপ্রসূনৈঃ কুমুদৈস্তথা বিল্বদলৈরপি ॥ ১৫
হুত্বা চ লভতে লক্ষ্মীমচিরান্মন্ত্রসাধকঃ।
আরাধ্য রামং চণ্ডাংশুমণ্ডলে বৎসরং মুনে ॥ ১৬
উদয়াস্তমনং যাবৎ জপে ন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ফলং ভবতি তস্যাশুদেবানামপি দুর্লভং ॥
বৈদুষ্যেণাধিপত্যেন সমানামুত্তমো ভবেৎ। ১৭
পূর্ণিমাসু নিশীথিন্যামুদয়াস্তময়ব্রতং ॥
সংবৎসরং প্রকুর্ব্বীত জপহোমাত্মকং বিভোঃ। ১৮
রাত্রৌ জপেদ্দিবা হোমং কুর্য্যাদেবাপরেঽহনি ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ। ১৯

সঘৃত তিল বা তণ্ডুল দিয়া হোমে লোকের কাছে পূজনীয় হওয়া যায় এবং একটী বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন পূজান্তে ছয় হাজার করিয়া জপ ও তাহার দশভাগের একভাগ সংখ্যায় অনলে সঘৃত অন্ন দ্বারা প্রত্যেক আহুতি যে দেয় সেই ব্যক্তিই সংসারে সকলের অন্নদাতা হইয়া থাকে। এবং মন্ত্রসাধনায় তৎপর ভক্ত যদি বিল্বপুষ্প কুমুদ বা বিল্বপত্র দিয়া ঐ হোম কার্য্য সম্পন্ন করেন তবে অতিসত্বরই সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৬

হে মুনিবর! সূর্য্যমণ্ডলে এক বৎসর ধরিয়া উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময় প্রত্যহ শ্রীরামকে আরাধনা করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার মন্ত্র যে জপ করে তাহার যে ফল হয় তাহা দেবতাদেরও দুর্লভ জানিও সে ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে ও আধিপত্যে সকল মানবের শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ১৮

এবং এক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক পূর্ণিমা রাত্রিতে এই জপ হোমরূপ

সোমসূর্য্যাত্মকং যস্ত্র ব্রতং কুর্ব্বীত মানবঃ ॥
ইহ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ২০
রক্তপদ্মৈশ্চ বন্ধুকৈস্তথা রক্তোৎপলৈরপি ॥
অভীষ্টলোকবশ্যার্থী জুহুয়াদর্চ্চিতেঽনলে। ২১
রাজ্যৈশ্বর্য্যোপভোগার্থী জপেল্লক্ষমনন্যধীঃ ॥
বিল্বপ্রসূনৈঃ পদ্মৈর্ব্বা দশাংশং জুহুয়ান্মুনে। ২২
সমুদ্রতীরে গোষ্ঠে বা লক্ষজাপী পয়োব্রতঃ ॥
পায়সেনাজ্যযুক্তেন হুত্বা বিদ্যানিধির্ভবেৎ। ২৩

ব্রত করিবে অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি জপ করিয়া পরদিন প্রভাতে জপসংখ্যা অনুসারে দশাংশ হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রত সাঙ্গ করিবে যে মানব এই দিবারাত্রি ঘটিত বলিয়াই চন্দ্রসূর্য্যাত্মক জপ হোম ব্রত করিবে সে ইহকালে পরম সুখ ভোগ করিয়া দেহান্তে মুক্তি লাভ করে সন্দেহ নাই। ২০

আর যে প্রিয়জনকে বশ করিবার বাসনা করে সে যেন সংস্কৃত অনলে রক্তপদ্ম বা বন্ধুকপুষ্পদ্বারা শ্রীরামের উদ্দেশে ইহার প্রত্যেক হোমটী করে। ২১

হে মুনিবর! রাজার ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ বাসনা থাকিলে একাগ্র চিত্তে লক্ষ জপ করিবে এবং তাহার দশাংশ সংখ্যায় বিল্বপুষ্প বা পদ্ম দিয়া প্রত্যেক হোমটী করিতে হইবে।

আর যে ব্যক্তি কেবল প্রত্যহ দুগ্ধমাত্রপান করিয়া সমুদ্রের তীরে বা গোশালায় বসিয়া লক্ষ জপ করে ও সঘৃত পায়স দিয়া জপের দশাংশ হোম করে সে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া থাকে। আর যদি কাহার আধিপত্য খাটো হইয়া থাকে সে যদি শাকমাত্র ভোজন করিতে

পরিক্ষতাধিপত্যো যঃ শাকাহারী জলান্তরে ॥
জপেল্লক্ষঞ্চ জুহুয়াদ্বিল্বপুষ্পৈর্দ্দশাংশতঃ।
তদেব পুনরায়াতি স্বাধিপত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
উপোষ্য গঙ্গাদিজলান্তরস্থো রামং সমারাধ্য জপেচ্চ লক্ষং।
হুত্বা দশাংশৈঃ কমলৈস্তিলৈর্ব্বা বিল্বপ্রসূনৈর্মধুরত্রয়াক্তৈঃ॥ ২৫
রাজ্যশ্রিয়ং বিন্দতি মন্দভাগ্যোঽপ্যস্য পাণ্ডিত্যং পরবাঞ্ছিতং স্যাৎ।
বৈদুষ্যমিষ্টঞ্চ সুতাদিলাভো যুদ্ধে জয়ঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিবৃদ্ধিঃ ॥ ২৬
রামমারাধ্য বিধিবৎসংস্কৃতেঽগ্নৌ জপেদপি।
সূর্য্যবিম্বেঽপি তোয়স্থো জুহুয়াদিক্ষুখণ্ডকৈঃ। ২৭

থাকিয়া জলের মধ্যে বসিয়া লক্ষ জপ করে আর তাহার দশাংশে বিল্বপুষ্প দিয়া হোম করে তবে তাহার পুনবায় পূর্ব্বাধিপত্য লাভ হয় সে বিষয় সন্দেহ নাই। ২৪

যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া গঙ্গাদিপবিত্র তীর্থের জলে বসিয়া শ্রীরামের পূজা করত তন্মন্ত্র লক্ষসংখ্যায় জপ করে আর ত্রিমধুরযুক্ত পদ্ম বা তিল কিম্বা বেলফুল দিয়া জপের দশাংশসংখ্যায় হোম করে সে অভাগা হইলেও রাজলক্ষ্মী লাভ করে এবং তাহার অভিমত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রাদি লাভ যুদ্ধে জয় ও সমস্তসম্পদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৫।২৬

হে তপস! যদি কেহ শাস্ত্রবিধানে সংস্কৃত অগ্নিতে কিম্বা শরৎ কালে জলে বসিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্বে রামমন্ত্র জপানন্তর আকের টিপলী দিয়া হোম করে সে রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। ২৭

রাজলক্ষ্মীমবাপ্নোতি শরৎকালে তপোধন ।
বৈশাখে রাঘবং সূর্য্যে পশ্যন্নিনিমিষেক্ষণঃ । ২৮
নিরাহারো জপেল্লক্ষং মৌনী পঞ্চাগ্নিমধ্যতঃ ।
দশাংশং কমলৈর্হুত্বা সার্ব্বভৌমো ভবেদ্‌ধ্রুবং । ২৯
মাঘমাসে জলে স্থিত্বা কন্দমূলফলাশনঃ ।
জপেল্লক্ষঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সেনার্চ্চিতেঽনলে । ৩০
দশাংশং পুত্রপৌত্রাদ্যৈস্তচ্ছেশং প্রাশয়েৎ প্রিয়াং ।
শ্রীরামসদৃশঃ পুত্রঃ পৌত্রোঽপ্যস্য প্রজায়তে । ৩১
বলিষ্ঠৈঃ শত্রুভির্মন্ত্রী পরিভূতোঽবমানিতঃ ।
তদা হন হনেত্যুক্ত্বা নামান্তে বৈরিণো জপেৎ । ৩২

আর যদি কেহ বৈশাখ মাসে পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া অর্থাৎ চারি দিকে আগুনের বেড় উপরে সূর্য্য রাখিতে উপবাসী হইয়া সূর্য্যাভিমুখে নির্নিমেষনয়নে সূর্য্যমণ্ডলে রামরূপ দর্শন করে এবং তদনন্তর মৌনব্রত ধরিয়া একলক্ষ রামমন্ত্র জপ করে ও তাহার দশাংশে হোম করিতে পারে তবে সে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকে । ২৮।২৯

ঐ রূপ যদি তুমি পুত্র পৌত্র কামনা কর তবে মাঘমাসের দারুণ-শীতে ফলমূল ভোজী হইয়া জলে বাস করত ঐ মন্ত্র লক্ষ জপ করিও এবং তাহার দশাংশ সংখ্যায় পায়স দ্বারা সংস্কৃতঅনলে আহুতি দাও তবে তোমার রামচন্দ্রের মত পুত্র ও পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে । ৩১ *

যদি কোন মানী ব্যক্তি প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক অপমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন তবে তিনি প্রথমে "হন হন বৈরিণো নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবেন পরে বক্ষ্যমাণমূর্ত্তিতে শ্রীরামের ধ্যান করিবেন অর্থাৎ যেন

ধ্যাত্বা রঘুপতিং ক্রুদ্ধং কালাগ্নিমিব চাপরং।
আকর্ণসশরাকৃষ্টকোদণ্ড ভুজমণ্ডলং। ৩৩
রণাঙ্গণে রিপূন্ সর্ব্বান্ তীক্ষ্ণমার্গণবৃষ্টিভিঃ।
সংহরন্তং মহাবীরং রামমুগ্রথস্থিতং। ৩৪
লক্ষ্মণাদিমহাবীরৈর্যুক্তং হনুমদাদিভিঃ।
কোটি কোটি মহাবীরৈঃ শৈলবৃক্ষকরোদ্ধৃতৈঃ। ৩৫
বেগাৎ করালহুঙ্কার হোঁহোঙ্কারমহারবৈঃ।
নদদ্ভিরভিধাবদ্ভিঃ সমরে রাবণং প্রতি। ৩৬
এবং ধ্যাত্বা নিরাহারো মরণায় রিপোঃ পুনঃ।
জুহুয়াৎ শাল্মলীপুষ্পৈর্দশাংশং মন্ত্রসাধকঃ। ৩৭

রঘুনাথ কুপিত হইয়া দ্বিতীয় প্রলয়কালীন বহ্নির মত দৃষ্ট হইতেছেন আর তাঁহার বাহু কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্টবাণ যুক্ত ধনুকে শোভিত রহিয়াছে আর সেই মহাবীর প্রকাণ্ডরথে চড়িয়া যুদ্ধ স্থলে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করত শত্রুদের সংহার করিতেছেন এবং লক্ষ্মণ প্রভৃতি মহাবীর ও হনুমান্ প্রভৃতি কোটি কোটি বীরানুচরেরা বড় বড় গাছ পাথর পাহাড় উঠাইয়া শ্রীরামের পার্শ্বে পার্শ্বে শত্রু দল নিপাত করিবার জন্য অতি-বেগে ঘুরিতেছে ও তাহারা ভীষণ হুকার ও হোঙ্কার প্রভৃতি শব্দ করিতে থাকিয়া শত্রুদের ভয় জন্মাইয়া দিতেছে এবং প্রধান শত্রু-রাবণের অভিমুখে শব্দ করিতে ২ ধাবমান হইতেছে। ৩৬

যদি কেহ উপবাসী থাকিয়া এইরূপ রামের অবস্থান চিন্তা করিয়া শত্রুকে মারিবার জন্য শিমুল ফুল দিয়া জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করে তবে তাহার শত্রু যদি ঐশ্বর্য্যশালী ও মহোন্নত হয় তথাপি সে শত্রু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রাজ্যৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধোঽপি ন শত্রুরবশিষ্যতে।
বৈরিণং রাবণং ধ্যাত্বা তথাত্মানং রঘূদ্বহং। ৩৮
বিধায় পূর্ব্ববৎ সর্ব্বমনায়াসেন মারয়েৎ।
তেনায়ং সংহৃতঃ কোপাৎ স যাত্যেব যমালয়ং। ৩৯
সীতাহরণশোকাগ্নিস্তব্ধীভূতমচেতনং।
দশাংশতস্তিলৈর্হুত্বা স্তম্ভয়েচ্ছত্রুসংহতিং।
জপেদ্রঘুপতিং ধ্যাত্বা নিরাহারো জলে বসন্। ৪০
বিধায় বায়ুবীজান্তে তন্নাম ভ্রাময়েতি চ।
জপেল্লক্ষং নিরাহারো জুহুয়াচ্চ তিলৈরপি। ৪১
রামং ধ্যাত্বা বিষণ্ণঞ্চ সীতান্বেষণকাতরং।
ভ্রাময়ত্যচিরং সাক্ষাদ্ধিমাদ্রিমপি বৈরিণং। ৪২

এবং শত্রুকে রাবণ ভাবিয়া ও নিজেকে শ্রীরামচন্দ্র বিবেচনা করিয়া যদি পূর্ব্ব মত সকল অনুষ্ঠান করে তবে সে অনায়াসে শত্রু নিপাত করিতে পারে কারণ ঐ রূপে হোম করিয়া শত্রুকে আঘাত করিলে শত্রু যমালয়ে গমন করে। ৩৯

আর যদি কেহ বনে বসিয়া উপবাসী থাকিয়া রঘুনাথকে সীতাহরণ হওয়াতে শোকে কিংকর্ত্তব্যমূঢ় অচেতনপ্রায় আছেন ভাবিয়া জপ করে ও তাহার দশাংশে তিলাজ্য দ্বারা হোম করে তবে শত্রুগণগুলীকে নিশ্চয় চেতনাশূন্য করিতে পারে। ৪০

রঘুনাথ বিষণ্ণ হইয়া সীতাকে খুঁজিতেছেন তাঁহার সীতাপহারী হিমালয় পর্ব্বত হইলেও তিনি তাঁহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প আছেন অথবা সাগরতীরে লঙ্কায় সোনার প্রাচীরের কাছে বসিয়া আছেন সুগ্রীব জাম্ববান্ প্রভৃতি অনুচরেরা উপাসনা করিতেছে এবং প্রার্থনা না

সমুদ্রতীরে লঙ্কায়াং হেমপ্রাকারসন্নিধৌ।
সুগ্রীবাদিভিরন্যৈশ্চ দেবৈর্জাম্ববদাদিভিঃ। ৪৩
উপাস্যমানং সদসি ধ্যাত্বা রামং সলক্ষণং।
বিভীষণায়াযাচতে প্রসন্নং শরণার্থিনে। ৪৪
বরদন্তং জপেল্লক্ষং জুহুয়াৎ পঙ্কজৈরপি।
স্বস্থানমানয়েৎ শীঘ্রং রাজানমথবা প্রভুং। ৪৫
নিমীল্য চক্ষুষী স্নেহাদপলাপ্য পুনঃ পুনঃ॥
প্রমোদয়ন্তং সহসা বিনোদৈ মৈথিলীং প্রিয়াং। ৪৬
রামং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষং হুত্বা রক্তাম্বুজৈরপি।
সম্মোহয়তি বেগেন রাজানমপি বা প্রভুং। ৪৭
সুতীক্ষ্ণ মুনিবর্য্যাথ ষট্প্রয়োগপ্রদর্শনং। ৪৮

করিলেও শরণাগত বিভীষণকে প্রসন্নমনে বর দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন লক্ষণের সহিত রঘুনাথের এই সময়ের মুর্ত্তিটী ধ্যান করিয়া যদি কেহ পদ্মফুলে লক্ষ হোম করে তবে সে নিজের বৈরী রাজা হইলেও তাহাকে নিজের কাছে অবনত করিয়া আনিতে পারে। ৪১।৪৫

কিম্বা রঘুনাথ আনন্দে নয়ন মুদিয়া স্নেহবাক্য দ্বারা অঙ্কশায়িনী প্রিয়তমা জানকীর নানা বিনোদনউপায়ে আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন এই অবস্থার রূপ ভাবিয়া যদি কেহ তাঁহার জপ করিয়া অমুকং মোহ এই মন্ত্র লক্ষ জপ করে ও রক্ত পদ্ম দিয়া দশাংশে হোম করে তবে সে নিজের প্রভু রাজাকে পর্য্যন্ত মোহিত করিতে পারে। ৪৭

শ্রীরামমন্ত্র জীবের সকল অভীষ্টদানে উদ্যত আছে সুতরাং যাহা হইতে মিলে না এমন কিছুই নাই বলিয়া জপকারীর মুক্তি ও দূরে থাকে

সর্ব্বাভীষ্টার্থতত্ত্বস্য দ্যোতনায় মনোঃ পুনঃ।
নৈব কর্ত্তব্যমিত্যেবমুক্তি র্ভারতরা যতঃ;। ৪৯
কিঞ্চ প্রয়োগকর্ত্তৄণাং পরলোকো ন বিদ্যতে।
প্রয়োগসিদ্ধিরেতেষাং ফলং নান্যত্তবত্যপি। ৫০
নিষ্কামানাঞ্চ ভক্তানাং জপহোমাদিকর্ম্মসু।
মুক্তিরেব ফলং তেষামিহ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে। ৫১
একস্যাপি বিধানস্য ন কুত্রাপি ফলদ্বয়ং।
সুতীক্ষ্ণ দৃশ্যতে তস্মান্নিষ্কামো রামমর্চ্চয়েৎ। ৫২
ব্রহ্মণ ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় শশাদৌ ন বিমোচয়।
নায়ং মুক্তিপ্রদো মন্ত্রো মারণাদৌ প্রযুজ্যতাং। ৫৩
ইত্যাগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

না। তবে যাহারা ঐহিকের জন্য পূর্ব্ব কথিত যত মন্ত্র প্রয়োগ করে তাহাদের পরলোকে আর ঐ মন্ত্র কিছুই দেন না কেবল ইহলোকে বাঞ্ছিত দিয়া থাকেন অন্য ফল হয় না। ৫০

কিন্তু যে ভক্তেরা কামনাশূন্য হইয়া জপ হোমাদি কর্ম্ম করে তাহাদের মুক্তি একমাত্র ফল এ সংসারে তাহাদের আর কোন ফল নাই। হে সুতীক্ষ্ণ! এক প্রয়োগে দুইটী ফল কোথায়ও দেখা যায় না সুতরাং নিষ্কাম হইয়াই রামের পূজা করিবে সুতরাং ক্ষুদ্র শশক মারিতে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের মত এই মুক্তিদায়ক মন্ত্র মারণ প্রভৃতি জঘন্য কর্ম্মে কদাচ প্রয়োগ করিও না। ৫৩

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথ বক্ষ্যে বিধানানি পৌরশ্চরণিকে বিধৌ।
বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। ১
ভক্তিশ্রদ্ধেষ্টদানাদি চিরোপাস্তিপ্রসাদিতাৎ।
গুরোর্মন্ত্রবরং লব্ধা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং বুধঃ। ২
পূর্ব্ববৎপূজয়েন্নিত্যং জপেচ্চ নিয়তব্রতঃ।
ষট্‌সহস্রং সহস্রং বা শতং বাষ্টোত্তরং শুচিঃ। ৩
এবমারাধিতো রামো যদা ভক্তিং প্রবোধয়েৎ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন। হে মুনে! অতঃপর তোমাকে পুরশ্চরণ কার্য্যের সুবিধান সকল বলিতেছি যাহা ব্যতীত মন্ত্র শতবর্ষ জপ করিলেও সিদ্ধি দিতে পারেন না। প্রথমে পণ্ডিতব্যক্তি গুরুকে ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার চিরউপাসনা ও বাঞ্ছিতদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাহার কাছ থেকে সকল অভীষ্টদায়ক এই মন্ত্র উপদেশ লইবে এবং নিয়মী হইয়া প্রত্যহ পূর্ব্বমত পূজা করিয়া জপ করিবে ঐ জপের উত্তম সংখ্যা ছয় হাজার মধ্যম হাজার ও অধম একশত আটবার জানিও এইরূপে রামের আরাধনা করিতে থাকিলে যদি তিনি অন্তরে পরম ভক্তি দেন এই ভাবনায় অগ্রসর হইবে।

পুরশ্চরণকর্ম্মাথ পূর্ব্বমেবাভিধীয়তে। ৪
যথাশক্তি নিয়ম্যান্তর্বহিরাত্মানমাত্মবিৎ ॥
পুরশ্চরণবৎ সর্ব্বং কুর্য্যাদ্ধোমং বিহায় তৎ। ৫
ততঃ সংকল্প্য কুর্ব্বীত পুরশ্চরণমাদরাৎ ॥ ৬
চিরং নিরন্তরেণৈব নিয়তাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ।
শৈলাগ্রে জলমধ্যে বা তীরে বা লবণাম্বুধেঃ ॥ ৭
নদীতটেঽশ্বত্থমূলে রম্যে বিল্ববনান্তরে।
প্রত্যঙ্মুখশিবস্থানে বৃষভাদিবিবর্জ্জিতে ॥ ৮
অশ্বথ বিল্ব তুলসী বন পুষ্পান্তরাবৃতে।
গবাং গোষ্ঠেষু তীর্থেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু শস্যতে ॥ ৯
বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাং।
সৎকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষাশী চাগ্রজন্মনাং ॥ ১০
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়োমূল ফলং বাপি যত্র যদুপপদ্যতে। ১১

পুরশ্চরণের উপযুক্ত স্থান বলিতেছি পর্ব্বতশিখর জলমধ্য লবণ-সমুদ্রের তীর নদীতট অশ্বত্থমূল সুন্দর বিল্ববন কিম্বা বাহন বৃষেরমূর্ত্তি বিহীন অথচ পশ্চিমাস্যে স্থাপিত শিবের আলয় এবং বিল্ব কি তুলসীবন বা পুষ্পকাননের মধ্যভাগ গোশালা পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান এই সকল স্থানে বসিয়া জপ করিবে ঐ সময়ে বেদবিধানে সদাচারী সৎকুলজাত সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণদিগের কাছে ভিক্ষালব্ধ অন্নেই জীবন ধারণ করিবে অথবা হবিষ্যান্ন শাক যবসিদ্ধ দুগ্ধ বা ফল মূল যথায় যেমন মিলিবে তাহাই খাইবার ব্যবস্থা রাখিবে প্রথমে সে সকল

উপস্তীর্য্যাভিবার্য্যৈতৎ সংস্কৃত্য প্রোক্ষণাদিভিঃ।
পাবয়েৎ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পুনর্মূলেন মন্ত্রবিৎ ॥ ১২
নিত্যং নৈমিত্তিকং যচ্চ কুর্ব্বীতৈবাশ্রমোচিতং।
বর্জ্জয়েৎ কাম্যকর্ম্মাণি স্বাশ্রমাবিহিতঞ্চ যৎ ॥ ১৩
লবণঞ্চ পলঞ্চৈব ক্ষারং ক্ষৌদ্রং রসান্তরং।
মাষমুদ্গমসূরাঢ্যান্ কোদ্রবান্ চণকানপি ॥ ১৪
অসম্ভাষণমন্যান্নং বর্জ্জয়েদন্যপূজনং।
তদেব কর্ম্ম কুর্ব্বীত তন্মনাস্তৎপরায়ণঃ। ১৫
অধঃশয়ানঃ শুদ্ধাত্মা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
লঘুমিষ্টহিতাশী চ বিনীতঃ শান্তচেতনঃ ॥ ১৬

সংগ্রহ করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করত বৈষ্ণব মন্ত্রে পবিত্র করিয়াও পুনরায় অভীষ্ট মুল মন্ত্র পাঠে পবিত্র করিবে। ১২

পুরশ্চরণকালে নিত্য নৈমিত্তিক যে কিছু নিজের আশ্রম ধর্ম্ম আছে তাহা করিবে তবে কাম্য কর্ম্ম এবং নিজাশ্রমের বহির্ভূত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ১৩

এবং লবণ মাংস ক্ষারদ্রব্য মধু ও অপর রসযুক্ত দ্রব্য মাষ মুগ মসূর ছোলা মিথ্যাকথা পরন্বামিক অন্ন ও অন্যদেবতাপূজা পুরশ্চরণকালে পরিত্যাগ করিবে।

কেবল তন্মনা ও তৎপরায়ণ হইয়া সেই কর্ম্মই করিবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিশয্যায় শুইবে ক্রোধাদি বর্জ্জন করত নির্ম্মলচিত্তে লঘুপাক সুমিষ্ট ও হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে এবং শান্তচিত্ত বিনীত দমগুণী ও মৌনী হইয়া ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে অন্তরে সদাই সদভিমানকে

দান্তঃ ত্রিসবনস্নায়ী মৌনী সন্মানিতান্তরঃ।
স্ত্রীশূদ্রপতিত ব্রাত্য নাস্তিকোচ্ছিষ্ট ভাষণং ॥ ১৭
অসত্যভাষণং জৈহ্ম্য ভাষণং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যেষ্বপি ন ভাষেত জপহোমার্চ্চনাদিষু— ॥ ১৮
যত্তৎ ভাষেত তৎ কালে সত্যোঃ প্রস্তুতসাধকঃ।
অন্যথাভাষিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং ॥ ১৯
বাঙ্মনঃ কর্ম্মভির্নিত্যং নিঃস্পৃহো বনিতাদিষু।
বর্জ্জয়েৎ গীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃত্যদর্শনং ॥ ২০
তাম্বূলং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ।
মৈথুনংতৎকথালা পং তদ্গোষ্ঠীমপি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১
কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিতভোজনং।
অসংকল্পিতকৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ মর্দ্দনাদিকং ॥ ২২

পোষণ করিবে। এবং স্ত্রী শূদ্র পতিত ও যথাকালে অনুপনীত ও নাস্তিকদের সঙ্গে আলাপ করিবে না মিথ্যাবাক্য ও কৌটিল্য ত্যাগ করিবে বিশেষত জপ হোম পূজার সময় সত্য কথাই বলিবে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিলে সব কার্য্য বিফল হইয়া যাইবে। ১৮

এবং ঐ সময়ে বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা ও স্ত্রীজনের লালসা রাখিবে না ও গান বাদ্য শ্রবণ কি নৃত্য দর্শন কিম্বা তাম্বূলভক্ষণ গন্ধচর্চ্চা পুষ্প ধারণ বা মৈথুন কি তৎপ্রসঙ্গের আলাপ ও রসিক যুবক সভায় গমন কৌটিল্য প্রকাশ কি ক্ষৌরকার্য্য তৈলমর্দ্দনাদি অনিবেদিতবস্তুভোজন ও অনিশ্চিত কর্ম্ম করা একান্ত পরিত্যাগ করিবে। ২২

ত্যজেদুষ্ণোদকস্নানং সুগন্ধামলকাদিকং।
শিরোহংশং পঞ্চগব্যেন পাবয়েদ্বহিরন্তরং ॥ ২৩
স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন চ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তমন্ত্রৈঃ স্নায়াদনন্তরং ॥ ২৪
অনুতিষ্ঠেদনুষ্ঠেয়ং শুচিব্রতপরোহনিশং।
সিতৈকবিধ হেমন্ত শাল্যন্নং স্বীয়সম্ভূতং ॥ ২৫
অশূদ্রাবহৃতং প্রাপ্যাদন্যতো নাহৃতঞ্চ যৎ।
দধিক্ষীরঘৃতং গব্যমৈক্ষবং গুড়বর্জ্জিতং ॥ ২৬
তিলাশ্চৈব সিতা মুদ্গাঃ কন্দং কেমুকবর্জ্জিতং।
নারিকেলফলঞ্চৈব কদলী লবলা তথা ॥ ২৭
আম্রমামলকঞ্চৈব পণসাম্রহরীতকী।
ব্রতান্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ ॥ ২৮

গরমজলে স্নান ও সুগন্ধ আমলকাদি ব্যবহার করিবে না কেবল পঞ্চগব্য দিয়া কি কেবল আমলকার রসে বেদ স্মৃতি পুরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে। আর পবিত্র ব্রতপর হইয়া সর্ব্বদাই আরব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করিবে। এক্ষণে হবিষ্যের উপযুক্ত বস্তু বলিতেছি হেমন্তকালে উৎপন্ন শুক্ল ধান্য অথবা কর্ষণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ধান্য কিম্বা শূদ্রেরা যে ধান্য পাদস্পর্শে ঘর্ষণ করে নাই অথবা যে ধান্য অপর স্থানে আহৃত হয় নাই আর গব্য দুগ্ধ ঘৃত ও গুড় ছাড়া আকের বস্তু তিল সাদামুগ কেঁউছাড়া মূল নারিকেল ফল কদলী লোড় আম্র আমলকী কাঁটাল হরীতকী এবং অন্য ব্রতে যাহা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে তাহাকেও পণ্ডিতেরা হবিষ্যের মধ্যে গ্রাহ্য করেন। আর

অবৈষ্ণবমসত্যঞ্চেৎ প্রশস্তঞ্চ ব্রতান্তরে।
ত্যাজ্যমেব হি তৎ সর্ব্বং যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥ ২৯
ক্ষমাঽহিংসা দয়াশীলো গৃহীতস্থিরনিশ্চয়ঃ।
যজেত বৈষ্ণবং কর্ম্ম স্থিরধীঃ কর্ত্তুমাশ্রিতঃ ॥ ৩০
জপেচ্চ নিয়তো নিত্যং ত্রিকালং পুরুষোত্তমং।
অর্চ্চয়েদ্বৈব চাব্যগ্রো যাবৎ ষড়্লক্ষমাদরাৎ ॥ ৩১
তর্পয়েচ্চ বিধানেন দশাংশং শুদ্ধবারিণা।
পুষ্পাক্ষতাদিসংযুক্তৈর্জলৈঃ সম্পূর্য্য পূর্ব্ববৎ ॥ ৩২
ততো বিল্বফলৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রৈরপি হুতাশনে।
রামমাবাহ্য চাবাহ্য পূর্ব্ববৎ জুহুয়াৎ স্বয়ং ॥ ৩৩
মধুরত্রয়সংযুক্তৈঃ পদ্মৈর্বা পায়সেন বা।
তিলৈর্বাজ্যতথৈবেষাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ ৩৪

বৈষ্ণবদের অযোগ্য বস্তু যদি অন্য ব্রতে প্রশস্ত বলাও থাকে তাহাকে কিন্তু সিদ্ধিকামী ব্যক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ২৯

এবং হিংসাশূন্য দয়াবান্ হইয়া দৃঢ় সংকল্প রাখিয়া কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত বসিয়া সংযত হইয়া বৈষ্ণবের কর্ম্ম করা উচিত। ত্রিসন্ধ্যাতেই পুরুষোত্তমের পূজা করিবে যে পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ জপ না হয় তাবৎ ত্বরা করিয়া কিছু করিবে না।—তাহার পরে পূজা করিয়া পুষ্পাক্ষতাদিযুক্ত জলে দেবতার পূর্ব্বমত পূজা ও জপের দশাংশসংখ্যায় শীতলজলে তাহার তর্পণ করিবে। ৩২

অনন্তর অগ্নিতে রামকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া প্রত্যেকটী ত্রিমধুরযুক্ত পায়স বা পদ্মফল দিয়া কি তিলাজ্য দ্বারা নিজে হোম করিবে অন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। প্রত্যহ ত্রিকালে পূজা

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥ ৩৫
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসন্নাচ্চ যথাবিধি।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধেঃ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥ ৩৬
নিষ্কামানামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবেদপি।
অথ সিদ্ধিঃ সকামানাং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ৩৭
পঞ্চাঙ্গমেতৎ কুর্ব্বীত যঃ পুরশ্চরণং বুধঃ।
স বৈ বিজয়তে লোকে বিত্তৈশ্বর্য্যসুতাদিভিঃ॥ ৩৮
দাতা ভোক্তা বলিষ্ঠোঽয়ং জায়তে জ্ঞাতিষু স্বয়ং।
ব্যাখ্যাতা শ্রুতিশাস্ত্রাণাং শ্রুতানামপি ভূতলে॥ ৩৯
চিরায়ুর্ভাগ্যবান্ পুত্রপৌত্রসৌভাগ্যবান্ সুখী।
নিধানময়মেব স্যাদ্ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

আবশ্যক এই পূজায় জপ তর্পণ হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন লইয়াই পুরশ্চরণ হয় সিদ্ধিকামীদের প্রসন্নগুরুর কাছে মন্ত্র পাইবামাত্র অগ্রেই এই পঞ্চাঙ্গোপাসনা করিবার বিধান রহিল কামনাশূন্যদের এই পুরশ্চরণে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ কার লাভ হয় আর তাহারা যদি সকাম হন তবে কর্ম্মফলের ব্যাঘাত ঘটে। ৩৭

যে পণ্ডিত ব্যক্তি এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করেন তিনি সংসারে বিত্ত্যা ধন ও পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা সকলের বড় হইয়া থাকেন এবং জ্ঞাতিমধ্যে দাতা ভোক্তা ও বলবান্ হন এবং পৃথিবীতে বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যান কর্ত্তা হন দীর্ঘজীবী ও পুত্রপৌত্রাদির সহিতই সৌভাগ্যশালী হইয়া সুখী হন। ৩৯

এই পুরশ্চরণ কার্য্যই ধর্ম্মের আকর এবং যশের ও ঐশ্বর্য্যের

যদিচ্ছতি লভেতৈতন্মনসাপি তপোধন ॥ ৪০
অসাধ্যমপি দেবানাং দ্বীপান্তরগতঞ্চ যৎ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং কৃত্বা যত্তদিষ্টং তদাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১
আদাবন্তে চ মধ্যে চ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বহূন্।
দিনে দিনে যথাশক্ত্যা রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ৪২
দধিক্ষীর ঘৃতাপূপব্যঞ্জনৈস্তৃপ্তিহেতুভিঃ।
ঐক্ষবৈরপি পানীয়ৈর্নারিকেলফলৈরপি ॥ ৪৩
সুপক্ক কদলী সার পনসাম্রফলৈরপি।
অন্যৈশ্চ ষড়্‌রসোপেতৈঃ পদার্থৈর্ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৪৪
সুভোজিতেষু বিপ্রেষু তৎসাঙ্গং সফলং ভবেৎ।
যো বিপ্রং ভোজয়েন্নিত্যং রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ৪৫
দরিদ্রো মন্দভাগ্যো বা কুলে তস্য ন জায়তে।
উপোষ্য দ্বাদশীষ্বেকং দ্বিজং যো ভোজয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৪৬

জন্মভূমি। হে তপোধন! এইরূপে পুরশ্চরণকারী ব্যক্তি অন্তরে যে কিছু কামনা রাখেন তাহাই পাইয়া থাকেন। ৪০

যাহা দেবতাদেরও অসাধ্য কিম্বা যাহা দ্বীপান্তরে আছে সেরূপ অভীষ্ট বস্তু ও পঞ্চাঙ্গোপাসনায় পাওয়া যায় ঐ পুরশ্চরণে প্রথমে ও শেষে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং প্রতিদিন ও যথাসাধ্য রামের প্রীতি উদ্দেশে ভক্তিসহকারে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। দধি দুগ্ধ ঘৃত পিষ্টক ও অন্যান্য তৃপ্তিসাধক ব্যঞ্জনাদি এবং ইক্ষুরস নারিকেলেরজল পাকা কদলী কাঁঠাল আম্র এ ছাড়া ষড়্‌রসযুক্ত অন্যান্য ভাল বস্তু দিয়াই ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদের উত্তম ভোজন হইলেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অধিক কি যদি কেহ রামের উদ্দেশে

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ভক্ত্যা রামমারাধ্য ভক্তিতঃ।
নৈব তৎকুলজাতানাং দুঃখংদারিদ্র্যমেব চ॥ ৪৭
সংক্রান্ত্যাং পুণ্যযোগেষু পর্ব্বস্বপি কদাচন।
কামঞ্চ ভোজয়েদ্বিপ্রং স বৈ নরপতির্ভবেৎ॥ ৪৮
যঃ পুরশ্চরণং কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং স বিশিষ্যতে।
বিদ্যয়া পুত্রপৌত্রৈশ্চ ধনধান্যাদিসম্পদা॥ ৪৯
সংসারে দুঃখভুয়িষ্ঠে যদীচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনেনৈব রামং ভজত ভক্তিতঃ॥ ৫০
পঞ্চাঙ্গোপাসনং ভক্ত্যা পুরশ্চরণমুচ্যতে।
এতদ্ধি বিদুষাং শ্রেষ্ঠং সংসারোচ্ছেদকারণং॥ ৫১
নানেন সদৃশো ধর্ম্মো নানেন সদৃশং তপঃ।
নানেন সদৃশং কিঞ্চিদিষ্টার্থস্ত তপোধন॥ ৫২

ভক্তিসহকারে প্রত্যহ একটী ব্রাহ্মণও ভোজন করায়, তবে তাহার বংশে কখন অভাগা বা দরিদ্র হইয়া কেহ জন্মায় না। ৪৬

ঐরূপ একাদশীর উপবাসের পর দ্বাদশীতে যে ব্রাহ্মণ গন্ধ পুষ্প দ্বারা ভক্তিযোগে রামের আরাধনা করিয়া একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান তাঁহার বংশধরদিগের কদাচ দুঃখ বা দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট হয় না। আর সংক্রান্তিতে কি অন্য পুণ্যযোগে যদি কেহ কখন ব্রাহ্মণ ভোজন করায় তবে সে জন্মান্তরে রাজা হইয়া থাকে। ৪৮

আর যে পুরশ্চরণ করে সে বিদ্যায় পুত্রপৌত্রেও ধনধান্যাদি সম্পদে সকলের উপর হইয়া বসে এবং এই দুঃখময় সংসারে যদি নিজের সুখ পাইতে চাও তবে পঞ্চাঙ্গ উপাসনায় ভক্তিভবে রামকে ভজনা কর।

যদি হোমেঽপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।
তাবৎসংখ্যজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ॥ ৫৩
ভবেদঙ্গত্রয়েণৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ।
যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ॥ ৫৪
কর্ত্তব্যঃ সাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ।
নচেদঙ্গং বিহীয়েত ততো নেষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৫
অঙ্গহীনং ভবেদ্যত্তৎ কর্ম্ম নেষ্টার্থসাধকং।
সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃতসাঙ্গত্বসিদ্ধয়ে॥ ৫৬
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গত্বমাপ্নুয়াৎ।
ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি মনোরথান্॥ ৫৭

পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ বলে ইহাই পণ্ডিতদের সংসার বন্ধন উচ্ছেদ করিবার প্রধান সহায়। ইহার সদৃশ ধর্ম্ম নাই ইহার সমান তপস্যা নাই হে তাপস! ইহার সমান অভীষ্ট সাধনের সহায় আর কিছু দেখি না।

যদি হোমে বা পূজায় কিম্বা তর্পণ করিতেও অপারক হও তবে তাহাদের অনুকল্প তাবৎসংখ্যায় জপ ও ব্রাহ্মণভোজন এই তিন অঙ্গের অনুষ্ঠানেও পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে জানিও। পঞ্চাঙ্গের মধ্যে যে যে অঙ্গ না পারিবে সেই অঙ্গ পূরণ করিবার জন্য অসমর্থ ব্যক্তি ভক্তি-ভরে সেই অঙ্গের যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যায় জপ করিলেই ইষ্টলাভ করিতে পারিবে। অঙ্গহীন কর্ম্মে ইষ্ট লাভ হয় না। যে কোনরূপেই কর ব্রাহ্মণভোজনের অনুকল্প নাই তাহা সর্ব্বতোভাবে করান চাই। কারণ ব্রাহ্মণদের আরাধনাতেই অঙ্গহীন কর্ম্মও সাঙ্গ হইয়া থাকে বিশেষত ন্যূনাতিরিক্ত কার্য্য অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না।

তেষ্বেব যদিপূজ্যেষপ্যপর্য্যাপ্তানি সন্তি চ ।
অতো যত্নেন বিদুষো ভোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫৮
যান্যনন্নানি কর্ম্মাণি হীয়ন্তে দ্বিজভোজনৈঃ ।
নিরর্থকানি তানি স্যুঃ পথি বীজাঙ্কুরা ইব ॥ ৫৯
তস্যৈব স্তুতিলক্ষেষু শস্যতে বহিরর্চ্চনং ॥ ৬০
রামারাধনকোটিভ্যঃ স ধ্যানজপ উত্তমঃ ।
মন্ত্রার্থালোচনাত্মায়ং স্বয়মেবেষ্টসাধকঃ ॥ ৬১
যোঽর্চ্চয়েদ্বিদুষো নিত্যং রামং তেষ্বেব চিন্তয়ন্ ।
ইহ ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬২

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইলেই সকল পূর্ণ হয় বলিয়া অঙ্গহীন পূজা ও উহাতে বিফল হয় না অতএব সকল কর্ম্মেতেই পণ্ডিতদের যত্ন করিয়া খাওয়াইবে যে কোন ধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনবিবর্জ্জিত করা হয় সে সকল পথিমধ্যে বীজবপনের মত বিফলই হইয়া থাকে সহস্র সহস্র স্তব অপেক্ষা পঞ্চাঙ্গপ্রণালীতে বহিঃপূজা প্রশংসার হইয়া থাকে । ৬০

কোটী সংখ্যক রামপূজা অপেক্ষা ধ্যানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জপই শ্রেষ্ঠ ইহাতে মন্ত্রার্থ পরিস্থত হয় না বলিয়াই নিজেই সাধকের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে ।

হে মুনিবর ! যে ব্যক্তি পণ্ডিতজনে রামরূপ ভাবনা করিয়া

সপ্ত দশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্যউবাচ।

অথাভিষেকং বক্ষ্যামি দীক্ষাবিধিমনুত্তমং।
উপাসনশতেনাপি বিনা যেন ন সিধ্যতি॥ ১
উপাসকস্তু শুদ্ধাত্মা গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ।
স্বচিত্তবিত্তকায়ৈশ্চ ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ২
যদা দদাতি সন্তুষ্টো প্রসন্নবদনো মন্ত্রং।
স্বয়মেব তথা চৈবমিতিকর্ত্তব্যতাক্রমঃ॥ ৩

প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা করে তাহার সেই ফলে ঐহিক ভোগ লাভ হয়, পরে তাহার মুক্তির পক্ষে সন্দেহ থাকে না। ৬২

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে তাপস! এক্ষণে দীক্ষাও অভিষেক বিধান বলিতেছি যে দীক্ষা ও অভিষেক না হইলে শত উপাসনা করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না প্রথমে উপাসক শুদ্ধচিত্তে গুরুকে যত্নপূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে কায়মনোবাক্যে দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ১।২

গুরু সন্তুষ্ট হইয়া নিজে প্রসন্নমুখে যখনই মন্ত্র দিবেন তখন তার

বিশুদ্ধদেশকালেষু শুদ্ধাত্মা নিয়তো গুরুঃ।
সংকল্প্যোপোষ্য কর্ত্তব্যমঙ্কুরারোপণং মুনে॥ ৪
কুর্য্যান্নান্দীমুখংশ্রাদ্ধমাদৌ বা স্বস্তিবাচনং।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন তদেতদ্বিদধীত বৈ॥ ৫
মধুমাসে ভবেদ্দুঃখং মাধবে রত্নসঞ্চয়ঃ।
মরণং ভবতি জ্যৈষ্ঠে আষাঢ়ে বন্ধুনাশনং॥ ৬
সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে ন্যূনং ভবেদ্ভাদ্রপদে ক্ষয়ঃ।
প্রজানামাশ্বিনে মাসি সর্ব্বতঃ শুভমেব হি॥ ৭
জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে সৌখ্যং মার্গশীর্ষে ভবত্যপি।
পৌষে জ্ঞানক্ষয়ো মাঘে ভবেন্মেধাবিবর্দ্ধনং॥ ৮
ফাল্গুনেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ।
রবৌ গুরৌ সিতে সোমে কর্ত্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ॥ ৯

কোন পরিপাটীর অপেক্ষা নাই বা কাল দেশাদির শুদ্ধি দেখিবার প্রয়োজন হয় না। একক্ষণে সে বিষয় কিছু শ্রবণ কর—

পবিত্রদেশে পুণ্যসময়ে গুরু শুদ্ধচিত্ত সংযত উপবাসী থাকিয়া সংকল্প করত ঘটস্থাপন করিবেন ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া নিজের গৃহ্যসূত্রমতে স্বস্তিবাচন করাইবেন।

চৈত্রমাসে দীক্ষাতে দুঃখ ঘটে বৈশাখে রত্নসঞ্চয় হয় জ্যৈষ্ঠমাসে মরণ আষাঢ়ে বন্ধু নাশ শ্রাবণে সম্পদ্ ভাদ্রে বিনাশ আর আশ্বিন মাসে সর্ব্বতোভাবে প্রজাবৃদ্ধি কার্ত্তিকে জ্ঞানলাভ অগ্রহায়ণমাসে সুখ সম্পদ্ পৌষে জ্ঞানক্ষয় মাঘমাসে মেধাবৃদ্ধি আর ফাল্গুনমাসে দীক্ষা লইলে সম্পদ্ পাওয়া যায় কিন্তু দীক্ষাকর্ম্ম মলমাস পরিত্যাগ করিবে। রবি সোম শুক্র বৃহস্পতি ও বুধ বারে দীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য। এবং

অশ্বিনী রোহিণী স্বাতী বিশাখা হস্তভেষু চ।
জ্যেষ্ঠোত্তরত্রয়েষেবং কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং ॥ ১০
পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী সুপ্রশস্তাশ্চ কামদাঃ ॥ ১১
পঞ্চাঙ্গশুদ্ধদিবসে সোদয়ে শশিতারয়োঃ।
গুরুশুক্রোদয়ে শুদ্ধলগ্নেদ্বাদশশোধিতে ॥ ১২
চন্দ্রতারানুকূলে চ শস্যতে সর্ব্বকর্ম্ম চ।
সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ ॥ ১৩
সূর্য্যগ্রহণকালস্য সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্যৎকৃতং সর্ব্বমনন্তফলং দং ভবেৎ ॥ ১৪
অতস্তত্রৈব রামস্য মন্ত্রতীর্থাভিষেচনং।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বযত্নেন মন্ত্রসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ॥ ১৫

অশ্বিনী রোহিণী স্বাতী বিশাখা হস্তা জ্যেষ্ঠা উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্র-পদ ও উত্তরফল্গুনী এই কয়টী নক্ষত্রে মন্ত্রের অভিষেক করিবে। এবং পূর্ণিমা পঞ্চমী দ্বিতীয়া সপ্তমী ত্রয়োদশী ও দশমী তিথিই ঐ কর্ম্মে প্রশস্ত ও অভীষ্টদানে সমর্থ। ১১

ঐরূপ তিথি নক্ষত্রাদি পঞ্চ অঙ্গে বিশুদ্ধ যে দিন ঘটিবে বা পঞ্চাঙ্গোপাসনায় যেদিন উপযুক্ত দেখিবে সেই দিনে চন্দ্র ও তারা অনুকূল দেখিয়া দ্বাদশ শোধিত শুদ্ধলগ্নে দীক্ষা প্রশস্ত এমন কি সকল কর্ম্মই ঐরূপ দিবসে কর্ত্তব্য জানিবে তবে সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলে এ সব কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই কারণ সূর্য্যগ্রহণের সমান কাল আর কিছুই নাই সে সময়ে যে কিছু দান হোমাদি করা হয় সকলই

চতুর্ভির্বর্ণকৈঃ সম্যক্ নীলপীতসিতাসিতৈঃ।
পূর্ব্ববন্মণ্ডলংকৃত্বা তত্র ধান্যাঞ্জলিদ্বয়ং॥ ১৬
নারিকেল ফলোপপেতং মাঙ্গল্যৈঃ পরিতোজ্জ্বলং।
নিধায় কলসং তত্র তীর্থতোয়সুপূরিতং॥ ১৭
সর্ব্বোৎসবসমাযুক্তং কৃত্বা তত্রার্চ্চয়েদ্ধরিং। ১৮
ঋগ্যজুঃ সাম সূক্তৈশ্চ স্মার্ত্তৈঃ পৌরাণিকৈরপি॥
মন্ত্রে রাগমিকৈশ্চৈব বৈষ্ণবৈর্দেবমর্চ্চয়েৎ। ১৯
বরয়েদ্ব্রাহ্মণান্ বাসঃ কুণ্ডলাঙ্গুলি ভূষণৈঃ॥ ২০
শ্রাবয়েত্তৈস্তু সূক্তানি মন্ত্রান্ বিষ্ণুৎসবে মুনে। ২১
গুরুঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা ভূতশুদ্ধ্যাদ্যথাচরেৎ॥
ন্যাসজালঞ্চ বিন্যস্য পূজয়েত্তত্র পূর্ব্ববৎ। ২২

অসীম ফল প্রদান করে। অতএব ঐ সময়েই রামমন্ত্রে অভিষেক অভিষেক করিবে এবং ঐ সময়ে মন্ত্রসিদ্ধি কামনা থাকিলে সর্ব্বতো-ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ১৫

অনন্তর নীল পীত শুক্ল কৃষ্ণ এই চারিবর্ণের তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পূর্ব্বমত মণ্ডল কাটিয়া তাহাতে দুই অঞ্জলি ধান্য ছড়াইবে তদুপরি নারিকেল ফল ও নানা মাঙ্গলিক দ্রব্য উজ্জল করিয়া তীর্থ জল পূরিত ঘটটী স্থাপন করিবে ঐ ঘটে নানাবাদ্যোদ্যমসহকারে হরির পূজা করিবে এবং ঋক্ যজু ও সাম বেদের মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘটে পূজার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকেও বস্ত্র কুণ্ডল ও অঙ্গুরীয়ক ভূষণ প্রদান করিবেও সেই বিষ্ণুমহোৎসবে তাঁহাদের বৈষ্ণব মন্ত্র সকল শ্রবণ করাইবে। ২১

তার পর গুরু পূর্ব্ববিধানমতে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবেন এবং অন্যান্য ন্যাস সকল করিয়া সেই ঘটে পূর্ব্বকথিত অর্চ্চিত উপচার

পূজনীয়ৈশ্চ পূর্ব্বোক্তসাধনৈঃ পুরুষোত্তমং ॥
পূর্ব্বোক্ত নৃত্যগীতাদ্যৈরুৎসবং তত্র কারয়েৎ। ২৩
পুণ্যস্ত্রীভ্যো গৃহস্থেভ্যো দদ্যাদ্বহু সুবিস্তরং ॥
গন্ধপুষ্পাম্বু তাম্বূল সদ্বাসোভূষণাদিকং।
ভোজনং চান্নপানীয়ৈরন্যেভ্যোঽপি তপোধন ॥ ২৪
এবং তত্রোৎসবং কৃত্বা রাত্রৌ জাগরণঙ্করেৎ।
এবং দিবা চ রাত্রৌ চ ত্রিকালং পূজয়েৎ প্রভুং ॥ ২৫
ষট্‌সহস্রং জপেত্তত্র পূজান্তেঽহর্নিশং মুনে।
পরেঽহনি তথা প্রাতঃ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বমাচরেৎ ॥ ২৬
সংপূজ্য বিধিবদ্রামমগ্নিকার্য্যমথাচরেৎ।
পূর্ব্ববৎ কুণ্ডমুত্থাপ্য কুর্য্যাত্তত্রাপি মণ্ডলং ॥ ২৭
তত্রাপ্যগ্নিং সমাধায় রামং তত্রার্চ্চয়েদ্ধরিং।
সাঙ্গাবরণমাবাহ্য পূর্ব্ববচ্চ যথাবিধি ॥ ২৮

দ্বারা পুরুষোত্তমের পূজা করিবেন এবং নৃত্য গীতবাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করাইবেন এবং পতিব্রতারমনীদিগকে ও গৃহস্থদিগকে গন্ধপুষ্প তাম্বুল বস্ত্র ও ভূষণ প্রভৃতি অনেক বেশী বেশী সদ্বস্তু দিবে হে তাপস। অপরব্যক্তিদের ও অন্ন পানীয়াদি ভোজন প্রদান করিবে। ২৪

তথায় এই প্রকারে উৎসব সাঙ্গ করিয়া সে রাত্রি জাগরণ করিবে ও প্রাতঃকালের মত মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে তিন সময়েই প্রভুর পূজা করিবে। ২৫

হে মুনিবর। পূজান্তে ছয় হাজার মন্ত্র জপ করিবে আর পর দিন প্রভাতেও পূর্ব্বমত অনুষ্ঠান করিতে হইবে বেশীর ভাগ রাঘবের বিধিমত পূজা করিয়া হোম কর্ম্ম করিতে হইবে পূর্ব্বমত কুণ্ড করিয়া

তদগ্নিস্থাপনাদ্যঞ্চ সর্ব্বং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
দধিদুগ্ধাজ্যসংযুক্তৈর্দশাংশং জুহুয়াত্তিলৈঃ ॥ ২৯
কৃত্বা পূর্ণাহুতিঞ্চৈব ততস্তংকলসেঽর্চ্চয়েৎ।
ততো দিক্ষু বলিং দত্বা কৃত্যমেতৎ সমাপয়েৎ ॥ ৩০
ততঃশিষ্যমুপানীয় ভক্তিনম্রমকল্মষং।
প্রাণায়ামঞ্চ বিধিবদ্ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৩১
সুরাস্ত্বামিতিমন্ত্রেণ বহুভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
অভিষিঞ্চেচ্চ তং মূর্দ্ধ্নি তদেতৎ কলসোদকং ॥ ৩২
নারায়ণঃ স্বয়ং রামঃ শিষ্যে সংনিদধীত বৈ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বতোঽপ্যস্তি প্রসীদতি দয়ানিধিঃ ॥ ৩৩
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য তজ্জলৈরভিষেচয়েৎ।
পরিধাপ্য সুবাসশ্চ চন্দনাদ্যৈরনুলিপ্য চ ॥ ৩৪

তাহাতে মণ্ডল কাটিবে তথায় অগ্নি আনিয়া রামের আরাধনা করিবে এবং অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদের সঙ্গে রঘুনাথকে আবাহন করিয়া অগ্নিস্থাপনাদি কর্ম্ম সকল পূর্ব্বমত করিবে ও দধি দুগ্ধ ঘৃতযুক্ত তিল দিয়া জপের দশাংশসংখ্যায় হোম করিবে হোমান্তে পূর্ণাহুতি দিয়া সেই স্থাপিত ঘটে পুনরায় রাম পূজা করিবে ও দশদিকে বলি প্রদান করিয়া কর্ম্মটী সমাপন করিবে। ৩০

অনন্তর গুরু ভক্তিমান্ বিনীত নিষ্পাপ শিষ্যকে কাছে আনিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি করাই অনেক ব্রাহ্মণদের সহিত একযোগে সুরাস্ত্বাং ইত্যাদি মন্ত্র কয়টী পাঠ করিয়া তাহার মাথায় সেই ঘটের জল ছিটাইবে ও শিষ্যকে স্বয়ং ভগবান্ রাম বিবেচনা করিবে ও বুঝিবে দয়াময় সর্ব্বব্যাপী রাঘব এই শিষ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রসন্ন

কুণ্ডলে চাঙ্গুলীয়ঞ্চ ধারয়িত্বা ন্যসেত্ততঃ।
বৈষ্ণবীং মাতৃকাঞ্চৈব তত্ত্বন্যাসঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৩৫
তন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসমৃষ্যাদিন্যাসমেব চ।
পূর্ব্ববদ্বিধিবচ্ছিষ্যতনাবেবংপ্রবিন্যসেৎ॥ ৩৬
ততস্তচ্ছিরসি স্বস্য হস্তং দত্বা শতং জপেৎ।
অষ্টোত্তরং তথা মন্ত্রং দদ্যাদুদকপূর্ব্বকং। ৩৭
প্রসন্নবদনস্তস্মৈ শিষ্যায় মুনিপুঙ্গবঃ।
স্বতো জ্যোতির্ম্ময়ীং বিদ্যাংগচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ। ৩৮
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো ধন্যোহস্মীতি বিশেষতঃ।
কৃতকৃত্যস্ততঃ শিষ্যঃ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ৩৯
যাচ্চ যবচ্চ তত্তক্ত্যা গুরবে হৃষ্টচেতনঃ।
গোভূ হিরণ্য বিপিন গৃহক্ষেত্রাদিকং মুনে॥ ৪০

হইতেছেন এইটী বারংবার স্মরণ করিয়া সেই ঘট জলে আবার স্নান করাইবে ও উত্তম বস্ত্র পরাইয়া অঙ্গে চন্দন লেপ করিয়া—
কুণ্ডল ও আঙুটী পরাইয়া স্বয়ং ন্যাস করিবে শিষ্যের দেহে প্রথমে বৈষ্ণবী মাতৃকান্যাস তত্ত্বন্যাস মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস পূর্ব্বমত যথাবিধি করিবে। ৩৬

তারপর গুরু শিষ্যের মাথায় হাত দিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক একশত আটবার দেয় মন্ত্র জপ করিবে হাস্যমুখে শিষ্যকে সেই মন্ত্র উপদেশ দিবেন। হে মুনিবর! অনন্তর গুরু ভাবিবেন শিষ্যহৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যা প্রবেশ করিতেছেন আর শিষ্য ভাবিবে আমাতে সেই পরম জ্ঞান আসিল আমি ধন্য ও বিশেষরূপে কৃতার্থ হইলাম অনন্তর গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে। হে মুনবর শিষ্যের প্রকাশ্য বা গোপনীয়

নচেদৰ্দ্ধং তদৰ্দ্ধং বা দশাংশমথবাপি বা।
অক্লেশাদন্নবস্ত্রাদি দত্ত্বাদ্বিত্তানুসারতঃ। ৪১
প্রকারান্তরমালম্ব্য গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ।
গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েদ্বহুভিঃ স্বয়ং॥ ৪২
অৰ্হণাভিশ্চ বহুধা ভক্ত্যাচ্ছাদনভূষণৈঃ।
এবমুক্তপ্রকারেণ গুরবে দত্তদক্ষিণঃ॥ ৪৩
কৃতকৃত্যস্তথাত্মানং মত্বা বিপ্রাংশ্চ তোষয়েৎ।
তেভ্যোঽপি দক্ষিণাং দত্ত্বা সৰ্ব্বং তৎ পরিপূরয়েৎ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণাশীর্বচোভিশ্চ গুর্ব্বাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ।
বিসর্জ্জয়েচ্চ গুর্ব্বাদীংস্ততো ভুঞ্জীত মন্ত্রবিৎ॥ ৪৫
এবং লব্ধমনুর্বিপ্রঃ কৃতার্থঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
তদাদি সন্ধ্যাং কুর্ব্বীত নিয়তো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া॥ ৪৬

যে কিছু গো ভূমি স্বর্ণ বাড়ী বাগান ক্ষেত্র প্রভৃতি আছে সব অথবা তাহার অর্দ্ধেক অভাবে তাহারও অর্দ্ধেক বস্তু সর্ব্বাভাবে দশভাগের ভাগও গুরুকে ভক্তিসহকারে অক্লেশে প্রদান করিবে। ৪১

এবং ধনের অনুসারে অন্ন পানীয়াদি প্রসন্নমনে দিবে যে কোন প্রকারেই হউক গুরুকে তখন যত্নপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। এবং গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীদেরও অন্ন বস্ত্র ভূষণাদি নানা উত্তম বস্তু দিয়া সন্তুষ্ট করিবে। এইরূপে শেষ গুরুকে মন্ত্রের দক্ষিণা দিয়া কৃতার্থ হইবে গুরুপুত্রদের ও দক্ষিণা দিয়া কর্ম্মটী সম্পূর্ণ করিবে। তারপর ব্রাহ্মণদের ও গুরুর আশীর্ব্বাদে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া গুরুপ্রভৃতিকে স্বস্থানে প্রেরণ করিবে। তখন সাধক নিজে আহার করিবে। ৪৫

ব্রাহ্মণ এই প্রকারে দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইয়া থাকে, সন্দেহ

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে রামং ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেৎ।
জলমন্ত্রেণ সংশোধ্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য বৈ ॥ ৪৭
চক্রীকৃত্য জলং সম্যগদর্ভমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
আবাহনাদিমুদ্রাভিস্তীর্থমাবাহ্য পূজয়েৎ ॥ ৪৮
ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করৈঃস্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥ ৪৯
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু। ৫০
এবমাবাহ্য চারাধ্য বিধিবত্তজ্জলং মুনে।
আদায়াঞ্জলিনা সম্যক্ জপেন্মালামন্ত্রং সকৃৎ ॥ ৫১
জলং দক্ষিণহস্তস্থং সব্যহস্তে বিনিঃক্ষিপেৎ।
তন্নিঃসৃতাম্বুনা মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চেন্মালামন্ত্রং স্মরন্ ॥ ৫২
দশাক্ষরেণ তচ্ছেষমভিমন্ত্র্য জলং ক্ষিপেৎ ॥ ৫৩

নাই সেইদিন থেকে গুরুর আদেশে পবিত্র থাকিয়া প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়ং কালে এই তিন সময়েই তান্ত্রিকসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। ফট্ মন্ত্রে জলশুদ্ধি ও কবচায় হুং মন্ত্রে জলের উপর হাত ঘুরাইয়া কুশাগ্র দিয়া জলটুকু আলোড়ন করিয়া আবাহনাদি মুদ্রা দেখাইবে পরে তথায় এই মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল থেকে তীর্থদের আবাহন করিবে—হে সূর্য্য! ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তীর্থই আপনার কিরণে স্পৃষ্ট আছে আপনি সেই সূত্রে এইজলে তীর্থদের আনাইয়া দিউন। ৪৯

হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! আপনারা সকলে এই জলে অধিষ্ঠান করুন। এইরূপে

পুনরঞ্জলিমাদায় জলমূর্দ্ধং ত্রিরুত্‌ক্ষিপেৎ।
ততো বামোঽহমস্মীতি গায়ত্রীংনিয়তো জপেৎ॥ ৫৪
জন্ম প্রভৃতি যৎপাপং দশভির্যাতি সংক্ষয়ং।
পুরাকৃতং শতৈনব সহস্রেণ জপেন বা॥ ৫৫
বদেদ্দাশরথায়েতি বিদ্মহেতি পদং ততঃ।
সীতাপদং সমুদ্ধৃত্য বল্লভায় ততো বদেৎ॥ ৫৬
ধীমহীত্যপি তন্নোঽথ রামশ্চাপি প্রচোদয়াৎ।
এষা স্যাদ্রামগায়ত্রী ভক্তানাং ভক্তিমুক্তিদা॥ ৫৭
পুরশ্চরণমন্ত্রাশ্চ চতুর্লক্ষং জপাবধি।
যচ্চ যাবচ্চ পূজাদি সর্ব্বং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ ৫৮

তীর্থাবাহন করত সেই জলের পূজা করিবে ও তাহাতে অঞ্জলি পুরিয়া লইয়া একবার মালামন্ত্র জপ করিবে ও দক্ষিণ হাতের জলটুকু বাম হাতে লইয়া অঙ্গুলির মাঝ থেকে নিঃসৃত জলবিন্দু মালামন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া মাথায় ছিটাইবে অবশিষ্ট জল দশাক্ষরমন্ত্র জপ করিয়া ফেলিয়া দিবে। ৫৩

পুনরায় অঞ্জলিতে জল লইয়া তিনবার ঊর্দ্ধদিকে ছিটাইবে এবং আমি সেই রামই হইয়াছি ভাবিয়া তদীয় গায়ত্রী জপ করিবে। কারণ আজন্মসঞ্চিত পাপ একবার মাত্র গায়ত্রী জপে ধ্বংস পায় আর জন্মান্তরের পাপ সহস্রসংখ্যক জপেই দূর হইয়া থাকে। প্রথমে ওঁকার বসাইয়া "দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পড়িবে, ইহার অর্থ—দশরথের পুত্রকে লাভ করিতেছি শ্রী সীতানাথকে ভাবিতেছি সেই রাম আমাদিগকে ব্রহ্মপদে প্রেরণ করুণ। ইহার নাম রামগায়ত্রী ইহা ভোগ ও মুক্তি, উভয়ই প্রদান

ওমাদিরেষা গায়ত্রী মুক্তিমেব প্রযচ্ছতি।
মায়াদিরপি বৈদুষ্যং রমাদিশ্চ শ্রিয়ং মুনে ॥ ৫৯
মদনেনাপি সংযুক্তা মোহয়তি মেদিনীং।
অনয়ারাধিতো রামঃ সর্ব্বাভীষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ৬০
তর্পয়েচ্চ ততো মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং।
স্তবৈশ্চ প্রণমেদ্রামং যথাশক্ত্যা মুনীশ্বর ॥ ৬১
কৃত্বৈবং প্রত্যহং সম্যক্ ত্রিসন্ধ্যাস্তু যথাবিধি।
কৃতকৃত্যো ভবেন্মন্ত্রী সত্যং সত্যং ন চান্যথা ॥ ৬২
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

করেন ইহার চারি লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হয়। আর পূজাদি সকল পূর্ব্বমতই হইবে ইহাতে আবার মায়াবীজ হ্রীং যোগ হইলে পাণ্ডিত্য স্ত্রীবীজ শ্রীং যোগ হইলে সম্পদ্ লাভ হয় ও কামবীজ ক্লীং যোগ হইলে পৃথিবীকে মুগ্ধ করা যায়। এই বীজত্রয়ে পুটিতগায়ত্রী দ্বারা রঘুনাথের আরাধনা করিলে তিনি সকল অভীষ্টই প্রদান করেন। ৬০

তারপর মূল মন্ত্র পড়িয়া রামং তর্পয়ামি এই বাক্যে ইষ্টদেবের তর্পণ করিতে হইবে এবং অনন্তর যথাশক্তি স্তব করিতে থাকিয়া রামকে প্রণাম করিবে। ৬১

মুনিবর! প্রত্যহ তিন সন্ধ্যায় যথাবিধানে এই প্রকার সন্ধ্যা তর্পণাদি করিলে দীক্ষিত ব্যক্তি কৃতার্থ হইবে ও তাহার নিশ্চয়ই সকল ইষ্টলাভ হয় সন্দেহ নাই। ৬২

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথ পূজাবিধানানাং লক্ষণান্যভিদধ্মহে।
অম্বুচন্দন পুষ্পাণি ধূপদীপৌ নিবেদয়েৎ ॥ ১
হরেরেতানি মুখ্যানি সাধনানি মুনীশ্বর।
স্থলমপ্যর্ঘ্যপাত্রাণি শঙ্খস্তেষাঞ্চ লক্ষণং ॥ ২
অন্যানিবেদিতং শুদ্ধং প্রকৃতিস্থং সুশীতলং।
হেমাদিকলসান্তঃস্থং পূর্ব্বং সাধনমিষ্যতে ॥ ৩
অনন্যার্পিতপূর্ব্বাণি গন্ধবন্তি সিতানি চ।
পীতান্যপি মনোজ্ঞানি ছিদ্রেণ রহিতানি চ।
পুষ্পাণ্যেবাত্র শস্যন্তে নচেৎ সর্ব্বং নিরর্থকং ॥ ৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন।—হে তপোধন! অতঃপর পূজার উপকরণ গুলির লক্ষণ সমুদয় বলিতেছি শুন—জল গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও ঘৃতাদি নৈবেদ্য পবিত্রস্থান অর্ঘ্যপাত্র ও শঙ্খ এই কয়টী পূজার প্রধান উপকরণ জানিবে ইঁহাদের লক্ষণ বলিতেছি। ২

প্রথম যে জলের কথা বলিয়াছি উহা অপর দেবতাকে যদি না দেওয়া হইয়া থাকে এবং সুবর্ণাদি ধাতুর কলসীতে অবিকৃতভাবেই থাকে তবেই দেবতাকে দিবার উপযোগী হয়, পুষ্প ও ঐ রূপ কোন দেবতার নির্ম্মাল্য হইবে না এবং সাদা সুগন্ধ ও মনোহর হইবে

চন্দনং মলয়োৎপন্নমনাঘ্রাতং সুশীতলং।
কর্পূরাগুরুকস্তুরী হিমাভাদি সুবাসিতং॥ ৫
পূজায়াং শস্ততে ধূপঃ তাম্রকাংস্যাদিনির্ম্মিতে।
পাত্রে বা দ্বিপদে ভগনালে পদ্মাকৃতৌ মুনে॥ ৬
সারাঙ্গারবিনিক্ষিপ্তে গুগ্গুল্বগুরুবৃক্ষজৈঃ।
নির্য্যাসাদ্যুত্থিতৈ ধূমৈর্গন্ধদ্রব্যৈস্তথোদগতৈঃ॥ ৭
অনন্যার্পিতগন্ধোহয়ং শস্ততেহর্চ্চনকর্ম্মণি।
দীপোহপি পূর্ব্ববৎ পাত্রে মণ্ডলাকারকারিতঃ॥ ৮
প্রতিপাত্রং প্রদীপশ্চ বর্ত্ত্যা গব্যঘৃতাদিনা।
অন্যানিবেদিতঃ পূজাকর্ম্মণ্যেব প্রশস্যতে॥ ৯

ছিদ্র থাকিবে না তবেই প্রশস্ত নচেৎ সব বিফল জানিবে। চন্দন মলয়গিরি হইতে উৎপন্ন হইবে পূর্ব্বে যার কেহ ঘ্রাণ লয় নাই এবং কর্পূর অগুরু কস্তুরী ও হিমজলে সুবাসিত হইলেই পূজার প্রশস্ত হইবে। ৩-৫।

এবং ধূপ দিবে তাম্র বা কাংস্যের দোপায়াতে বা পদ্মাকৃতি পাত্রে বসাইয়া উহা অগুরু ও গুগ্গুলুর সারে ও অন্যান্য গন্ধবস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ৬

এই প্রকার যাহার গান্ধটী নিবেদন করা হয় নাই এরূপ ধূপই দেবতাকে দিবার পক্ষে প্রশস্ত দীপও পূর্ব্বের মত পাত্রের উপর গোলাকারে বসাইবে প্রতিপাত্রে গব্যঘৃতাক্ত বর্ত্তিকাতে প্রদীপ জ্বালিবে ইহাও যদি পূর্ব্বে কোন দেবতাকে না দিয়া থাক তবেই পূজার প্রশস্ত জানিবে এবং ঘৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স পিষ্টকাদি ও ষড়্‌রসযুক্ত ব্যঞ্জনসমেত সদন্ন যদি

পায়সং পূপমন্নঞ্চ সঘৃতং সহশর্করং।
ব্যঞ্জনং ষড়্‌রসোপেতমনন্তার্পিতমিষ্যতে॥ ১০
নৈবেদ্যমর্চ্চনায়াস্তু সতাম্বূলং নিবেদয়েৎ।
স্থানং প্রাসাদবিপিননদীতটগতং সমং॥ ১১
চতুরস্রচতুর্হস্তহস্তোন্নতস্থবেদিকং।
চন্দ্রাতপপতাকাদিতোরণপ্রোল্লসচ্ছবি॥ ১২
বিবিক্তঞ্চ বিশেষেণ শস্যতেহর্চ্চনকর্ম্মণি।
শঙ্খো নাম শুভাবর্ত্তঃপৃষ্ঠমধ্য স্বনালকঃ॥ ১৩
সিতশ্চ পূরিতো নীরৈঃ শস্যতেহর্চ্চনকর্ম্মণি।
এতান্যন্যানি পূজায়াং সাধনানি বহূনিচ॥ ১৪
তান্যুত্তমানি মধ্যানি ন্যূনানি বিধিমন্তি চ।
সুস্থঃ সমর্থঃ কুর্ব্বীত চোত্তমৈরেব সাধনৈঃ॥ ১৫

অন্যকে উৎসর্গ না করা হইয়া থাকে তবেই তাহা দেবতার ভোগে দিবে ঐ রূপ পূজার সময় তাম্বূলযুক্ত নৈবেদ্যই নিবেদন করিবে, এবং পূজা করিবার স্থান নিজগৃহে বিজনবনে বা নদীতটে সমতল চারি হাত পরিমাণ একহাত উচ্চ চতুষ্কোণ বেদি করিয়া তথায় চাঁদোয়া টাঙাইবে ছবি ঝুলাইবে দ্বার প্রস্তুত করিবে আর যাহাতে সে স্থানটী নির্জ্জন হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিবে কারণ তাহা হইলে পূজার পক্ষে বড় উপযুক্ত হইবে জানিবে। এবং পূজার শঙ্খটী সাদা সুঠাম হইবে ও তাহার গর্ত্তটী সুন্দর ও জলে পূর্ণ থাকিবে তবেই পূজাকার্য্যে প্রশস্ত হইবে। ১৩

হে মুনিবর! এই যাহা বলিলাম এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার যে পূজার উপকরণ আছে, তাহার ভিতর উত্তম মধ্যম ও অধম বলিয়া নির্দ্দেশ আছে সুস্থ ও শক্তিমান্ সাধক উত্তম সাধন দ্বারাই পূজা

মধ্যমো মধ্যমৈরেব ন্যূনো ন্যূনৈস্তপোধন।
আপন্নশ্চেৎ সমর্থোঽপি ন্যূনৈরেব সমাচরেৎ ॥ ১৬
পূজাকর্ম্ম বিশেষেণ দেশকালানুসারতঃ।
যথাশক্তি যথাম্নায়ং যথালোকাবিগর্হিতং ॥ ১৭
একেন বাস্তৎ সংকল্প্য কুর্য্যাদ্দেবার্চ্চনং হরেঃ।
স্বমুদ্রা দর্শয়েত্তস্মাদ্দেবসান্নিধ্যকারিকাঃ ॥ ১৮
দর্শিতাস্তাস্তু দেবানাং মোদকাস্তারকা মুনে।
দর্শনীয়াঃ সুতীক্ষ্ণাতো দেবতাযাগকর্ম্মণি ॥ ১৯
আবাহনী স্থাপনী চ সন্নিধীকরণী তথা।
সুসন্নিরোধিনী মুদ্রা সন্মুখীকরণী তথা ॥
সকলীকরণী চৈব মহামুদ্রা তথৈব চ। ২০

করিবে মধ্যমব্যক্তি মধ্যম সাধনে ও নিঃস্ব অধম ব্যক্তি ন্যূন সাধনে পূজা করিবে আর যদি শক্তিমান্ ব্যক্তিও বিপন্ন হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সেই আপৎকালে ন্যূনসাধনে পূজা করা অপ্রশস্ত হইবে না। বিশেষত পূজাকার্য্য দেশ ও কালের অনুসারেই হইয়া থাকে তাহাতে আবার পূজক নিজের শক্তির অনুসরণ করিয়া চলিবে ও যাহাতে লোক নিন্দা না হয় এবং শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করা হইবে না। ১৭

অধিক কি সংকল্প করিয়া বিষ্ণু পূজা সর্ব্বাভাবে একটী মাত্র উপকরণে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া থাকে তবে সর্ব্বত্রই দেবতার সন্নিধানের নিমিত্ত সেই দেবের মুদ্রা সকল দেখাইবে মুদ্রা গুলি দেবতার বড়ই প্রিয় অতএব হে সুতীক্ষ্ণ! দেবপূজায় আবাহনী স্থাপনী সন্নিধীকরণী সকলীকরণী ও সন্নমীকরণী এই পাঁচ মুদ্রা আগে

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধেনু কৌস্তুভ গারুড়াঃ ॥
শ্রীবৎসবনমালাখ্য যোনিমুদ্রাশ্চ দর্শয়েৎ। ২১
মূলাধারাদ্ দ্বাদশান্তমানীতঃ কুসুমাঞ্জলিঃ ॥
ত্রিস্থানগর্ভতেজোভিরানীতঃ প্রতিমাদিষু। ২২
আবাহনীয়ং মুদ্রা স্যাদ্দেবার্চ্চনবিধৌ মুনে ॥
এষৈবাধোমুখী মুদ্রা স্থাপনে শস্যতে পুনঃ। ২৩
উন্নতাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুষ্টীকৃতকরদ্বয়ী ॥
সন্নিধীকরণী নাম মুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ ॥ ২৪
অঙ্গুষ্ঠগর্ব্ভিণী চৈব মুদ্রা স্যাৎ সন্নিরোধনী।
উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥
অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী তথা। ২৫

দেখাইয়া তৎপরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধেনু কৌস্তুভ গারুড় শ্রীবৎস:বনমালা ও যোনি মুদ্রা এই দশটী বৈষ্ণব মুদ্রা অতি অবশ্য দেখাইবে। ২১

দুইহাতে অঞ্জলি যোজনা করিয়া দুই হাতের অনামিকার মূল পর্ব্বে বুড়া আঙ্গুলদুটী আবদ্ধ করিলে দেবপূজাতে আবাহনী মুদ্রা হয় ইহাকেই আবার অধোমুখী করিলে দেবতার স্থাপনী মুদ্রা করা হয়। দুই হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে দেবতার পূজাব্যাপারে সন্নিধিকরনী মুদ্রা বলা যায়। দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভিতরে ঢুকাইয়া অধোমুখে মুষ্টি বন্ধন করিলে সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়। এবং ঐ মুদ্রাবস্থায় মুষ্টিদুটী উর্দ্ধমুখী করিলে সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়, এবং দেবতার অঙ্গে অঙ্গন্যাসকে সকলীকরণী মুদ্রা কহে। ২৫

অন্যোন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকবদ্বয়ী।
মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী ॥ ২৬
কনিষ্ঠানামিকামধ্যান্তস্থাঙ্গুষ্ঠেতবাগ্রতঃ।
গোপিতাঙ্গুষ্ঠমূলেন সম্মতা মুকুলীকৃতা।
করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাচ্ছঙ্খাখ্যেয়ং স্মরার্চ্চনে ॥ ২৭
অন্যোন্যাভিমুখং স্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ
অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে।
চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা গদামুদ্রা ততঃপরং ॥ ২৮
অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঙ্গুলিঃ প্রোন্নতমধ্যমা।
অথাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং মধ্যে দত্বাপি পরিতঃ করৌ ॥ ২৯

করতল দুটী প্রসারিত করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংলগ্ন করিলে পরমীকরণী মুদ্রা হয় এই মহামুদ্রা দেখাইলে পূজাকার্য্যের ন্যূনতা বা আধিক্য থাকে না। ২৬

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা অনামিকার মাঝে বামহস্তের বুড়া অঙ্গুলি রাখিয়া মুষ্টীকৃত দক্ষিণ করতলকে প্রসারিতবামকরতল দিয়া আবৃত করত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উন্নত করিয়া রাখিলে দেবপূজায় শঙ্খমুদ্রা হয়। ২৭

হে তপোধন! হাত দুখানি পরস্পর উপর্য্যধোভাগে বিপরীতভাবে সংযোজিত করিবে ও বৃদ্ধকনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত থাকিবে কিন্তু কাহার ও কাহার সঙ্গে স্পর্শ থাকিবে না ইহা হইলেই চক্র মুদ্রা হইল। দুই করতলের অভিমুখেই, অঙ্গুলি গুলি সংলগ্ন করিয়া মধ্য অঙ্গুলিদুটী উন্নত করিলে গদামুদ্রা হয়। ২৮

দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি করতল মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপর অঙ্গুলিগুলি

মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন।
পদ্মমুদ্রা ভবেদেষা ধেনুমুদ্রা ততঃপরা॥ ৩০
অনামিকে কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীনাঞ্চ মধ্যগে।
অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তভ সংজ্ঞিকা॥ ৩১
কনিষ্ঠেঽন্যোন্যসংলগ্নেঽভিমুখে চ পরস্পরং।
বামস্য তর্জ্জনী মধ্যে মধ্যমানামযোরপি॥ ৩২
বামনামিকসংস্পৃষ্ট তর্জ্জনীমধ্যশোভিতা।
পর্য্যায়েণ নতাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তভলক্ষণা॥ ৩৩
কনিষ্ঠান্যোন্যসংলগ্না বিপরীতং নিযোজিতা।
অধস্তাৎ প্রাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গারুড়সংজ্ঞিতা॥ ৩৪

নতভাবে সংলগ্ন রাখিলে পদ্মমুদ্রা করা হয় তাহার পর ধেনু মুদ্রা। ২৯

উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধি মধ্যগত করিয়া এক হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের দ্বারা অপর হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে এবং একহস্তের মধ্যমার অগ্রভাগের সহিত অপরের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোগ করিয়া সংযুক্ত করিলে ধেনু মুদ্রা হয়। ৩০

এবং পরস্পর কনিষ্ঠাঙ্গুলিদুটী অভিমুখে সংলগ্ন থাকিবে বামের তর্জ্জনী ও মধ্যমাতে দক্ষিণের মধ্যমা অনামিকা রাখিবে এবং বাম অনামিকা দ্বারা দক্ষিণের তর্জ্জনী মধ্যভাগ শোভিত হইবে ও পর্য্যায় ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদুটী নত থাকিবে ইহাকে ই কৌস্তভ মুদ্রা বলে। ৩৩

উভয় কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠও বিপরীতভাবে সংযোজিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদুটী আবার অধোমুখে অবস্থাপিত করিলে গারুড় মুদ্রা হয়। ৩৪

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকাদ্বয়ী।
কনিষ্ঠানামিকামধ্যে তর্জ্জন্যগ্রকরদ্বয়ী ॥ ৩৫
মুনে শ্রীবৎসমুদ্রেয়ং বনমালা ততো ভবেৎ।
কনিষ্ঠানামিকামধ্যা মুষ্টিরুন্নততর্জ্জনী ॥ ৩৬
পরিভ্রান্তা শিরস্যুচ্চৈ তর্জ্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ।
মুদ্রা যোনিঃ সমাখ্যাতা স্যাৎ করদ্বয়দর্শিতা ॥ ৩৭
তর্জ্জন্যাকৃষ্টমধ্যান্তা স্থিতানামিকযুগ্মকা।
মধ্যমাধঃস্থিতাঙ্গুষ্ঠা জ্ঞেয়া শস্তার্চ্চনে মুনে ॥ ৩৮
এতাভির্দশমুদ্রাভিঃ পূর্ব্বোক্তাভিশ্চ সপ্তভিঃ।
যো রামমর্চ্চয়েন্নিত্যং মোদয়েৎ স সুরেশ্বরং ॥ ৩৯
দ্রাবয়েদপি বিপেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০

হে মুনিবর। উভয় তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে মধ্যম ও অনামিকাদুটী রাখিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাদ্বয়ের মধ্যে তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেই শ্রীবৎসমুদ্রা করা হয়। তারপর কনিষ্ঠা অনামিকাও মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ লইয়া যে মুষ্টি হইবে ঐ উপর মুষ্টিতে তর্জ্জনীদুটী উন্নত রাখিয়া মাথার উপর ঘুরাইলেই দেবতাদের বনমালা করা হয়। এবং তর্জ্জনীদ্বয়ে মধ্যমাদ্বয়ের অন্তভাগ আকৃষ্ট করিয়া অনামিকা দুটীর উপর রাখিবে ও মধ্যমাদ্বয়ের অধোভাগে অঙ্গুষ্ঠ বসাইলেই যোনিমুদ্রা হয় হে মুনিবর। ইহা দেবতা পূজায় বড়ই প্রশস্ত জানিবে। ৩৮

এই দশবিধ মুদ্রা এবং পূর্ব্বোক্ত সাতপ্রকার মুদ্রা দেখাইয়া যে শ্রীরামচন্দ্রকে নিত্য অর্চ্চনা করে সে তাঁহার বড়ই প্রীতি সম্পাদন

লক্ষণান্যাসনানাং হি বক্ষ্যামি মুনিসত্তম।
তানি স্বস্তিকভদ্রাব্জবীরাদীনি ভবন্তি হি ॥ ৪১
কৃত্বোত্তানৌ ক্ষিতৌ পাদৌ তত্রৈবোরুদ্বয়ং সমং।
নিধায় নিশ্চলং হ্যেতৎস্বস্তিকং কীর্ত্ত্যতে মুনে ॥ ৪২
পাদদ্বয়ং সমং জানুদ্বয়োপরি তু কারিতং।
ভদ্রাসনমিদং শ্রেষ্ঠং জপেঽনন্তফলপ্রদং ॥ ৪৩
পাদদ্বয়ং সমং সম্যগুরুমূলদ্বয়োপরি।
কৃতং পদ্মাসনং হ্যেতৎশ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ॥ ৪৪
বামপাদে নিধায়াঙ্কং মূলং পাদঞ্চ দক্ষিণং।
বামাঙ্কাগ্রে কৃতং হ্যেতৎ বীরাসনমুদীর্য্যতে ॥ ৪৫

করিয়া থাকে। এবং ত্রিজগৎকে সেই সাধক বশীভূত করিয়া যাবদভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ৪০

হে মুনিবর! অতঃপর তোমাকে আসন সমুদয়ের লক্ষণ বলিতেছি, উহারা স্বস্তিক ভদ্র অব্জ বীর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মাটীতে চরণ দুখানি উত্তানভাবে রাখিয়া উরুদ্বয় সমান করিয়া নিশ্চল-ভাবে অবস্থানকেই স্বস্তিকাসন বলে। ৪২

দুইটী চরণই সমান ভাবে জানুদুটীর উপর রাখিলে ভদ্রাসন হয় ইহা অতি প্রশস্ত ও জপকার্য্যে অনন্ত ফল দান করিয়া থাকে। এবং দুই উরুর গোড়ার উপরিভাগে সমানভাবে বিপরীত পাদুখানি রাখা হইলে পদ্মাসন হয় ইহা সকল কর্ম্মেই শ্রেষ্ঠ জানিবে। আর বাম চরণে ক্রোড়ের মূল ভাগ ও দক্ষিণচরণ বামক্রোড়ের মধ্যে রাখা হইলেই বীরাসন বলা যায়। ৪৫

যোগাসনঞ্চ মুক্তাধঃ পার্ষ্ণিং দত্ত্বা পদান্তরং।
জঙ্ঘাদ্বয়োর্নিধায়ৈতৎ যোগেঽভীষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৬
বামাঙ্কপার্শ্বে পার্ষ্ণিঞ্চ দক্ষিণং চেতরৎ পুনঃ।
পার্ষ্ণ্যন্তরং নিধায়ৈবং কুর্য্যাজ্জানুদ্বয়ং সমং ॥ ৪৭
গোমূত্রাসনমেতৎ স্যাৎ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনং।
আসনানি বহূনি স্যুরেবমেবং জপাদিষু ॥ ৪৮
যেন কেনাসনেনৈব ধীরঃ স্থিত্বা জপাদিকং।
কুর্ব্বীত ভক্তিযুক্তস্তু ভাবয়েৎ পুরুষোত্তমং ॥ ৪৯
এবং যঃ কুরুতে পূজাং জপহোমাদিকং মুনে।
সর্ব্বেষামপি পূজ্যোঽয়মিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৫০
পূজা জপশ্চ হোমশ্চ মন্ত্রাণামুদ্ধৃতিস্তথা।
দীক্ষাভিষেকমার্গোঽপি দর্শিতোঽত্র তপোনিধে ॥ ৫১

ক্রোড়ের নীচে পদতলের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া অপরচরণ জঙ্ঘামধ্যে রাখিলেই যোগাসন হয় ইহা যোগে অভীষ্ট প্রদান করে। বামাঙ্কের পাছু দক্ষিণ পার্শ্ব রাখিবে আর দক্ষিণাঙ্কে বামপার্শ্ব রাখিয়া জানুদুটী সমান করিলেই গোমূত্রাসন করা হয় ইহা সকল পাপেরই ধ্বংস করিয়া থাকে। এইরূপ আরও বহুতর আসন জপাদি কার্য্যে বিহিত আছে জানিবে। ৪৮

ধীরব্যক্তি যে কোন আসনে স্থিরভাবে বসিয়া ভক্তিসহকারে পুরুষোত্তমের ভাবনা করিয়া জপাদি কার্য্য করিবেন। হে মুনিবর! এইরূপ ভাবে যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য করে সে ইহলোকে ও পরকালে সর্ব্বজনের পূজ্য হইয়া থাকেন। ৫০

হে তাপস! পূজা জপ হোম ও মন্ত্রোদ্ধার এবং দীক্ষাবিধি ও

পূজোপকরণাদীনাং লক্ষণান্যপি সুব্রত।
দর্শিতানি প্রযত্নেন সর্ব্বং ভক্ত্যাবধারয় ॥ ৫২
সুতীক্ষ্ণাভিহিতং যত্তদ্বৈষ্ণবং ভক্তিমুক্তিদং।
নাবৈষ্ণবেভ্যো বক্তব্যং ন শ্রাব্যমিতি মে মতিঃ ॥
যত্নেন বিষ্ণুভক্তায় চার্হতে দেয়মেব হি ॥ ৫৩

ইত্যগস্ত্য সংহিতায়াং পরমরহস্যে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অভিষেকের পরিপাটী ইহাতে দেখান হইয়াছে এবং অতি যত্নসহকারেই পূজোপযোগী দ্রব্যাদির লক্ষণ সকল বলা হইয়াছে এক্ষণে তুমি ভক্তি-সহকারে সে সকল বিষয় কিছু অবগত হইতে মনোযোগী হও। ৫২

হে সুতীক্ষ্ণ! যে কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপযোগী বিষয়ই বর্ণন করা হইয়াছে সে সকল থেকেই ভক্তি ও মুক্তি উভয়ই মিলে জানিবে তবে আমার কথা এই যে সে সমুদয় বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের বলিও না তাহারাও যেন না শুনে বিষ্ণুভক্ত মান্যজনকেই যত্নপূর্ব্বক বলিও ও পরিপাটীরূপে উপদেশ দিও। ৫২।৫৩।

ইতি অগস্ত্য সংহিতায়
অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

সুতীক্ষ্ণ মন্ত্রবর্য্যেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু সৌরেষু শাক্ত শৈবেষ্বভীষ্টদং।
বৈষ্ণবেষ্বপি সর্ব্বেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। ১
গানপত্যাদি মন্ত্রেষু কোটিকোটি গুণাধিকাঃ।
মন্ত্রেষু তেষপ্যনায়াসকামদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ॥ ২
ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্ত সর্ব্বাঘৌঘনিবারণঃ।
মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ॥ ৩

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ। গাণপত্য সৌর শৈব ও শাক্ত মন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে বৈষ্ণব মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট প্রদানকারী তারপর আবার বৈষ্ণবমন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে রামমন্ত্রেই অধিক ফল পাওয়া যায় ঐ ফলের পরিমাণ গাণপত্যাদি মন্ত্র জপের ফল হইতে কোটি কোটি গুন অধিক হইয়া থাকে সমুদয় রামমন্ত্রের মধ্যে আবার ছয় অক্ষরের ওঁ নমো রামায় এই মন্ত্রটী অনায়াসে অভীষ্ট দান করেন ও সমস্ত পাপ রাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন এই জন্য ইহাকে মন্ত্রের রাজা বলে সকল উত্তম হইতে উত্তম এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জাপকের প্রতিদিনের দুঃখ

দৈনন্দিনঞ্চ দুরিতং পক্ষমাসর্ত্ত বর্ষজং।
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তূলাচলমিবানলঃ॥ ৪
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ।
স্বর্ণস্তেয় সুরাপান গুরুতল্পাযুতানি চ॥ ৫
কোটি কোটি সহস্রাণি হ্যুপপাতকজান্যপি।
সর্ব্বাণ্যপি বিনশ্যন্তি শ্রীরামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৬
ভূত প্রেত পিশাচাদ্যাঃ কুষ্মাণ্ড গ্রহরাক্ষসাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ॥ ৭
মালিন্যমপি চ সাঙ্কর্য্যং যচ্চ যাবচ্চ দূষিতং।
সর্ব্বং বিলয়মাপ্নোতি রামমন্ত্রে তু কীর্ত্তিতে॥ ৮

দূর করে এবং অগ্নি যেমন তুলার পাহাড়কে অনায়াসে দগ্ধ করে তেমনি তাঁহার সমস্ত পাপরাশি নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকেন। ৪

অজ্ঞানকৃত কিম্বা জ্ঞানকৃতই হউক সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ এবং সুবর্ণচুরীর মহাপাপ ও গুরুপত্নীগমনের পাপ কোটি কোটি সহস্র সংখ্যক উপপাতকসমুদয় একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের নাম কীর্ত্তন করিলেই ধ্বংস পাইয়া থাকে। ৫।৬

এবং শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাতে ভূত প্রেত পিশাচ কুষ্মাণ্ড গ্রহ রাক্ষস প্রভৃতি উপদ্রবকারীরা রামভক্তের নিকট থেকে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। ৭

এবং কি পুরুষ কি নারী যে কাহারই শাস্ত্রীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন বা ব্যবহ্মন যে কিছু দোষ অথবা ব্রহ্মা থেকে এ যাবৎ যে কিছু বীজের দোষ ঘটিয়াছে তাহা এই রামমন্ত্রের প্রভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। যে যে দেশে শ্রীরামচন্দ্র ভক্তিভাবে উপাসিত হন সেই সমুদয় দেশে কখনই

আব্রহ্ম বীজদোষাশ্চ নিয়মাতিক্রমোদ্ভবাঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাং স্যুর্মন্ত্রেণানেন শাসিতাঃ ॥ ৯
যেষু যেষপি দেশেষু রামঃ পরমুপাস্যতে।
দুর্ভিক্ষাদিভিয়স্তেষু ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১০
শান্তঃ প্রসন্নো বরদোঽক্রোধনো ভক্তবৎসলঃ।
অনেনারাধিতো রামঃ প্রসীদত্যেব সত্বরং ॥ ১১
দদাত্যায়ুষ্যমৈশ্বর্য্যং সমানোত্তমতামপি।
য এবমুক্তিমার্গেণ মন্ত্রারাধনতৎপরঃ ॥ ১২
সকামো ভুক্তিমাপ্নোতি নিষ্কামো মুক্তিমেব চ।
প্রাপ্নোত্যুভয়কামশ্চেদ্ভুক্তিং মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণার্থ নিশ্চয়জ্ঞানবিত্তম।
সন্দেহংছিন্ধি পৃচ্ছামি তাতাঽত্রানুগ্রহং কুরু ॥ ১৪

দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন ভয় ঘটে না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণাবলম্বী ক্রোধশূন্য হইয়া প্রসন্নচিত্তে রামের আরাধনা করে ভক্তবৎসল শ্রীরাম তাহার কাছে সত্বর প্রসন্ন হইয়া তাহার আয়ুঃ ঐশ্বর্য্য ও সকলের প্রাধান্য প্রভৃতি অভীষ্ট প্রদান করেন। যে এই প্রণালীতে ষড়ক্ষর মন্ত্রে রামের আরাধনা করেন তিনি সকাম হইলে ভোগ প্রাপ্ত হয়েন কামনাত্যাগী হইলে মুক্তিলাভ করেন সকাম ও নিষ্কাম দুই হইলে ভোগ ও মুক্তি দুই প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। ৯—১৩

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন। হে দেব। আপনি বেদ স্মৃতিও পুরাণ সকলের সার মর্ম্ম সম্যক্ অবগত আছেন সুতরাং আমি যাহা জিজ্ঞাসা

আত্মানুভবরূপেণ সাক্ষাৎকারেণ কেবলং।
পুনরাবৃত্তিরহিতং শাশ্বতং ব্রহ্ম যাত্যপি ॥
ইতি শ্রুত্যাদি তত্বজ্ঞাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ১৫
শ্রীমতাভিহিতং রামমন্ত্রানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥
ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দন্তি কথমেতন্নিবোধয়। ১৬
নিবৃত্তিরেব মুক্তিস্তু প্রবৃত্তির্ভুক্তিরুচ্যতে।
উভয়োরপ্যেক এব কথং মার্গো ভবেদ্বদ ॥ ১৭

অগস্ত্য উবাচ।

ত্বয়া যেন যদুক্তং তৎ সত্যং সত্যবিদাংবর।
সর্ব্বজন্মসুখোচ্ছিত্তির্দুঃখোচ্ছিত্তিশ্চ তত্বতঃ ॥ ১৮
নিবৃত্তিলক্ষণা হ্যেষা মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।
বিষয়াত্যন্তসংসর্গঃ করণানাং হৃদা সহ ॥ ১৯

করিতেছি সে বিষয় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। ১৪

বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের সদর্থবেদী পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন যে অন্তরে আত্মজ্ঞানরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিলেই জীব নিত্য ব্রহ্ম লাভ করিয়া পুনরাগমন দুঃখ ভোগ করে না কিন্তু মহাশয় বলিলেন যে রামমন্ত্রের অনুষ্ঠানে জীবেরা যাতনাশূন্য হইয়া সম্পদ ও মুক্তি দুই লাভ করে কিন্তু 'নিবৃত্তি'কেই মুক্তি কহে আর প্রবৃত্তিকে ভোগসুখ বলে তবে উভয়ের প্রাপ্তিবিষয়ে একই পথ কেমনে ঘটিতে পারে তাহা বলুন। ১৫।১৭

অগস্ত্য বলিলেন। হে দ্বিজদিগের শ্রেষ্ঠতম। তুমি যাহা বলিলে তাহা আপাতত ঠিকই বিবেচনা হয় সুতরাং তোমাকে বলিতেছি

ভুক্তিঃ প্রচক্ষ্যতে লোকে বৈষম্যমুভয়োরপি।
তথাপ্যাত্মানুসন্ধানমুভয়ত্রাপি দৃশ্যতে॥ ২০
মুক্তিরাত্মানুসন্ধানে চাত্মাবস্থানমেব হি।
এতদস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববিদাং সদা॥ ২১
প্রবৃত্তৌচ নিবৃত্তৌ চ সর্ব্বদাত্মানুভাবিনাং।
কিঞ্চ রামোঽহমিত্যেব সর্ব্বদানুস্মরন্তি যে॥ ২২
ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ।
রাম এবাত্র ভোক্তা চ ভোজ্যমাদ্যং ভুজিক্রিয়া॥ ২৩
একস্মিন্নবশিষ্টে তু কিমসৎসৎপ্রসঞ্জনং।
অতো ন মুক্তিমার্গস্য রোধিনী ভুক্তিরিষ্যতে॥ ২৪
অনেন বিধিনা রামং য এবমনুতিষ্ঠতি।
স ভুক্তিমপি মুক্তিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৫

শুন তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সকল জন্মের সুখোচ্ছেদ ও দুঃখের ধ্বংস কেই নিবৃত্তি রূপিনী মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এবং মনের সহিত একযোগে ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ে যে সাতিশয় সংসর্গ তাহাকেই লোকে ভোগ বলে সুতরাং উভয়ের বেশ পার্থক্য আছে তথাপি আত্মার অনুসন্ধান উভয়েতেই দেখা যায় হে তত্ত্বজ্ঞ। আত্মার অনুসন্ধান রূপ মুক্তি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ সাধুদেরই আছে। ১৮—২১

আরও বলি যাহারা সর্ব্বদা আমিই রাম বুঝিয়া তাঁহার অনুসরণ করেন তাহারা সংসারী নহেন তাঁহারা যে নিশ্চয়ই শ্রীরামচন্দ্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সংসারে এক রামচন্দ্রই ভোক্তা ও প্রধান ভোজ্য ও তিনি ভোজনকার্য্য সুতরাং এক সেই রামই অবশিষ্ট যদি আছেন তবে আর সৎ বা অসতের প্রসক্তি কিরূপে সম্ভব হয়।

যথা বিধিনিষেধৌতু মুক্তিং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং ॥ ২৬
সদা রামোঽহমিত্যেবং চিন্তয়েদপ্যনন্যধীঃ।
ন তস্য বিহিতং লোকে নিষিদ্ধঞ্চ ন বিদ্যতে। ২৭
যথা ঘটশ্চ কলস একার্থস্যাভিধায়কঃ।
তথা ব্রহ্ম চ রামশ্চ নূনমেকার্থতৎপরঃ ॥ ২৮
অতো রামোঽহমিত্যেতৎ তাৎপর্য্যেণ বদন্তি যে।
রামো নামত এব স্যুর্ন তেষাং বিহিতাদিকং ॥ ২৯

অতএব তাদৃশ ভোগকে মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক বলা যায় না। এই বিধানে যে ব্যক্তি শ্রীরামের অনুবৃত্তি করেন সে ব্যক্তি ভুক্তি ও মুক্তি দুই যে লাভ করিবেন সে বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৫

মুক্তির কাছে যেমন শাস্ত্রের বিধি বা নিষেধ ঘেঁসিতে পারে না। তেমনি যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধান অনুসারে রামের উপাসনা করেন তাহাকেও তেমনি বিধিনিষেধের অপালন জন্য কোন দোষই স্পর্শ করিতে পারে না কারণ যে ব্যক্তি এইরূপ আমিই শ্রীরাম ইহাই অনন্য মনে সর্ব্বদা ভাবনা করেন সংসারে তাহার কাছে বিহিত বা অবিহিত কিছুই নাই। ২৭

যেমন ঘট ও কলস উভয়ই একই বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে তেমনি ব্রহ্ম ও রাম উভয়ই একার্থেরই বাচক অর্থাৎ পরস্পর অভিন্ন। ২৮

অতএব আমি রাম এই কথা যাহারা আন্তরিকজ্ঞানে বলিয়া থাকেন তাঁহারা বাস্তবিকই রাম হয়েন সুতরাং তাঁহাদের বিহিতও অবিহিত কিছুই নাই। ২৯

দাতব্যমস্মৈ দদন্তি যে যাবৎ কিঞ্চিদন্বহং।
উদকৌদনবস্ত্রাদি রামায়ৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
অতো ব্রহ্মবিদে দত্তমানন্ত্যায় প্রকল্পয়েৎ।
যে দুষ্যন্ত্যপি নিন্দন্তি তৎপাপফলভাজনাঃ ॥ ৩১
অতো ব্রহ্মবিদাং দ্বেষো ন কর্ত্তব্যঃ কৃতেপ্সুভিঃ।
নিন্দা চ নৈব কর্ত্তব্যা হিতমেব সমাচরেৎ ॥ ৩২
যে স্তুবন্ত্যনুমোদন্তি দদত্যস্মৈ মনীষিণঃ।
তৎ পুণ্যমখিলং লব্ধা তদ্গতিং প্রাপ্নুবন্ত্যপি। ৩৩
জ্ঞাত্বা তমেবমাত্মানং কৃত্যংকুরু নিরন্তরং।
এতেনৈব তবাভীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
ত্যজন্ দুর্জ্জনগোষ্ঠীষু বিরহেচ্ছাং সমাচর।
হিতমেব সতাং নিত্যমহিংসাতৎপরো ভব ॥ ৩৫

এবং দান করিতে হয় বলিয়া যাহারা প্রত্যহ অন্নবস্ত্রাদি যে কিছু সামান্য বস্তু সৎপাত্রে দান করে তাহা শ্রীরামকেই দান করা হয় জানিবে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীকে দান করিলে অনন্তফল লাভ হয় যাহারা তাঁহাদের নিন্দা করে বা তাহাদের দোষ উদ্ঘাটন করে, তাহারা সেই কর্ম্মের কুফল আপনারাই ভোগ করেন অতএব হে মুনিবর। সুকৃতিদের উচিত নহে ব্রহ্মজ্ঞানীদের দ্বেষ করা অথবা নিন্দাকরা কেবল তাঁহাদের হিত আচরণই কর্ত্তব্য। ৩২

যে পণ্ডিতেরা এই শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করেন ও তাঁহার চিন্তাতেই আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁহাকে সকল উৎসর্গ করেন তাহারা সমস্ত, পুণ্য লাভ করিয়া রামে লীন হএন। হে সুতীক্ষ্ণ। তুমি তাঁহাকেই পরমাত্মস্বরূপে অবগত হইয়া নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান কর,

তৎপ্রাপ্তিসাধনান্যষ্টৌ তানি বক্ষ্যামি তৎশৃণু।
যমো নিয়মসংজ্ঞঃ স্যাদাসনঞ্চ তৃতীয়কং ॥ ৩৬
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারস্তু পঞ্চমঃ।
ধারণা চ তথা ধ্যানং সমাধিরিতিঃসত্তম ॥ ৩৭
প্রত্যেকমেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণান্যপি সুব্রত।
তদ্বিবিচ্য প্রবক্ষ্যামি তচ্চ লক্ষণমপ্যহো ॥ ৩৮
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতি যমা দশ ॥ ৩৯
সর্ব্বেষামপি জন্তূনামক্লেশজননং মুনে।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভি র্নমহিংসেত্যভিধীয়তে ॥ ৪০
যথাদৃষ্টশ্রুতার্থানাং স্বরূপকথনং পুনঃ।
সত্যমিত্যুচ্যতে ধীরৈস্তদ্ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধকং ॥ ৪১

তাহা হইলে তোমার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই এবং তুমি দুর্জ্জনদের সংসর্গ ছাড়িয়া বিচরণ কর সজ্জনদের হিত করিবার জন্য সচেষ্ট হও সদা অহিংসা ধর্ম্মকেই সার বুঝিয়া চল তোমার নিত্যসুখ ঘটিবে। এক্ষণে জীবের তাঁহাকে পাইবার যে আটটী প্রধান সহায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা ও সমাধি এই আটটীর সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। হেসুব্রত! ইহাঁদের প্রত্যেকের লক্ষণও বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিতেছি শুন। ৩৮

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য দয়া আর্জ্জব ক্ষমা ধৃতি মিতাহার ও শৌচ এই দশটীর অনুষ্ঠানকেই যম বলে। হে মুনে! ইহার মধ্যে বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বজীবের ক্লেশের অনুৎপাদনকেই অহিংসা

তৃণাদেরপ্যথাদানং পরস্ব চেত্তপোধন।
অস্তেয়মেতদপ্যঙ্গং ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ সনাতনং ॥ ৪২
অবস্থাস্বপি সর্ব্বাসু কর্ম্মণা মনসাপি বা।
স্ত্রীসঙ্গতিপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ৪৩
পরেষাং দুঃখমালোক্য স্বস্তেবালোচ্য তস্ব চ।
উৎপাদনানুসন্ধানং দয়েতি প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪৪
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
সর্ব্বেষামপি কৌটিল্যবাহিত্যং হ্যার্জ্জবংভবেৎ ॥ ৪৫
সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বদাপি সর্ব্বত্রাপ্যপকারিষু।
বন্ধুম্বিব সমাচারঃ ক্ষমা স্যাদ্‌ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৪৬

বলে। এবং সকল বিষয়েই যেমন দেখা যেমন শুনা তদনুরূপ বলাকেই পণ্ডিতেরা সত্য বলিয়া থাকেন ইহা ব্রহ্মলাভের প্রধান উপায়। ৪১

হে তপোধন! পরের অজ্ঞাতে পরকীয় অকিঞ্চণ তৃণ গাছটীকেও না লওয়ার নাম অস্তেয় ইহাও একটী ব্রহ্মলাভের উপায় জানিও।

সাধারণ স্ত্রীজনে। অধিক কি সবর্ণা সহভার্য্যাতেও কার্য্যত ও মনেতেও সঙ্গম পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য।

পরের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিজেরই বিবেচনা করত সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাকে পণ্ডিতেরা দয়া নাম দিয়াছেন। ৪৪

সমুদয় ব্যবহারেই কায়মনোবাক্যে দ্বারা সকলের কুটিল ভাব পরিত্যাগকে সারল্য কহেন।

হে ব্রহ্মজ্ঞ! সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে অপকারী, শত্রুদের প্রতিও

ইচ্ছা প্রযত্নবাহিত্যং যাতেষু বিষয়েম্বপি।
নো ভবেৎ তাংধৃতিং ধীরাঃ প্রাবদন্তি সতাংবর ॥ ৪৭
ভোজ্যস্যৈব চতুর্থাংশাভোজনং সুস্থচেতসঃ।
অম্লঝকটু তাম্বুল লবণাদি বিবর্জ্জিতং ॥ ৪৮
হিতংমেধ্যং সুতীক্ষ্ণেতন্মিতাহারং প্রচক্ষতে।
নির্গতং নবরন্ধ্রেভ্যো রোমকূপেভ্য এব চ ॥ ৪৯
মলং বদন্তি দ্বারাণাং ক্ষালনং শৌচমুচ্যতে।
মৃজ্জলাভ্যাং বহিঃসম্যগ্‌নির্ম্মলীকরণং পুনঃ ॥ ৫০
পূর্ব্বোক্তভূতশুদ্ধ্যান্তঃশৌচমাচক্ষতে বুধাঃ।
এতে দশ যমা ব্রহ্মংস্তব ক্ষপ্রাপ্তিহেতবঃ ॥ ৫১

সর্ব্বান্তঃকরণে বন্ধুর মত ব্যবহারকে শাস্ত্রে ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ৪৬

হে সাধো! ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু সমুদয় বিনা যত্নে আয়ত্ত হই-বার মত হইলেও তাহাতে বাসনা না রাখাকেই পণ্ডিতেরা ধৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৪৭

হে সুতীক্ষ্ণ! সুস্থ শরীরে থাকিয়াও ভোজ্যের চতুর্থাংশ না খাওয়া এবং ঠাণ্ডা কিম্বা কটু কি লবণাক্ত ত্যাগ করিয়া হিতকর পবিত্র অন্ন খাওয়াকেই মিতাহার বলে।

দেহের নয়টী দ্বার দিয়া ও রোমকূপ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাকে মল বলে সুতরাং সেই দ্বার সমুদয়ের প্রক্ষালনের নাম শৌচ।

মাটী ও জল দিয়া দেহের বাহিরের প্রক্ষালনকে বহিঃ শৌচ বলে আর পূর্ব্বে যেরূপ ভূতশুদ্ধির কথা বলিয়াছি তাহা করিলে অন্তর শুচি হইয়া থাকে। হে সুতীক্ষ্ণ! এই যে দশবিধ যমের পরিচয় দিলাম

তপশ্চ তুষ্টিরাস্তিক্যমীশ্বরারাধনং তথা।
সিদ্ধান্তলক্ষণঞ্চৈব লজ্জা দানং মতিস্তথা ॥ ৫২
ব্রতং জপো দশৈতানি সুতীক্ষ্ণ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যেকমেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণানি তপোনিধে ॥ ৫৩
তপস্ত্বনশনং নাম বিধিপূর্ব্বকমিষ্যতে।
অনায়াসোপবাসেন তৃপ্ত্যুৎপত্ত্যৈব জীবনং ॥ ৫৪
তুষ্টিরেষাবধার্য্যৈব তৎপ্রাপ্তির্নানয়া বিনা।
শ্রুত্যাদ্যুক্তেষু বিশ্বাস আস্তিক্যং সংপ্রচক্ষতে ॥ ৫৫
ইষ্টং দেবার্চ্চনং সম্যগ্বিধিপূর্ব্বকমন্বহং।
ত্রিসন্ধ্যমেকদা চাপি ভবত্যেবেশ্বরার্চ্চনং ॥ ৫৬
বৈষ্ণবাগমসিদ্ধান্তশ্রবণং মননন্তথা।

ইহারা ব্রহ্মলাভের প্রধান সহায় জানিবে আর—তপস্যা সন্তোষ আস্তিক্য ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধান্তলক্ষণ লজ্জা দান মতি ব্রত ও জপ এই দশটীর নাম নিয়ম। হে তাপস! তোমাকে ইহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষণ বলিতেছি শুন। ৫৩

বিধিবিধানে উপবাস প্রভৃতি কর্ম্মের নাম তপস্যা অক্লেশে উপবাসাদি করিয়াও তৃপ্তিসহকারে যে জীবনধারণ করা তাহাকেই সন্তোষ বলে ইহা ব্যতীত সেই রামধনকে মিলা কঠিন জানিবে।

এবং বেদাদির বাক্যে একান্ত বিশ্বাসকেই আস্তিক্য কহে আর প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বা একবারই হউক শাস্ত্রবিধানে অনুসারে ইষ্ট দেবতার পূজা করাই ঈশ্বরের আরাধনা বলে। ৫৬

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি মধ্যান্তোদর্কদর্শনং।
সিদ্ধান্তাবেক্ষণং হ্যেতৎ প্রোচ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ। ৫৭
শ্রুত্যাদিভির্লৌকিকৈশ্চ যত্তদত্যন্তনিন্দিতং।
তত্রাপ্রবর্ত্তনং লজ্জা বাঙ্মনঃকর্ম্মণামপি॥ ৫৮
যদিষ্টদেবতাংধ্যাত্বা তদর্পণধিয়াহ্বহং।
সৎপাত্রে দীয়তেঽর্থাদি তদ্দানমভিধীয়তে॥ ৫৯
স্বতস্তদনুসন্ধানং সম্যক্ সদসতোরপি।
শাস্ত্রোক্তয়োর্গতিরিয়ং তত্ত্ববিদ্ভিরুদীর্য্যতে॥ ৬০
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য শশ্বদাবর্ত্তনং হি যৎ।
অন্তরঙ্গাক্ষরাণাঞ্চ ন্যাসপূর্ব্বো জপো ভবেৎ॥ ৬১

বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণকে মনন কহে ও বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতির আদি মধ্য ও শেষ নিপুণভাবে দেখাকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত দর্শন বলেন। ৫৭

এবং বেদাদি শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে ও যাহা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কায়মনোবাক্যে অপ্রবৃত্তির নাম লজ্জা। ৫৮

এবং প্রত্যহ ইষ্টদেবকে ধ্যান করত তাহাতেই সমর্পণ করিতেছি বিবেচনায় যে সৎপাত্রে ধনাদি দেওয়া হয় তাহারই নাম দান। এবং শাস্ত্র কথিত সৎ ও অসতের যে সম্যকরূপে আপনা হইতেই অনুসন্ধান বুদ্ধি তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা মতি বলিয়া থাকেন। ৬০

প্রথমে গুরুদত্ত মন্ত্রের অন্তরঙ্গ বর্ণ সমুদয়ের প্রাণায়াম করিয়া বারংবার অভ্যাসের নাম আবর্ত্তন ও সকলেরই নিয়ম গ্রহণ পূর্ব্বক

কর্ত্তব্যস্ত সমস্তস্ত নিয়মগ্রহণং ব্রতং। ৬২
নিয়মব্যতিরেকেণ সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলং।
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কৃতং যৎ সফলং ভবেৎ॥ ৬৩

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে।
একোন বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অনুষ্ঠানের নাম ব্রত, কারণ নিয়ম ব্যতীত যাহাই করিবে সবই বিফল হয়। ও যম ও নিময় সহযোগে যে কিছু করা হয় সকলই সফল হইয়া থাকে। ৬৩

অগস্ত্য সংহিতায়।
একোনবিংশঽধ্যায়।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

---*---

অগস্ত্য উবাচ।

একত্রৈব স্থিরীভাবঃ পূর্ব্বোক্তৈর্নিয়মৈঃ সহ।
মুলার্পিতশরীরস্য এতদাসনমিষ্যতে ॥ ১
প্রাণায়ামানথো বক্ষ্যে মুমুক্ষোরুপকারকান্।
যৈঃকৃতৈর্দহ্যতেঽঘৌঘঃ শুষ্কেন্ধনোঽগ্নিভির্মুনে ॥ ২
ইন্দ্রিয়েষপি যে দোষা বাত পিত্তকফোদ্ভবাঃ।
ত্বগস্থ্যাংস মেদোঽস্থি মজ্জান্ত্র শুক্রসম্ভবাঃ ॥ ৩
এতে সর্ব্বেঽপি দহ্যন্তে প্রাণস্যান্তর্নিরোধনাৎ।
প্রায়শ্চিত্তমঘৌঘানাং মুখ্যমেতদ্বদন্ত্যপি ॥ ৪

বিংশোঽধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে মহাভাগ! পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সমুদয়ের সহযোগে এক সময়েই এক স্থানে দেহের যে স্থিরী করণ তাহাকেই আসন বলে। এক্ষণে মুক্তিকামীদের মহোপকারী প্রাণায়ামের কথা বলিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানে অগ্নি সংযোগে শুষ্ক কাষ্ঠের মত পাপ রাশি দগ্ধ হইয়া থাকে।

এবং ইন্দ্রিয় সমুদয়ে বাত পিত্ত বা কফ থেকে যে দোষ জন্মায় কিম্বা চর্ম্ম মাংস মেদ রক্ত আঁৎ অস্থিমজ্জাও শুক্র প্রভৃতি হইতে যে সকল দোষ জন্মিয়া থাকে সে সমুদয় প্রাণ বায়ুকে অন্তরে রোধ করিবার অভ্যাসে নষ্ট হইয়া যায়। ৪

পুনরাবৃত্তিরহিত শাশ্বতব্রহ্মকাঙ্ক্ষিভিঃ।
প্রাণায়ামশ্চ সততং কর্ত্তব্যো বিধিবন্মুনে ॥ ৫
সম্যঙ্‌নিরুধ্য চ প্রাণানন্তঃকরণমাত্মনি।
স্বয়মেবাবশিষ্টঃ সন্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৬
জানুবিম্বং করাগ্রেণ ত্রিঃপরামৃশ্য সত্বরং।
প্রদত্ত্বাচ্ছোটিকামেকামিয়ং মাত্রা কনীয়সী ॥ ৭
মধ্যমা দ্বিগুণা চৈব সা জ্যেষ্ঠা ত্রিগুণা স্মৃতা।
অধমো মধ্যমশ্চৈব প্রাণায়ামস্তথোত্তমঃ ॥ ৮
অধমঃ পঞ্চদশভিস্ত্রিংশদ্ভি র্মধ্যমো ভবেৎ।
মাত্রাভিরুত্তমঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্ভিরুচ্যতে ॥ ৯
প্রাণায়ামৈঃ কৃতৈঃ শশ্বৎকৃতৈঃ ষোড়শভি র্মুনে।
দৈনন্দিনঞ্চ যৎ পাপং তৎ সর্ব্বং নশ্যতি ধ্রুবং ॥ ১০

এই প্রাণায়ামকে পণ্ডিতেরা বড় বড় পাপ রাশির প্রধান প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

হে মুনিবর! যে নিত্য ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে পুনরায় জঠর যাতনা ভুগিতে হয় না। সেই ব্রহ্মের অভিলাষ থাকিলে সততই যথাবিধানে প্রাণয়াম করা উচিত জানিবে। প্রাণকে অন্তরে ও অন্তঃকরণকে পরমাত্মায় আবদ্ধ করিলে কেবল আপনিই এক অবশিষ্ট থাকিবে তুমি তখন ব্রহ্ম ভিন্ন নহ ব্রহ্মই হইবে। ৫

জানুদুটী করাগ্রভাগ দিয়া অতি সত্বর তিনবার স্পর্শ করার সময়টুকুমাত্র যে একবার বায়ুর বাহিরের নিঃসরণ বন্ধ করা হয় ইহাকে লঘুমাত্রা কহে ইহার দ্বিগুণ কাল রোধকে মধ্যম ও তিন গুণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে।

পরোপতাপজং পাপং পরদ্রব্যাপহারজং।
পরস্ত্রীমৈথুনোৎপন্নং প্রাণায়ামশতং দহেৎ ॥ ১১
মহাপাতকজাতানি ব্রহ্মহত্যাশতানি চ।
সর্ব্বাণ্যপি প্রদহন্তে প্রাণায়াম চতুঃশতৈঃ ॥ ১২
আদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষপ্যশুভেষপি ॥ ১৩
প্রাণায়ামৈর্ব্বিনা যত্তৎ কৃতংকর্ম্ম নিরর্থকং।
অতো যত্নেন কর্ত্তব্যাঃ প্রাণায়ামাঃ শুভার্থিভিঃ ॥ ১৪

প্রাণায়াম ও উত্তম মধ্যম ও অধম আছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উত্তমাদির মাত্রার যে কোন ধরিয়া পোনেরো মাত্রা কাল প্রাণ নিরোধে অধম প্রাণায়াম হয়;আর ত্রিশ মাত্রায় মধ্যম ও পঁয়তাল্লিশ মাত্রায়উত্তম প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

হে মুনিবর! যে কেহ দৈনিক কিছু পাপ সঞ্চয় করিবে নিরন্তর ষোলোবার প্রাণায়াম করিলে সে সকল নিশ্চিতই নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পরের মনোবেদনা দিইলে যে পাপ হয় কিম্বা পর দ্রব্য চুরি করাতে বা পরনারীতে সঙ্গম করিলে যে পাপ হয়, তাহা শতবার প্রাণায়ামে দগ্ধ হইয়া থাকে শত, শত ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক জনিত পাপ সকল চারি শতবার প্রাণায়ামে দগ্ধ হইয়া যায়। ১২

সুতরাং মঙ্গলই হউক বা অশুভ অভিচারাদিই হউক সকল কর্ম্মেরই আগেও শেষে যত্নসহকারে প্রাণায়াম করিবে। ১৩

যাবচ্ছক্যং নিয়ম্যাসূন্ মনসৈব জপেন্মনুং।
রামং মুহুর্মুহুর্ধ্যায়ন্ পূর্ব্বোক্তং বিধিবন্মুনে॥ ১৫
যাবতীভিশ্চ মাত্রাভিরিন্দ্রিয়াণ্যপি ধাবতঃ।
প্রক্ষুভ্যন্তে শরীরঞ্চ তাবন্মাত্রাসুসংযমঃ॥ ১৬
প্রাণায়ামৈর্ব্বিনা তস্য জপহোমার্চ্চনাদিকাঃ।
ন ভবন্ত্যেব তাঃ সর্ব্বা যত্নেনাপি কৃতাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১৭
ইন্দ্রিয়াণাং হৃদা সার্দ্ধং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং।
প্রত্যাহারো ভবেদেতৎ সম্যগিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥ ১৮
জীবস্য ব্রহ্মরূপেণ নির্দ্ধারো বাথ যুক্তিতঃ।
পূর্ব্বোক্তায়াস্তু মাত্রায়াং প্রাণায়ামক্রমোত্তবা॥ ১৯
আত্মন্যপি স্থিরীভাবশ্চিত্তস্যৈবাত্র ধারণা।
সম্যগালোকনং ধ্যানং রামং হৃদি নিধায় চ॥ ২০
অঙ্গাদিভূষণৈঃ সার্দ্ধং বাহনাবরণৈরপি।
সত্যজ্ঞানসুখৈকত্বপ্রাপ্তয়ে প্রাপ্তিসাধনং॥ ২১

মুনিবর! যতটুকু সময় পারিবে প্রাণ বায়ুর রোধ করিয়া রামকে মনে মনে ধ্যান করিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে। যে টুকু মাত্রাতে নিশ্বাস বন্ধ করিলে ইন্দ্রিয়বর্গ ও শরীর সংক্ষুব্ধ হয় সে সময়টুকু প্রাণায়াম করিবে। বিশেষ রামচন্দ্রের পূজা করিলেও যদি তাহা প্রাণায়াম বিহীন হয় তবে বৃথাই জানিবে। ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের সঙ্গে একযোগে ফিরান হইলেই প্রত্যাহার করা হয়। প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয় জয়েরই নাম প্রত্যাহার। আর জীবের ব্রহ্মরূপে ধারণা ও চিত্তের আত্মাতে ভগবানকেই ধারণা বলে। আর রামকে ভূষিত বাহনায়ুধ যুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া হৃদয়ে দর্শন করার নাম ধ্যান।

সমাধির্ধর্ম্মচিন্তা স্যাত্তবান্তরশতেহপি।
সমাধিরথবা জীবব্রহ্মণোরৈক্যচিন্তনং ॥ ২২
ব্রহ্মীভূয় স্বয়ং জীবো নিরুদ্ধাসুর্বিলীনভূঃ।
অতোহপ্যনন্যসদ্ভাবাৎ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ২৩
মুহূর্ত্তাবস্থিতৌ বাপি সমাধিরথবোচ্যতে।
এবমষ্টাঙ্গসম্পন্নো যোগযুক্তশ্চ সংযতঃ ॥ ২৪
* সূর্য্যস্য মণ্ডলং ভিত্বা যাতি ব্রহ্ম সনাতনং।
য এবমভ্যসেন্নিত্যং বিনীতঃ শান্তএব চ ॥ ২৫
বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামঃ সোহমৃতত্বায় কল্পতে।
নিরস্তাশেষদুরিতঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬
এবমভ্যাসযোগেন স যাতি পরমাং গতিং।
কর্ম্মযোগেন বা জ্ঞানযোগেনাথোভয়েন চ ॥ ২৭
প্রাপ্যতে পুনরাবৃত্তিরহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং।
করোত্যনুদিনং যস্তু তত্তৎফলগতস্পৃহঃ ॥ ২৮
জপহোমাদিকং কর্ম্ম সমুন্নীয়েত তৎপদে।
সগুণং নির্গুণংবাথ ধ্যায়েন্তো রঘুনন্দনং ॥ ২৯

---

* ধর্ম্মচিন্তাকে সমাধি বলে অথবা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তাকেও সমাধি বলা হয় ঐ অবস্থায় জীব ব্রহ্ম রূপেই অবশিষ্ট থাকেন উহা অতি শেষ অবস্থা। এই প্রকার অষ্টাঙ্গযোগ যুক্ত হইলে জীব সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ করেন যিনি এরূপ অভ্যাস করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। কর্ম্মযোগে কি জ্ঞানযোগে অথবা উভয় যোগেতেই সেই সনাতন ব্রহ্ম লাভ হয় যাহা পাইলে আর আসিতে হয় না। আর যে জপহোমাদি কার্য্যকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া

কর্ম্মানপেক্ষধ্যানেন স যাত্যেব পরং পদং।
ধ্যানেন কর্ম্মণা চৈব যোঽভ্যসেদ্রামমব্যয়ং ॥ ৩০
স যাত্যেবোত্তমং স্থানং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে।
ততঃ সুতীক্ষ্ণ যত্নেন যোগী ভব তপোনিধে ॥ ৩০
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যপ্যনুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃসম্যক্ ভক্তির্ভবতি রাঘবে ॥ ৩১
সংসারসাগরস্যাস্য পারং প্রাপ্তুং যদীচ্ছসি।
কর্ম্মযোগেঽথবা জ্ঞানযোগে প্রবিশ সত্বরং ॥ ৩২
সর্ব্বদুঃখাভিভূতানাং ভ্রান্তানাং গতচেতসাং।
ত্রাতা স এব সংসারে রাঘবঃ স্বয়মেব হি ॥ ৩৩
প্রক্ষীণাশেষপাপানাং জ্ঞানযোগঃ প্রশস্যতে।
কর্ম্মযোগস্তু সর্ব্বেষাং ভবেন্নির্বাণসাধনং ॥ ৩৪

সগুণ বা নির্গুণভাবে সেই রামের ধ্যান করেন তাহার সেই নিষ্কাম ধ্যানে পরম পদ লাভ হয়। ৩০

তিনি উত্তম লোকেই গমন করেন যথায় যাইলে আর ফিরিতে হয় না। হে সুতীক্ষ্ণ! তারপর তুমি পরম যত্নে যোগাভ্যাস করিতে থাক। হে তাপস! কোটি জন্মে অনুষ্ঠিত ব্রত উপবাস ও নানাবিধ যজ্ঞ রূপ কর্ম্মযোগের ফলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি হইয়া থাকে এই দুষ্পার সংসারসাগর পার হইতে অভিলাষ যদি হইয়া থাকে, তবে অতি শীঘ্র কর্ম্মযোগে বা জ্ঞানযোগে প্রবেশ কর। ৩১।৩২

নানা দুঃখে অভিভূত ভ্রান্ত হতচেতন জীবগণের এই সংসারে সেই রঘুনাথই একমাত্র ত্রাণকর্তা দ্বিতীয় নাই। যাহাদের অশেষ

জ্ঞানেন কর্ম্মণাবাপি রামং সম্যগিহার্চ্চয়।
সুতীক্ষ্ণ তচ্ছরীরস্ত ক্ষয়িষ্ণু পিপতিষ্ণু চ॥ ৩৫
ত্বগসৃঙ্মাংস মেদোঽস্থি মজ্জা শুক্রময়ং নয়ু।
শাস্ত্রোপপাদিতং সম্যগনুতিষ্ঠ সনাতনং।
কর্ম্মযোগস্তথা জ্ঞানযোগং বা যোগবিত্তম॥ ৩৬
শ্বঃ করিষ্যামি কর্ত্তব্যমিতি কশ্চিদ্বিচিন্তয়েৎ।
স্বস্যাস্যে স্বয়মেবার্য্য মন্দো ধূলিং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ৩৭
সম্যগ্বৈরাগ্যনিষ্ঠস্য পারতন্ত্র্যচেতসঃ।
ছর্দ্দিতান্ননিভাঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে বিষয়াঃ স্বয়ং॥ ৩৮
শরীরিত্বমপি প্রায়ো বিরক্তস্যৈব শোভতে।
বিরক্তস্য তদা স্যাত্তু ত্যাজ্যং সর্ব্বাত্মনা ভবেৎ॥ ৩৯
অত্যমেধ্যশরীরস্য বিষ্ঠামধ্যগতাদপি॥ ৪০

পাপ ক্ষয় হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞানযোগ প্রশস্ত আর কর্ম্মযোগ সকলেরই অভীষ্ট লাভের কারণ।

হে সুতীক্ষ্ণ! জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মানুষ্ঠানে এ সংসারে রামকে উত্তমরূপে অর্চ্চনা কর কারণ ইহা স্থির জানিও এই চর্ম্ম মাংস মেদ অস্থি মজ্জা রক্ত ও শুক্র রূপ উপাদানে সজ্জিত এই তোমার সুন্দর দেহ নশ্বর ও পতনোন্মুখ ইহাতে অনুরক্ত হইও না। অতএব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সনাতনধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর কর্ম্মযোগ তাঁহাতেই নিষ্পন্ন হইবে। যদি কেহ ভাবে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কল্য করিব সেই মূঢ় ব্যক্তি নিজেরই মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ৩৮

বিরক্ত পুরুষেরই তখন সর্ব্বতোভাবে সমুদয় ত্যাগ হয় আবার ঐ

তত্ত্বনিষ্ঠো বিশেষেণ প্রাণিনাং মনুতে হিতং।
শরীরেঽস্মিন্নমেধ্যত্বমীদৃশংনাম দেহিনাং ॥ ৪১
ত্বগাদ্যেকৈকসংস্পর্শে স্নানমেব বিশোধনং।
শৃগালৈরপি গৃধ্রৈশ্চ নীয়তে যত্নতো বিধিঃ ॥ ৪২
পিধত্তে চর্ম্মণা নৈব শরীরাণি শরীরিণাং।
তত্তৎপ্রতিপদং সম্যগাপদাং পদমীদৃশং ॥ ৪৩
ততঃশরীরং বিশ্বস্য য উদাস্তে স মূঢ়ধীঃ।
দুঃখৈকানুভবার্থায় নির্ম্মিতৈতৎ কৃতংবপুঃ ॥ ৪৪
পরমার্থবিদপ্যেতৎ বীক্ষমাণো ন বীক্ষতে।
ব্যামোহিতে জগত্যস্মিন্ মায়য়ৈব মহাত্মনঃ ॥ ৪৫

তত্ত্বজ্ঞানে উঠিলে বিষ্ঠামধ্যগতবস্তু অপেক্ষা জীব দেহকে অমেধ্য বিবেচিত হয়।

দেহের অমেধ্যতার পরিচয় কি বলিব যখন জীবহীন দেহের ত্বক্ প্রভৃতি এক একটীর স্পর্শে স্নানই বিশুদ্ধিসাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শেষ ঐ চর্ম্মাদি শৃগাল কুকুরেই কেবল সংগ্রহ করে সুতরাং প্রাণীদের এই নানা অপবিত্র বস্তুময় দেহটী চর্ম্ম দিয়া ঢাকা রহিয়াছে মাত্র ভিতরে সকল অস্পৃশ্য নিহিত। অতএব এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া যে মূঢ় যথার্থ জানিতে ঔদাস্য করে তাহার দেহটী বিধাতা কেবল দুঃখ রাশি অনুভব করিবার নিমিত্তই বিধান করিয়াছেন জানিবে। মহাত্মা জগদীশের মায়ায় আবৃত এই সংসারে পরমার্থ জ্ঞান হইলেও সময়ে অন্ধ হইয়া যায় বলিয়া এ সব দেখিতে পান না। ৪৪

আর বিষ্ণুর স্বরূপজ্ঞ পুরুষ শীঘ্র শীঘ্র দেহান্তর প্রাপ্ত হন এবং বারংবার দুঃখকেই সুখ বিবেচনা করিয়া অনুভব করেন আর

বিষ্ণোস্তত্ত্ববিদপ্যাশু দেহান্তরমুপৈত্যহো।
সুখবুদ্ধ্যা দুঃখমেব ভূয়োঽপ্যনুভবেত্ত যঃ ॥ ৪৬
পতত্যকিঞ্চনো ভূত্বা কুটুম্বভরণাকুলঃ।
ভ্রমত্যেবাতুরো ভূত্বা দুঃখাবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৭
দুঃখমিত্যবিজানাতি দুঃখং নৈব তপোধন।
সর্বাত্মনা পরিত্যাজ্যে সর্ব্বষামপি দুঃখদে ॥ ৪৮
প্রবিশেৎ কো ভবেগন্দে ততোঽপ্যাদৌ পুনর্হতঃ।
ন কিঞ্চিদপি কর্ম্মাত্র নিষ্ফলং বিদ্যতে মুনে ॥ ৪৯
ইচ্ছেৎ পুনঃ প্রবেশায় ভবেন্মুক্তোঽপি বধ্যতে।
অতো ন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ফলার্থিত্বেন সূরিভিঃ ॥ ৫০
নচেৎপতন্তি সংসারে দুঃখাবর্ত্তে বিমোহিতাঃ।
যদি কুর্য্যুঃ ফলং তত্তদনপেক্ষ্যার্চ্চনাদিকং ॥
ঈশ্বরোঽপি সমুদ্ধর্ত্তুং শক্তো ভবতি নান্যথা। ৫১
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

যাহারা স্বজন পালনে ব্যস্ত হন তাহারা দারিদ্র্যের পীড়নে নানা অকর্ম্ম করিতে থাকিয়া আবার সংসারেই পড়িয়া বারংবার দুঃখ সাগরে ভ্রমণ করিতে থাকে। আর দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝিতে পারে না।

অতএব হে তপোধন! সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ও সকলেরই দুঃখদায়ক এই অতি দুষ্ট সংসারে কোন্ সুমতি প্রবেশ করিতে চাহে কোন কর্ম্মই নিষ্ফল নাই সুতরাং সেই সকল কর্ম্ম করিয়া কে আর পুনরায় সংসারে ঢুকিতে বাসনা করে তাহা হইলে মুক্ত ব্যক্তি ও আবার বন্ধন প্রাপ্ত হন অতএব পণ্ডিতেরা ফলকামনায় কোন কর্ম্মই করেন না।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্যউবাচ ।

অথাতোঽহং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতমং পরং ।
যদশেষেণ দুঃখঘ্নং তচ্ছৃণুষ্ব তপোনিধে ॥ ১
তৎপ্রাপ্তিসাধনেনৈব কর্ম্মাণীত্যপি চিন্ত্যতে ।
কর্ম্মণামীদৃশং যস্মাদ্বিহিতং সুকৃতং তথা ॥ ২
রহস্যমেতত্তস্মাস্তি তদস্মন্মুক্তয়ে কথং ।
যো যত্র চাধিকারিত্বে চোদিতস্তাদৃশো নহি ॥ ৩
জগত্যপি ধনং স্থায়োরাগতং কচ মে বদ ।
ঋত্বিজঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞাঃ যজমানহিতৈষিণঃ ॥

যদি পূজাদি করেন তাহাতে ফলের অপেক্ষা রাখেন না নচেৎ মোহিত হইয়া দুঃখময় সংসারে আবার এমন পড়েন যে জগদীশও তাঁহাকে উঠাইতে সমর্থ হন না । ৫১

ইতি অগস্ত্যসংহিতায় বিংশ অধ্যায় ।

একবিংশ অধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন । হে তাপসপ্রধান ! অতঃপর আমি তোমাকে যাহাতে সকল দুঃখ দূর হয় সেই গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর । সেই ব্রহ্মলাভ বিষয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা কারণ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে পুণ্য রূপ ফল জন্মাইয়া দেয় ইহাকি

ক বা তিষ্ঠন্তি মন্ত্রাশ্চ নিয়মাধ্যাপিতাঃ পুনঃ । ৪
অধীতানি যমেনাপি সম্যথা পাঠনং কুতঃ ॥ ৫
কথমেবংবিধং কর্ম্ম ফলসাধকমিধ্যতে ।
যদর্থসাধকত্বেন যচ্চ যস্থ প্রচোদিতং ॥ ৬
তত্রৈবোক্তং প্রযত্নেন ব্যঙ্গমেতত্তদসাধকং ।
কর্ত্তুংকারয়িতুং বাপি ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ॥ ৭
ন শক্তোহন্তিতি মে বুদ্ধি র্বিহিতং বিধিবৎ স্বয়ং ।
কো বান্যো বিধিবৎ কর্ম্ম কৃস্বেষ্টং সাধয়েৎ পুনঃ ॥ ৮
কর্ম্ম কর্ত্তা কৃতিশ্চৈব সাধনানি বহূনি চ ।
এতৎ সাধ্যং ফলং তেন সুখী ভবতি দেহবান্ ॥ ৯
তেষাং ন্যূনাতিরিক্তাভ্যামতথাচোদিতা সতী ।
বিপরীতফলস্থাপি ধাত্রী স্থাৎ কৃতিরঞ্জসা ॥ ১০

পরম রহস্থ সুতরাং সেই নশ্বর কর্ম্মে মুক্তিসাধন কেমনে হইতে পারে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকারী বলিয়া নির্ণীত আছে জগতে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা কর্ম্ম স্বরূপ বিদ্ যে পুরোহিতদিগের দ্বারা সেই সব কর্ম্ম নিষ্পাদন করান হয় তাঁহারাই বা কোথায় আর মন্ত্র সকলই বা কোথায় কিরূপভাবে আছেন তাহার বৈধ উপদেষ্টাই বা কোথায় আর সম্যক্‌রূপে অধ্যয়নই বা কে করিল। ১।৫

আমি বলি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত যখন যথাবিধি বিহিত কার্য্য করিতে বা করাইতে পারেন না তখন অপর কোন ব্যক্তি যথাবিধানে কর্ম্ম করিয়া ইষ্ট সাধন করিতে পারে।

কর্ম্ম কর্ত্তা ও কৃতি ও বহুতর উপকরণ এই সকল লইয়াই দেহধারী

নির্ম্মলীকরণং কর্ম্ম বদন্তীত্যপি কেচন।
তৎফলানর্থিভিঃ সম্যক্ বিহিতং তদনুষ্ঠিতং॥ ১১
যোগাভ্যাসদশায়াঞ্চ তন্নিত্যং কর্ম্ম নিত্যশঃ।
নৈমিত্তিকং নিমিত্তেষু কাম্যং নৈব সমাচরেৎ॥ ১২
সম্যগুৎপন্নবৈরাগ্যো যদা ভবতি দেহবান্।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য কর্ম্ম মোক্ষায় কল্প্যতে॥ ১৩
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্ম ভবতি পরিব্রাড়েব নেতরঃ॥ ১৪
সর্ব্বাত্মনা পরিত্যাগো নাস্ত্যন্যেষাং যতস্ততঃ।
ব্রহ্মচারিগৃহারণ্যবাসিনাং যোগিনামপি॥ ১৫

সুখী হয় বটে কিন্তু ঐ সকলের ন্যূনাধিক্যে অনিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রুতি অনায়াসে বিরুদ্ধফল বিধান করিয়া থাকে। ১০

কেহ কেহ যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্মটীকে চিত্তের প্রসাদন বলিয়া থাকেন কিন্তু সেই কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অনুষ্ঠান করাই সম্যক্ বিহিত বলেন। আর যাঁহারা যোগের অনুশীলনে তৎপর তাঁহাদেরও যেমন নিত্যকর্ম্ম হইবে তেমনি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে নৈমিত্তিক ও আচরণ করিতে হইবে কাম্য কর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিবেন তবে যখন বেশ বৈরাগ্য জন্মাইবে তখন জীব সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ পথে ধাবমান হইবে কিন্তু চতুর্থাশ্রমীই যদি নিষ্পাপ হইয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় করত যোগের অভ্যাসে রত হন তবে তিনিই কেবল ব্রহ্মজ্ঞাত হইয়া নিজে ব্রহ্ম হন অপরে হইতে পারে না যেহেতু অপর ব্রহ্মচারী গৃহী কিম্বা বানপ্রস্থি আশ্রমীদের যোগী হইলেও সর্ব্বতোভাবে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা ঘটে না। ১৫

সর্ব্বাত্মনাহমৃতত্বেন ব্রহ্মভাবো যুতো ভবেৎ।
পরিত্যক্তাত্মদেহাদি পত্নী পুত্রাভিমানিতঃ॥ ১৬
স্বং দেহমপি যো মেধ্যং বিণ্মূত্রমপি চিন্তয়েৎ।
যতিকৎপরবৈরাগ্যো ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ১৭
কর্ম্মাবকাশলেশোহপি মোক্ষে নাস্তি ততো মুনে।
পরমার্থবিদো নূনং বিরক্তস্ত সুচেতসঃ॥ ১৮
অমেধ্যং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
কশ্চিৎ কিমর্থং যৎকিঞ্চিৎ কুর্য্যাদ্ভ্রান্তইবাত্মবান্॥ ১৯
কো বা মেধ্যং পরিত্যক্তং পুনরঙ্গে বিনির্দ্দিশেৎ।
বিষ্ঠাশনঃ শূকরোহপি ন স্ববিষ্ঠাশনো ভবেৎ॥ ২০
স্বেন সত্বেন মুক্তস্ত সা চিন্তা কিং করিষ্যতি।
জগতাভ্যুদয়ার্থং যত্তবেৎ কর্ম্ম যথাবিধি॥ ২১

হে মুনিবর! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিজের দেহে ও পত্নী পুত্রাদিতেও আপনার বলিয়া অভিমান থাকে না ও তাঁহার মৃত্যু নাই ব্রহ্ম হইয়া থাকেন আর যে যতি বৈরাগ্যের অনুসরণ করত নিজের দেহ থেকে বিষ্ঠা মূত্রকে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞদের ভিতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ১৭

হে মুনিবর! তখন সেই মুক্তিতে কর্ম্মলেশও ঘেসিতে পারে না যে চিত্তবান্ ব্যক্তি সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমার্থ বস্তু জানিতে পারেন তাঁহার চক্ষে চরাচর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও বিষ্ঠামূত্রের ন্যায় হেয় বলিয়াই বিবেচনা হয় কোন আত্মজ্ঞ পুরুষ কি কখন আর ভ্রান্তের মত যা কিছু করিয়া থাকেন কেহ কি যে অপবিত্র বস্তুকে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে আবার কি কোলে টানিয়া লয়।

এতত্তত্ত্ববিদাং জ্ঞানং ন ভ্রান্তস্য কদাচন।
ইন্দ্রিয়াণি শরীরঞ্চ বর্ত্তন্তে মনসা সমং॥ ২২
বিষয়েষ্বেব তোয়ানি স্বতো নিম্নস্থলেষিব।
দুঃখমুৎপাদয়ন্ত্যেব তদানীমায়তাবপি॥ ২৩
যো যস্য দুঃখকৃদ্বৈরী স তস্যেতি স্থিতি র্ভবেৎ।
তদস্তে বৈরিণং জ্ঞাত্বা সমীপেঽপ্যকারিণং।
স তেনৈব হতো ভূত্বা প্রাণানপি বিমুঞ্চতি॥ ২৪
অতো যত্নেন দেহাদীন্ কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শোধয়েৎ বিধিবৎ সম্যক্ ন চ তৈরভিভূয়তে॥ ২৫
যদি তৈরভিভূতঃ স্যাৎ স্বপ্নেপি প্রিয়মপ্রিয়ং।

দেখ সংসারে শূকর বিষ্ঠাভোজী হইয়াও সে আবার কি নিজের বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে স্বীয় আত্মবলে বলীয়ান্ ব্যক্তির সেই সংসার ভাবনা কোন উপকারেই আসে না তবে কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবে ইহা তত্ত্বজ্ঞানীদেরই স্থির জ্ঞান ভ্রান্তজীবের ঐ জ্ঞান কেমনে হইবে ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহ মনের সঙ্গেই সর্ব্বদা আবদ্ধ আছে জলের নিম্নাভিমুখে গমনের মত ইন্দ্রিয়দের স্বভাবত বিষয়েতেই আসক্তি তাহাতে পরিণামে উহারা দুঃখকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। ২৩

সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গকে নিকটে উপকারী দেখিলেও পরিণামের অপকারী বুঝিবে আসক্ত দেহী ইন্দ্রিয়ে উপহত হইতে থাকিয়া ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। ২৪

অতএব অগ্রে যত্ন লইয়া চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা দেহপ্রভৃতিকে যথাবিধানে শুদ্ধ করিবে তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়েরা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে

ততো কর্ম্মবিপাকেন তরুগুল্মলতাদিতাং।
ন বেত্তি বিষয়াবিষ্টো নরকং প্রতিপদ্যতে॥ ২৭
গ্রাম্যারণ্যপশুত্বঞ্চ যচ্চ যাবচ্চরাচরং।
সমুপেত্য বিনষ্টাত্মা মনুষ্যত্বং প্রপদ্যতে॥ ২৮
ততঃ পুরাকৃতং স্বস্য দুঃখদং কর্ম্ম বিস্মরন্।
করোত্যনিষ্টং সততং হিতং নৈব সমাচরেৎ॥ ২৯
ততোঽয়ং নারকী ভূত্বা পুনরেবং প্রপদ্যতে।
ভূয়ো ভূয়োঽপ্যেবমেব চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥ ৩০
বিহিতঞ্চ নিষিদ্ধঞ্চ যঃ কর্ম্ম বিদধীত বৈ।
সংসারান্ন নিবর্ত্তেত কদাচিদপি দুঃখিতঃ॥ ৩১

না পায় ক্রমেই তাহাদের আক্রমণে বিশেষ আবিষ্ট হইয়া নিজের প্রিয় অপ্রিয় বিচার করিতে পারিবে না তখন তুমি নরকের অভিমুখেই চলিতে থাকিবে তারপর কর্ম্মের ফলে ক্রমে জীবদেহের পর বৃক্ষলতা-গুল্ম প্রভৃতি হইয়া জন্ম পাইবে তারপর কৃমি কীট প্রভৃতি যোনিতে জন্মাইয়া অনন্তর যতদিন সংসার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত বারংবার গ্রাম্য ও আরণ্যে পশুযোনিতে ঘুরিতে থাকিবে শেষ কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় সেই জীব মানব জন্ম লাভ করিতে পায়। ২৮

তখন কিন্তু নিজের দুঃখদায়ক পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বিস্মৃত হয় তাহাতে আবার সর্ব্বদাই অনিষ্ট কর্ম্মের সাধন করিতে থাকে হিতকার্য্য করে না সুতরাং সে ঐ দেহান্তে আবার নরকে গমন করে আবার পূর্ব্বমত ক্রমিক বৃক্ষলতাদি হইতে থাকে এইরূপে চক্রের মত বার বার সংসারেই ঘুরিতে থাকে।৩০

সুতরাং যে ব্যক্তি বিহিত ও নিষিদ্ধ উভয় কর্ম্মই কামী হইয়া করে সে চিরদুঃখ ভাগী কখন সংসার থেকে বহির্ভূত হয় না। ৩১

ন জ্ঞানব্যতিরেকেণ মুক্তয়ে সাধনান্তরং।
সুতীক্ষ্ণ বিদ্যতে তস্মজ্ঞাননিষ্ঠো ভবানঘ॥ ৩২
উদ্যোগেনৈব ভবতি যোগোঽপ্যভ্যাসপূর্ব্বকঃ।
অভ্যাসোঽপি যমাদ্যৈশ্চ জায়তে নান্যথা মুনে॥ ৩৩
অধীত্য বেদশাস্ত্রার্থং বিবিক্তৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নরৈঃ।
যমাদয়োঽনুষ্ঠীয়ন্তে ত্যক্তদেহাভিমানিভিঃ॥ ৩৪
স্ব স্ব দেহাভিমানোঽপি তেষামেব ন বিদ্যতে।
নিত্যানিত্যার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ শান্তাশ্চ যতয়োঽপি যে॥ ৩৫
মুক্তয়ে ন পরো মার্গো মুক্তয়ে ন পরং তপঃ।
মুক্তয়ে ন পরংধ্যানং ততোঽন্যৎ নাস্তি কিঞ্চন॥ ৩৬

হে সুতীক্ষ্ণ! জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য উপায়ান্তর নাই সুতরাং তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তৎপর হও।

বারংবার যোগানুশীলন অভ্যাসের গুণেই হইয়া থাকে হে মুনিবর! ঐ অভ্যাসও যম নিয়মাদি করিতে পারিলেই জন্মিয়া থাকে উহা ঘটিবার অপর উপায় নাই। আর যাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া বিরলে বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম জানিয়া থাকেন ও যাহাদের দেহাভিমান দূর হইয়াছে তাহারাই যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এবং যে যতিগণ ইহা নশ্বর ও ইহা নিত্য এই সদসতের স্বরূপ অবগত হইয়া শান্তি ভোগ করেন তাঁহাদেরই নিজ নিজ দেহাভিমান থাকিতে পায় না। মুক্তির জন্য আর কোন পথই শ্রেষ্ঠ নাই মুক্তির কারণে তপস্যাও নহে সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায় কিছুই নাই মুক্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মধ্যানও আর কিছুই নহে। ৩৬

যতিত্বমুপপদ্যৈব দেহাদৌ মমতামপি।
ত্যজ কর্ম্মাখিলং সম্যক্ যদি মুক্তিমপেক্ষসে ॥ ৩৭
জানীহি সম্যগাত্মানমন্তরে ত্বং নিরন্তরং।
মূলাধারে চ হৃদয়ে দ্বাদশান্তে স্থিতো হি সঃ ॥ ৩৮
যাবদন্তর্বহিঃ সর্ব্বংব্যাপ্য রামঃ প্রকাশতে।
দেহাদিষু গতেষ্বেকং স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ৩৯
ততস্তত্তঃ পরংকিঞ্চিন্বিদ্যতে ন তপোধন।
এবঞ্চ সতি দুঃখঞ্চ সংসারেঽপ্যস্তি নঃ কথং ॥ ৪০
যতিত্বব্যতিরেকেণ যো যতেত স মূঢ়ধীঃ।
দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তৌ চ বিনা বা ব্রহ্মবিদ্যয়া ॥ ৪১

অতএব যদি মুক্তি চাহ তবে যতি হইয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গে আমার বলিয়া অভিমান ত্যাগ কর সঙ্গে সঙ্গে সকল কর্ম্মই ছাড়িয়া ফেল। অন্তরে নিরন্তর আত্মাকে জানিতে থাক যেহেতু সেই পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র মূলাধার হৃদয়ের মাঝে দ্বাদশদলপদ্মে বসিয়া অন্তর ও বাহির সমুদয় ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। আর দেহাদি সকল মিথ্যা জ্ঞান হইলে কেবল একমাত্র সেই আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন হে তপোধন। তাঁহা হইতে আর কিছুই নাই সকলই তিনি এরূপ ভাব আমাদের যদি হয় তবে আর সংসারে দুঃখ কোথায় কেমনে ঘটিতে পারে।

যদি কেহ যতি না হইয়া ঐ বিষয়ের চেষ্টা পায় সে নিতান্ত মূঢ়মতি তাহার সব চেষ্টা বিফল হয় ব্রহ্ম-বিদ্যা ব্যতিরেকে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না আর সর্ব্বপ্রকারে সকল বিষয় থেকে নিবৃত্তিকেই ব্রহ্ম-বিদ্যা বলে সুতরাং যতি হওয়াই মুক্তির উপায় স্থির জানিও

সর্ব্বাত্মনা হি সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং।
ব্রহ্মবিদ্যাসমাযুক্তং যতিত্বং মুক্তিসাধনম্ ॥ ৪২
ততো ন পরং কিঞ্চিৎ সাধনং মুক্তয়েহস্তি হি।
অতস্তদয়নং সর্ব্বং মঙ্গলং সর্ব্বসিদ্ধিদং ॥ ৪৩
যথা ভাগীরথী গঙ্গা সাগরেণ সমং গতা।
পুণাতি পতিতান্ ব্রহ্মবিদ্যাপি ভুবনত্রয়ং ॥ ৪৪
যতের্দর্শনমাত্রেণ যো-ভ্যাসপরায়ণঃ।
সম্যগ্ ব্রহ্মবিদশ্চৈব নির্ম্মলীকুরুতে জগৎ ॥ ৪৫
প্রায়শ্চিত্তং পুণাত্যাশু যথা দ্বাদশবার্ষিকং।
বিধিবৎ স্বীকৃতং সম্যগ্যতিত্বঞ্চ তথা সতাং ॥ ৪৬
ইত্যাগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যতিত্ব অপেক্ষা মুক্তির সাধন কিছুই নাই সুতরাং যতিত্বই মঙ্গলময় ও সকল সিদ্ধিপ্রদায়ক জানিবে। ৪৩ যেমন ভাগীরথী গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়া পতিতদের পবিত্র করেন তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা ও যতির সঙ্গে মিলিতা হইলেই ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন যোগাভ্যাসী যতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সমস্ত জগৎ পবিত্র হইয়া থাকে। আর যেমন দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইবামাত্র পাপীকে পবিত্র করেন তেমনি যথাবিধানে যতিত্ব গৃহীত হইলেই গ্রহীতার পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। ৪৬

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

যোগো নাম কিমেতন্মে ব্রূহি যোগবিদাংবর।
চেতসো বিজয়ঃ কেনোপায়েন স্যান্মুনীশ্বর॥ ১

অগস্ত্য উবাচ।

সমীরণঃ শরীরান্তর্নিরুদ্ধঃ স্যাদ্যদা ততঃ।
মনোঽপ্যেবং নিরুদ্ধং সত্তদাত্মনি সমীহতে॥ ২
জ্ঞানানন্দরসাস্বাদ স্তস্মাদৈব নিবর্ত্ততে।
অনায়াসেন মনসো নিশ্চলত্বমুপেক্ষসে॥ ৩
তদাপানং সমুৎকৃষ্য প্রাণেনানীয় যোজ্যতাং।
প্রাণাপানৌ সমৌ যুক্তৌ চিত্তমপ্যাত্মনি স্থিতং॥ ৪

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে মুনিবর! আপনি যোগজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব আমাকে যোগ কাহার নাম ও কোন্ উপায়ে চিত্তকে বশে আনা যায় তাহা বলুন। ১

অগস্ত্য বলিলেন।

হে তাপস! শরীরমধ্যগত বায়ুকে যখন নিরুদ্ধ করা হয় তখন মনটীও সহজেই নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্ফূর্ত্তি পায় তাহা হইলে জ্ঞানরূপ আনন্দ রসের আস্বাদন আর নিবৃত্ত হয় না বিনা যত্নে মন স্থির হইয়া যায়। তখন অপান বায়ুকে টানিয়া প্রাণের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে প্রাণাপান মিলিত হইলে মন ও আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইবে-ভ্রূমধ্যবর্ত্তী

সুখমাস্বাদয়ন্ত্যেন দ্বাদশাণাজনিঃস্থতং।
তদাস্বাদপরঃশশ্বৎ কদাচিদপি ন ত্যজেৎ ॥ ৫
আদাবেতানি জানীহি শরীরোৎপত্তিকারণং ॥
উৎপত্তিমথ সংস্থানং ক্রমং কর্ত্তারমাত্মনঃ।
অনাদিরেষ সংসারোঽদৃষ্টমাত্রস্ত কারণং।
বিধিস্তদনুরূপেণ বিধত্তে নিগ্রহান্ কিল ॥ ৭
স্বস্বাদৃষ্টৈশ্চ বহুধা নানারূপেণ ভেদিতা।
সর্ব্বেষামপি সংখ্যাতং তেষাং নাস্তি তপোনিধে ॥ ৮
আত্মানো বহবোঽনন্তা শ্রুতিরিত্যেবমব্রবীৎ।
সংসারাক্কেরনাদিত্বাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়াবধি ॥ ৯
এতাবদপ্যহোঽনন্তদুঃখমেবানুভূয়তে।
উদ্ভিজ্জাণ্ডজান্যাহুঃ স্বেদজানি বিপশ্চিতঃ ॥ ১০
জরায়ুজানি বহুধা চতুর্দ্ধা ভেদিতান্যপি।
সম্যগ্মহীমধিষ্ঠায়োদ্ভিজ্জায়ত ইত্যথ ॥ ১১

দ্বাদশদল পদ্ম থেকে নিঃস্থত অমৃতরস পরম সুখে আস্বাদন করিতে থাকিবে অনবরত সেই রস আস্বাদন করিতে থাকিয়া আর তাহা কখন ছাড়িতে চাহিবে না। অতএব অগ্রে শরীর কি কারণে জন্মায় ও রক্ষা পায় আর আত্মার ক্রমিক কর্ত্তা কে তাহা অবগত হও। ২।৬।

হে বৎস। এই সংসার অনাদি ইহা চিরকাল চলিতেছে ইহার প্রতি কর্ম্মফলই কারণ বিধাতা সেই অদৃষ্টের অনুসারে সুখ দুঃখ বিধান করেন জানিও।

হে তপোনিধে। অদৃষ্ট অনুসারে আত্মারও বহুপ্রকারে নানাবিধ ভেদ দেখা যায় তাহাদের সংখ্যা করা সহজ নহে আত্মা অনেক

পাঞ্চভৌতিকরূপাণি তৃণাদীন্যপি তান্যথ।
পত্র মূল ফলকন্দ শাখাভেদেন বোধত ॥ ১২
অণ্ডজান্যপি গোধাদিরূপাণ্যেযামবস্থিতিঃ।
সুপ্রসিদ্ধৈব চান্যানি স্বেদজানি তপোধন ॥ ১৩
ঘুণকীটাদিরূপাণি প্রক্ষীয়ন্তে ক্ষণে ক্ষণে।
জরায়ুজান্যথোৎপত্তিং প্রাপ্নুবন্তি প্রভাবতঃ ॥ ১৪
স্বস্যাদৃষ্টস্য পকস্য ভুক্তিক্ষীণস্য চাত্মনঃ।
স্ত্রী পুংসোর্গ্রাম্যধর্ম্মেণ জায়েতে শুক্রশোণিতে ॥ ১৫

এ কথা বহু শ্রুতি বাক্যই বারংবার প্রতিপন্ন করিয়াছে সংসারসাগর অনাদি বলিয়া যে পর্য্যন্ত আত্মার জ্ঞানোদয় না হয় তাবৎ তিনি অনন্ত দুঃখই অনুভব করিয়া থাকেন।

সাধারণত জীব উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ স্বেদজ ও জরায়ুজ, এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইলেও ইহাদের আবার পণ্ডিতেরা অনেক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে তপোধন! যদিও উদ্ভিদেরা ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই সাধারণত উৎপন্ন হয় তাহা হইলেও তৃণাদি সকলকেও পঞ্চভূতময় জানিও বৃক্ষাদির পাতা ফল মূল গুঁড়ি ও ডাল এই পাঁচ অব য় ভেদেই উহাদের পঞ্চভূতময়ের পরিচয় বুঝা যায়। আর অণ্ডজ সকল সর্পাদি রূপে অবস্থান করে অন্যান্য প্রসিদ্ধই আছে ঐ রূপী ঘুণ কীট প্রভৃতি স্বেদজ জীবেরাও সংসারে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে আবার লয় পাইতেছে। ১৪

আর জরায়ুজাত জীবেরা নিজেদের অদৃষ্টের বশে ফল ভোগ

তত্তচ্ছুক্রস্বরূপেণ তত্তমত্র প্রজায়তে।
যথাগ্নিরনিলং প্রাপ্য স্বাকারমধিগচ্ছতি ॥ ১৭

এবং শুক্রময়ো জীবঃ শোণিতং স্বস্ত কর্ম্মণা।
সংপ্রাপ্য যোষিতঃ সম্যগ্বাধ্‌বগ্নিজলদেহজঃ ॥ ১৮

যোযোথ পুরুষোৎপন্নমলাভ্যামপি তন্ত্রবান্।
সোহয়ং প্রবিশ্য গর্ভান্তর্মরুদগ্ন্যম্বিরত্র তু ॥ ১৯

ক্লেশ্যতে ক্বাথ্যতে সম্যক্ শুক্রশোণিতবৃদ্ধিতঃ।
তৎসাম্যেনাপি জায়ন্তে নরনারীনপুংসকাঃ ॥ ২০

সোহয়মেবংবিধাকারো মর্ত্ত্যে গর্ত্তে প্রবর্দ্ধতে।
প্রতিক্ষণং প্রতিদিনং প্রতিমাসং তথাবিধঃ ॥ ২১

ঘনীভূতস্তদম্বেব মাতুর্ভুক্তরসাশ্রবান্।
অঙ্গুষ্ঠবদথায়ামী জলবুদ্বুদবদ্দিনে ॥ ২২

করে ভোগ ক্ষয় হইলে আবউৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমত স্ত্রী পুরুষের গ্রাম্যধর্ম্ম মৈথুনব্যাপারে যে শোণিত শুক্র জন্মায় তাহাই জীবের দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ১৭

অগ্নি যেমন বাতাস পাইলে নিজের আকার ধারণ করে তেমনি শুক্ররূপী জীবও আপনার কর্ম্মফলে রমণীর শোণিত সম্পর্ক পাইয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকে প্রথমে স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন মল মিলিত হইলে তাহার সম্পর্কে জীব নারীর গর্ভে প্রবেশ করে ও তথায় বায়ু জল ও অনলে ঘর্ষিত হয় ও সিদ্ধ হইয়া থাকে যদি শুক্র ভাগ বেশী হয় তবে পুংজীব আর রক্ত ভাগের আধিক্যে স্ত্রীজীব আর উভয়াংশ সমান হইলে ক্লীব জন্মিয়া থাকে। সেই জীব এইরূপ আকারে মর্ত্ত্য লোকে নারী গর্ভে অবস্থান করে ও সেই আকারেই তথায় প্রতিক্ষণ

দ্বিতীয়েঽপ্যেবমেবায়ং বর্দ্ধতে প্রতিবাসরং ।
অবাঙ্মুখ্যপ্যধোবৃত্তা নাড়ী কাচিদৃজুর্ভবেৎ ॥ ২৩
তৎপক্ষোভয়সম্বন্ধে দ্বে অন্যাঃ সপ্তনাড়য়ঃ ।
তাসু যা প্রথমা জাতা সা সুষুম্নেতি কীর্ত্যতে ॥ ২৪
বামগেড়া পিঙ্গলা স্যাদ্দক্ষিণস্থা তথোত্তরা ।
গান্ধারী সপ্তজিহ্বা চ সপূষালম্বুষা মতা ॥ ২৫
যশস্বিনী শঙ্খিনী চ হুহুরিতি ক্রমাদ্দশ ।
যা তাসু মধ্যমা তস্যাঃসুষুম্নায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬
প্লবন্তি পঞ্চপর্ব্বাণি ভেভ্যো লক্ষত্রয়ং পুনঃ ।
লক্ষার্দ্ধঞ্চ শিরা জাতাঃশরীরং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ২৭
অষ্টাংশতত্রয়ং ষষ্ঠ্যধিকংস্যান্মুনিপুঙ্গব ।
তত্তদঙ্গেষু চাঙ্গত্বং প্রাপ্যাঙ্গং ধারয়ন্তি চ ॥ ২৮

প্রতি দিন বাড়িতে থাকিয়া এক মাসের মধ্যে খুব বাড়িয়া উঠে তারপর জননীর ভুক্তবস্তুর রসসম্পর্ক পাইয়া বেশ গাঢ় হইয়া উঠে তার পর সেই জল বুদ্বদের মত রসপিণ্ডই বুড়া আঙ্গুলের স্থায় বিস্তার পায়। ২২

অনন্তর দ্বিতীয়মাসেও প্রতিদিন বাড়িতে থাকে তারপর সেই পিণ্ড হইতে অধোমুখে সুগোল অথচ সরল একটী নাড়ী বাহির হয় এবং ঐ নাড়ীর ও রসপিণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ দুটী নাড়ী ও আরও সাতটী নাড়ী জন্মায় তন্মধ্যে বামে ইড়া ও পিঙ্গলা এবং দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে গান্ধারী সপ্তজিহ্বা সপূষা অলম্বুষা যশস্বিনী শঙ্খিনী ও হুহু এই মোটে দশটী নাড়ী হয় জানিবে তাহাদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিনী নাড়ী সুষুম্না আছে তাহা থেকে পাঁচটী পর্ব্ব উৎপন্ন হইবে ঐ পর্ব্ব থেকে দেড় লক্ষ শিরা জন্মিয়া দেহ বাঁধিয়া দেয়। এবং তিন শত

দেহেঽস্মিন্ দশ বিজ্ঞেয়া জলস্য মুনিপুঙ্গব ।
রসস্য নব ষচ্চৈব পুরীষস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৯
রক্তস্যাঞ্জলয়োঽপ্যষ্টৌ ষট্ শ্লেষ্মাণ উদাহৃতাঃ ।
পিত্তস্যাপি তথা পঞ্চ মূত্রস্যাপি শরীরকে ॥ ৩০
চত্বারোঽত্র বসায়াশ্চ ত্রয়োঽর্দ্ধে মেদসস্তথা ।
একোঽর্দ্ধঞ্চাপি মজ্জায়া রেতসস্তাবদেব হি ॥ ৩১
শ্লেষ্মোজসোঽপ্যেবমেবমেভির্দেহো নিবধ্যতে ।
দিনে দিনেঽপ্যেবমেব বর্দ্ধতেঽঙ্গং তপোধন । ৩২
পূর্ব্বমাবির্ভবত্যেব শিরঃপাদৌ করাবপি ।
আধিঃ স্যান্মহতী তদ্বৎষড়ঙ্গেঽন্তরেষ্বেব তু ॥ ৩৩
বাগক্ষি নাসিকা কর্ণ ত্বক্ কপোল হনুদ্বয়ং ।
চিবুকং দন্তপঙ্‌ক্তিশ্চ জিহ্বা চৈবোপজিহ্বিকা ॥ ৩৪

যাট্‌খানি হাড় হয় তাহারাই সেই সেই অঙ্গে অঙ্গতা পাইয়া অঙ্গ ধারণ করিয়া দেয়। ২৮

হে মুনিবর! দেহের মধ্যে জলের দশটী রসের নয়টী পুরীষের ছয়টী শ্লেষ্মার ছয়টী পিত্তের ও মূত্রের পাঁচটী করিয়া বসার চারিটী মেদের তিনটীএবং অস্থি মজ্জা ও রেতের দেড়টী নাড়ী আছে ইহাদের দ্বারা দেহবন্ধন হইয়া থাকে হে তাপস! প্রত্যহ এইরূপেই অবয়ব বাড়িতে থাকে। ৩১

আগে মাথা পাদুখানি ও হাতদুটী জন্মায় তখন মড়কে কতই যাতনা হইতে থাকে তাঁহা জীবেরই অনুভব হয়। তাহার পর নাসিকা কর্ণ চক্ষু বাক্য চর্ম্ম কপোল ওষ্ঠ দন্ত জিহ্বা মাথার চুল স্কন্ধ কাণ কনুই নখ আঙ্গুল কক্ষ বক্ষ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর নাভি

শিরঃ কেশাস্তথা স্কন্ধৌ কণ্ঠকুর্পরপাণয়ঃ।
নখাশ্চাঙ্গুলয়ঃ কক্ষ উরঃ পার্শ্বদ্বয়ং তথা॥ ৩৫
পৃষ্ঠমপ্যুদরং নাভিঃ স্ফিকোপস্থগুদাদিকং।
উরূ জানুনি জঙ্ঘে চ পাদাবঙ্গুলয়স্তথা॥ ৩৬
রোমাণ্যেতচ্ছরীরন্তু চর্ম্মণাচ্ছাদিতংমুনে।
বহিরন্তশ্চরন্তোহংমী বায়বশ্চালয়ন্তি চ॥ ৩৭
দেশাদ্দেশান্তরং দেহে সপ্তধাতূনপি শ্রুতং।
বায়বঃ পঞ্চ দেহেস্মিন্ পৃথগেব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৮
প্রাণাখ্যো হৃদয়ে বায়ুরপানাখ্যো গুদে স্থিতঃ।
সমানাখ্যো হি নাভৌ স্যাদুদানঃ কণ্ঠদেশতঃ॥ ৩৯
আপাদমস্তকং ব্যানঃ সমভিব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
নাগঃ কূর্ম্মোহথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৪০
বায়বো দশ দেহেহস্মিন্ সপ্তধাতুষু সংস্থিতাঃ।

উরু জানু জঙ্ঘা পদাঙ্গুলি ও রোমকূপ সকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইতে থাকে আর এই সকল অবয়ব সম্পন্ন সমুদয় দেহটী চামড়াতে আচ্ছাদিত থাকে এবং দেহের ভিতরে ও বাহিরে বহমান এই বায়ু সকল রক্তাদি সপ্তধাতুকে দেহের মধ্যেই একস্থান থেকে আর একস্থানে চালিত করিতে থাকে ও তাহাতেই দেহটীও চালিত হইয়া থাকে। দেহের মধ্যে পাঁচটী বায়ু ভিন্ন ভিন্ন নামে কীর্ত্তিত হয় ও ইহাদের থাকিবার স্থানও ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ প্রাণ বায়ু হৃদয়ে থাকেন গুদে অপান নাভিতে সমান কণ্ঠদেশে উদান আর সমগ্র শরীরটী ব্যাপিয়া ব্যান নামা বায়ু বহিয়া থাকেন। ৪০

ঐরূপ নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অপর পাঁচ বায়ুও

সপ্তৈর্বান্যেষু দোষেষু স্বেদক্লেদাত্তগামিনঃ ॥ ৪১

এবং শরীরমাসাদ্য প্রসূতিসময়ে ভৃশং।

মাতরং ব্যথয়ন্তস্তদরে বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪২

নবমে দশমে মাসি শরবন্নিঃসরেদপি।

পূয় শোণিত বিণ্মূত্রপরীতাঙ্গোঽথ সজ্বরঃ ॥ ৪৩

যোনেরবনিমাসাদ্য ক্লেশাতিশয়মোহিতঃ।

রোদিত্যুচ্চৈ বিষন্নঃ সন্বিস্মরেচ্চ মনোগতং ॥ ৪৪

অমৃতত্বমনাবৃত্তিলক্ষণং সাধ্যমাত্মনঃ।

তত্ত্বজ্ঞানবহির্ভূতো ভূয়ো ভূয়ো বিমোহিতঃ ॥ ৪৫

আত্মানমপি বিস্মৃত্য বহিরেব প্রধাবতি।

ক্ষুৎপিপাসাতুরো নিত্যং স্তন্যমেব কিলেচ্ছতি ॥ ৪৬

দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ পঞ্চে মাসি ধাতাবপি।

তত্তৎ কালোক্তবিষয়ৈঃ সমাগাবিষ্টতো ভবেৎ ॥ ৪৭

দেহের মধ্যে আছেন। আর সপ্ত ধাতুতে রহিয়াছেন ইহাদের দোষ ঘটিলে ঘর্ম্ম ক্লেদাদি প্রকাশে নষ্ট হইয়া থাকে জীব এইরূপ দেহ আশ্রয় করিয়া কিছুদিন প্রসবকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননীকে যাতনা দিয়া জননী জঠরেই অবস্থান করেন পরে সাধারণতঃ নব কিম্বা দশমাসে সেই গর্ভ থেকে জননীর যোনিপথ দিয়া বাণের মত বেগে নিঃসৃত হয় তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ঠা মূত্র পূঁজ মাখা থাকে ও দেহে একটু জ্বর আশ্রয় করে জীব বাহিরে আসিয়া বিষম যাতনায় মোহিত হইয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া ফেলে আর বিষাদযুক্ত হইয়া মনোগত সকল পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়। ৪৪

এবং যাহা পাইলে আর সংসারে আসিতে হয় না সেই নিজের

পিতৃভ্যাং বন্ধুভিঃ সম্যক্ কায়ো নিত্যং প্রমোদিতঃ।
সম্বর্দ্ধিতঃ শশ্বদয়ং বর্ষে বর্ষে প্রযত্নতঃ॥ ৪৮

যদ্ধিতং স্বস্য সততং তদানীমায়তা বপি।
তত্তৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য বহিরেব প্রবর্ত্ততে॥ ৪৯

যস্তয়ং সর্ব্বমুৎসৃজ্য পশ্যেদাত্মানমাত্মনি।
এতাবতৈব সংসারভবদুঃখৈর্বিমুচ্যতে॥ ৫০

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চিরবাঞ্ছিত মুক্তির কথা ও মনে থাকে না একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া বারংবার মোহাবৃত হয় ও আপনাকে ভুলিয়া বাহিরেই ধাবিত হয় অর্থাৎ বিষয়ে মুগ্ধ হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিত্য ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া মাতার স্তন্যদুগ্ধের বাসনা করিতে থাকে তাহার পর দিন দিন করিয়া পক্ষ মাস ও ঋতু অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অবয়ব সকল বাড়িতে থাকায় সে বড় হইয়া যায় এইরূপে বর্ষে বর্ষে পিতা মাতা ও বন্ধুদের লালন পালনের গুণে দেহ সুস্থ ভাবে বাড়িয়া উঠে কিন্তু তখনও সে নিজের যথার্থ হিত ভুলিয়া থাকে অন্তরের ভাবনা উপেক্ষা করিয়া বাহিরের স্থূল ব্যাপারেই প্রবৃত্ত হইয়া উঠে। ৪৯

যদি তখনও সে বাহ্যভাব সকল ছাড়িয়া অন্তরে আত্মদর্শন করিতে পারে তখন তাহার সাংসারিক দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া যায়। ৫০

দ্বাবিংশঅধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অদ্বৈতানন্দচৈতন্য শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণঃ।
বহিরন্তঃ সুতীক্ষ্ণাত্র স্বয়মাত্মা প্রকাশতে ॥ ১

অনাদ্যস্যৈবাত্র কারণং তত্র গোপনে।
ন্যূনং বাপ্যতিরিক্তং বা সর্ব্বত্রাপি তপোধন ॥ ২

আধিক্যে বিষয়ৈর্নিত্যং বহিরেব প্রতীয়তে।
ন্যূনেঽপি বিষয়াত্যন্তাপ্রাপ্ত্যা তস্মাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ৩

অতো জানীহি চাত্মানমাত্মন্যেব নিরন্তরং।
অশক্তো বিষয়ৈর্নিত্যং স্বস্বাদৃষ্টোপকল্পিতৈঃ ॥ ৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ! তখন অদ্বয়ানন্দ নিত্য চৈতন্য ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ আত্মা জীবের বাহিরেও অন্তরে সমান ভাবেই স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকেন। ১

হে তপোধন! তিনি অনাদি নিত্য বস্তু বলিয়াই তাহার অপ্রকাশ বিষয়ে কারণ, সকলস্থানেই ন্যূন বা অতিরিক্ত বলিয়া তাঁহাকে যাহা বুঝা যায় সে বিষয়ে বিষয়ের আধিক্য হইলেই বাহিরে প্রতীতি হয় না আর বিষয়ের ন্যূনতা হইলে তাঁহাকে বাহিরেও বুঝা যায়। ২।৩

অতএব নিজ নিজ দর্শনানুসারে কল্পিত মিথ্যা ভূত বিষয়ে আসক্ত না হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে নিরন্তর অবগত হও। ৪

যত্র যত্তৎ প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জঙ্গমাজঙ্গমাত্মকং।
তত্র সর্ব্বত্র চৈতন্যং তিষ্ঠত্যেকং নিরন্তরং ॥ ৫
কার্য্যাত্মনা প্রপঞ্চোঽয়ং চৈতন্যং কারণাত্মনা ॥ ৬
অন্তঃস্থিতং হি সর্ব্বত্র ভূতানাঞ্চাত্র ভৌতিকে।
স্বমেব তত্র চৈতন্যং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৭
পরমাত্মা চ জীবাত্মা ব্রহ্ম সচ্চ তদোমিতি।
জ্ঞানমানন্দমিত্যেতৎ সর্ব্বং চৈতন্যবাচকং।
চৈতন্যান্ন পরং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৮
প্রবুদ্ধস্যাপ্রমত্তস্য পৃথিবীব ঘটাদিষু ॥ ৯
অতঃশুদ্ধং পৃথিব্যাদৌ দৃশ্যতে সর্ব্বদেহিনাং।
অদৃষ্টং কল্পয়েত্তত্র স্বীয়ংস্বস্মিন্ ভবেদিহ ॥ ১০

এই বিশ্বমাঝে যেখানে যে যে কিছু স্থাবর বা জঙ্গম দেখ, সমুদায়েতেই একমাত্র পূর্ণ চৈতন্য নিরন্তর নিহিত রহিয়াছেন কার্য্যস্বরূপে প্রতীত হইলেই প্রপঞ্চ আর কারণরূপে অনুসন্ধান রাখ চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিবে না অতএব জীব সাধারণের পাঞ্চভৌতিকপিণ্ডে অন্তরে যে চৈতন্য আছেন তিনি তাঁহাদের আত্মা হইতে পৃথক্ আর কিছুই নহেন। ৭

পরমাত্মা জীবাত্মা ব্রহ্ম সৎ জ্ঞান আনন্দ ওঁ এই কয়টী পদই চৈতন্যের পরিচায়ক ইহাদের নাম পৃথক্ মাত্র যেমন ব্যুৎপন্ন অপ্রমাদী পুরুষের ঘটাদিতে মৃত্তিকারই অনুভব হয় তেমনি জীব সঙ্গে চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। ৮—৯

জীবসাধারণেরই ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতে অস্তিত্ব দেখা যায় তন্মধ্যে যাহাতেই অদৃষ্ট কল্পিত হয়। সংসারমধ্যে আত্মার উপকার

প্রেমাদির্জায়তে লোকে স্বস্মিন্ বা স্বোপকারকে।
নচেন্নৈব সমীচিনং যদন্যত্তদ্বিলোক্যতে ॥ ১১
বিলক্ষণানি ভূতানি তত্তৎ কার্য্যং তথাবিধং ॥ ১২
স্বীয়ে স্বস্মিন্নিবাচারঃ কথং তৎ পরিশোধয় ॥ ১৩
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেষু সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতং ॥
সর্ব্বাত্মনোঽপি চৈতন্যং সর্ব্বমাত্মেতি নাপরং ॥ ১৪

স্থতীক্ষ্ণ উবাচ।

কথং তত্বজ্ঞ সর্ব্বেষাং নৈবংরূপেণ দৃশ্যতে।
কদাচিদপি কস্যাপি যথৈতচ্চেদৃশং বদ ॥ ১৫

অগস্ত্য উবাচ।

লোকে তত্তন্ন জানাতি যত্তদেবাভিমর্ষিতং।
তজ্জজ্ঞানাদৃষ্টহান্যা বা তত্রৈবান্তর্হিতং তপঃ ॥ ১৬

বুঝিলেই সহজেই সেই অপার প্রেম নিজেতেই বা নিজের উপকারকে জন্মিয়া থাকে অপর যাহা দেখা যায় সে সকল কিছুই নহে।

বেদ স্মৃতি পুরাণাদির সর্ব্বত্রই সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে সেই চিন্ময় আত্মাই সমুদয় অপর কিছুই নাই। ১৪

স্থতীক্ষ্ণ বলিলেন। হে তত্বজ্ঞ। আপনি যেরূপ বলিলেন এ মতে কেন কোন সময়েও কাহারও সহজ দৃষ্টিশক্তি হয় না তাহা বলুন। ১৫

অগস্ত্য বলিলেন।

বৎস! সংসারে যে কিছু বিচার করিয়া করিতে হয় তাহা সকলে জানেন। পরন্তু ব্রহ্মকে জানিবার অদৃষ্ট না থাকায় তপোঽনুষ্ঠানেও মন দিতে পারে না। তবে যে অদৃষ্টবান হয় সেই ব্যক্তি

বুভুৎসুঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞোঽদৃষ্টবানপ্রমাদিতঃ।
যদি পশ্যেৎ পরং জ্যোতিরেকং সর্ব্বত্র পশ্যতি॥ ১৭
যত্তনন্যমনাঃ পশ্যেদ্দিদৃক্ষুর্বিষয়েষপি।
তচ্চৈতন্যং পরং পশ্যেন্নান্যৎ কিঞ্চিদপি স্বয়ং॥ ১৮
পাপিষ্ঠাঃ ক্রূরকর্ম্মাণস্ততো নিত্যং বহিষ্কৃতাঃ।
তত্তৎ ফলার্থিনঃ সর্ব্বে কথং পশ্যন্তি তদ্বদ॥ ১৯
করস্থং নৈব জানাতি পুমান্ বিষয়নিশ্চলঃ।
অত্যন্তান্তর্হিতং বেত্তি জিজ্ঞাসুবতথাবিধঃ॥ ২০
পশ্য সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং সর্ব্বত্রাপি তপোনিধে।
প্রকাশতে স্বয়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং॥ ২১
ততোঽস্মায় পরং কিঞ্চিদ্বাহ্যমেতদ্বিলক্ষণং।
তত্তিরস্করিণীং প্রাহুরবিদ্যাং জ্ঞানিনামপি॥ ২২

বোদ্ধা ও তত্ত্বজ্ঞানী হন তিনি অপ্রমাদী হইয়া যদি পরম জ্যোতিকে দেখেন তখন তিনি এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই দেখেন না। যদি তিনি একমনে সত্য দেখিবার অভিলাষী হইয়া বিষয় সঙ্গেও দৃষ্টিপাত করেন তথাপি পরম চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। ১৮

যাহারা পাপিষ্ঠ ও হিংসক কিম্বা কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা রাখে তাঁহারা ব্রহ্ম থেকে বহিষ্কৃত আছে বলিয়াই কিরূপে সেই ব্রহ্মকে দেখিতে সমর্থ হয় তাহা বল।

কারণ সে পুরুষ বিষয়াসক্ত হাতের বস্তুও জানিতে পারে না কিন্তু যে সেরূপ নহেন সেই জিতেন্দ্রিয় অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের অবিষয় ব্রহ্মকেও জানিয়া থাকেন।

ব্যামোহয়তি চেতাংসি বিষয়েষু বলাম্মুনে।
দৃষ্টা স্যাৎ সুখদুঃখাদাবিচ্ছদ্বেষাদিলক্ষণা॥ ২৩
অদৃষ্টান্তর্হিতাঃ সর্ব্বে নাপি সর্ব্বত্র সংস্থিতং।
পশ্যন্তি পুরতঃ সাক্ষাচ্চৈতন্যং সর্ব্বগোচরং॥ ২৪
বুদ্ধিমানপ্রমত্তো যঃ কদাচিদ্বিষয়ৈরপি।
নৈব প্রলোভিতঃ সাক্ষাদাত্মানং পরমীক্ষতে॥ ২৫
এবংবিধোঽপি যঃ কশ্চিৎসচ্চিদানন্দলক্ষণং।
আত্মানং সর্ব্বগং সম্যগজানাত্যেব নিরাকুলঃ॥ ২৬
জীবন্নেব হি মুক্তঃ স্যাত্তস্মৈবং বায়ুমানয়েৎ।
বহিঃ সর্ব্বগমানীয় চৈতন্যং স্বগতং পুনঃ॥ ২৭
পূরকেণৈব যোগেন সর্ব্বতঃ স্থিতমস্ততঃ।
সম্যগাধায় চাধারে ধ্যায়েদ্রামমনন্যধীঃ॥ ২৮
শরীরান্তর্গতং বায়ুং দশধা তত্র তত্র তু।
একীকৃত্য প্রযত্নেন কুম্ভকেনৈব যোগতঃ॥ ২৯

হে তাপস! সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন এ বিশ্বমাঝে তিনি ভিন্ন কিছুই নাই তবে এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিদ্যা জ্ঞানীদের ও শত্রুরূপে রহিয়াছে ঐ অবিদ্যা জীবের চিত্তকে বল পূর্ব্বক মুগ্ধ করিয়া রাখে দেখা যায় সুখে ইচ্ছা ও দুঃখে অনিচ্ছা প্রভৃতিই উহার স্বরূপ জানিবে। ২৩

সকলেই অদৃষ্টে অন্তর্হিত থাকাতেই পুরঃস্থিত সর্ব্বগত প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে দেখিতে পায় না। তবে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও অপ্রমাদী সে কখন বিষয়ে প্রলোভিত হয় না বলিয়াই সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে

তত্রৈব সুদৃঢ়ং বদ্ধা পরমং স্বাত্মমানসং।
স্থিত্বৈবং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমুন্মীলয় সুখং মুনে॥ ৩০
সুষুম্নায়াঃ প্রযত্নেন সম্যক্ সর্পমুখাকৃতেঃ।
বায়ুনা পূরকাভ্যাসঃ কর্ত্তব্যস্তেন সাধয়েৎ॥ ৩১
গ্রন্থিভেদং ক্রমেণৈব চৈতন্যাগ্নিসমীরণৈঃ।
উন্নীয় পরমং যত্নাৎ কুর্য্যাত্তন্মুখগোচরং॥ ৩২
বিমলানন্দচৈতন্য সমীরস্তন্মুখান্তগঃ।
নয়েদূর্দ্ধং পরং মূর্দ্ধ্নঃ পুনঃ পুনরপি স্বয়ং॥ ৩৩
অভ্যাসাতিশয়েনৈব ভিনত্ত্যূর্দ্ধমনন্যধীঃ।
উদ্ধৃত্যাপূর্য্য তত্রৈব নিঃস্থতান্তরগোচরং॥ ৩৪
ভূমৌ বীরাসনং বায়ুমন্তরালংনয়েদপি।
পুনর্যত্নেন সেবায়াং দ্বিতীয়মপি ভেদয়েৎ॥ ৩৫

দেখিতে পায় এবং এই ব্যক্তিই আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা অনুভব করেন। তিনি যদি আবার পূর্ব্ববিধানে যোগমার্গে বায়ু আনিতে পারেন তবে তিনি জীবন্মুক্ত হন।

প্রথমে বাহিরে সর্ব্বগত চৈতন্যকে পূরক দ্বারা আত্মগত করিবে পরে অন্তরে স্থিরভাবে পদাধারে বসাইয়া রামকেই অনন্যমনে ধ্যান করিবে এবং কুম্ভকযোগে শরীরগত দশবায়ুকে তত্তৎস্থানে সযতনে একীকৃত করিয়া তথায় পরমাত্মাকে সুদৃঢ়রূপে যোগ করিয়া সর্প-মুখের মত আকারসম্পন্ন সুষুম্নার অগ্রভাগ অর্দ্ধমুহূর্ত্ত উন্মীলিত বায়ু দ্বারা বারংবার পূরণ করিবে। ৩১

ক্রমে চৈতন্য অগ্নি ও বায়ু দ্বারা গ্রন্থিভেদ করিয়া পরমাত্মাকে উঠাইয়া সেই সুষুম্নার মুখে বসাইবে অনন্যমনে অভ্যাস করিতে

তদন্তান্তর্গতো বায়ুঃ শরীরঞ্চোর্দ্ধগানয়েৎ।
হৃদয়গ্রন্থিভেদেন নিঃসন্দিগ্ধা পরোক্ষতা ॥ ৩৬
আত্মনো জায়তে সম্যক্ তদেবাস্য তু লক্ষণং।
গতাগতপ্রভেদেন তত্তদ্গ্রন্থিপ্রভেদতঃ ॥ ৩৭
চতুর্থগ্রন্থিভেদেন সম্যগভ্যাসযোগতঃ।
তত্তৎসন্ধিষু সঞ্চারন্তস্মাড্ডান্তগো মরুৎ ॥ ৩৮
সম্যক্ সংশোধ্য তদ্দেহং ভ্রূমধ্যমুপসর্পতি।
তত্রস্থে দ্বিদলে পদ্মে সুধা নিধিরলৌকিকঃ ॥ ৩৯
অমৃতংবাহয়ত্যেনং অমৃতত্বায় কল্প্যতে।
ভেদেন পঞ্চমস্থৈব পর্ব্বণোহধিগতং পুনঃ ॥ ৪০
শব্দব্রহ্মাপি নিখিলং তেন সর্ব্বজ্ঞতা ভবেৎ।
মূলাধারোত্থিতং বায়ুং সুষুম্নানাড়ীমধ্যগং ॥ ৪১
তত্তদ্গ্রন্থিবিভেদেন ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েদপি।
পূর্ব্বোক্তাভ্যাসযোগেন দ্বাদশান্তর্গতং পুনঃ ॥ ৪২

পারিলেই ঊর্দ্ধগ্রন্থি ভেদ করা যাইবে তৎপরে তখন ভূমিতে যে বীরাসনের বায়ু তাহাকেও ভিতরে লইতে পারিবে পুনরায় যত্ন করিতে পারিলে ঐ বায়ু অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থি ভেদ করিয়া ক্রমে দেহকে ঊর্দ্ধে উঠাইবে।

এইরূপে হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইলেই আত্মার প্রত্যক্ষ হইবে। এবং বায়ুর গমনাগমন ভেদে সেই সেই গ্রন্থির ভেদে আত্মা দৃষ্ট হন· বিশিষ্ট অভ্যাসযোগে চতুর্থ·গ্রন্থিটী ভেদ হইলে শরীর মধ্যগত বায়ু ·দেহকে সম্যক সংশোধন করিয়া ভ্রূমধ্যে পৌছিয়া থাকে তথায় দ্বিদল পদ্মে যে অলৌকিক সুধা আছে সেই অমৃতের আস্বাদন হইলেই

তদেব নিখিলং জ্ঞানং জন্মাদি সফলং ততঃ।
বৈরাগ্যেণ তদপ্যেতি ত্যাগেনৈব হি তৎপরং ॥ ৪৩
সন্ন্যাসেনৈব যোগীন্দ্র নান্যো মার্গোঽস্তি তস্য তু।
বহিরন্তর্গতং কৃত্বা মূলাধারাচ্চ চিন্ময়ং ॥ ৪৪
দ্বাদশান্তং সমুৎক্রম্য যাবন্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
যোগীন্দ্র মুক্তিমার্গোঽয়ং সর্ব্বস্মিন্নপি দর্শনে ॥ ৪৫
নৈবাপ্যত্র মতং ভিন্নং সর্ব্বৈরপি সুশোভনং।
বিরজেৎ সন্ন্যসেদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কুর্য্যাৎ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৬
পুরুষার্থোঽয়মেবাত্র নাতঃ কিঞ্চন বিদ্যতে।
অখণ্ডানন্দযোগেন নৈবাত্মানং বিযোজয়েৎ ॥

অমৃতত্ব লাভ হয়। অনন্তর পঞ্চম পর্ব্ব ভেদ হইলে নিখিল শব্দ ব্রহ্ম লাভ হয় তাহাতে সর্ব্বজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে।

যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাসে মূলাধার থেকে উত্থিত বায়ুকে প্রথমে সুষুম্নার মধ্যগত করিয়া সেই সেই পর্ব্ব কয়টী ভেদ করত ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যায় উহাই নিখিল জ্ঞান উহাতে জীবের জন্মাদি সফল হইয়া থাকে বৈরাগ্যবশে সমুদয় ত্যাগ করিলেই ঐ জ্ঞান মিলে আর যোগাভ্যাসেও পাওয়া যায় উহার আর পথ নাই।

বহির্বায়ুকে অন্তর্গত করিয়া মূলাধার থেকে চিৎরূপকে ব্রহ্মার শ্রেয় দ্বাদশার্ণ পদ্ম পর্য্যন্ত উঠাইয়া রাখিবে যে পর্য্যন্ত উহা না নামিবে সকল শাস্ত্রে ইহাকেই মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে মত ভেদ নাই সকলেই একবাক্যে বলেন বিরক্ত হও সন্ন্যাসী হও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কর সুখী হও। ৪৬

এ সংসারে ইহাই পুরুষার্থ ইহার পর কিছুই নাই আত্মাকে কদাচ

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তৈন তাবন্মাহাত্মনাং। ৪৭
ইদং সত্যং ইদং সত্যং সত্যমেবাভিবর্ত্ততে ॥
রামঃ সত্যং পরংব্রহ্ম রামাৎ কিঞ্চ ন বিদ্যতে। ৪৮
অগস্ত্যসংহিতা নাম প্রোক্তেয়ং সর্ব্বকামধুক্।
অধ্যাত্মালোকনে দীপকলিকা জ্ঞাননাশিনী ॥ ৪৯
ভোগমোক্ষপ্রদা নিত্যমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধিনী।
শ্রুত্বা দৃষ্টাপি লিখিত্বা বহিরন্তশ্চ পাবয়েৎ ॥ ৫০
আদিমধ্যাবসানান্তং যঃ সকৃৎ নিরীক্ষতে।
পাপাত্মাঽপি সমুৎক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫১
সর্ব্বদালোকয়েদ্যস্তু ব্রহ্মবিজ্ঞোগসঙ্গতিং।

ঐ পূর্ণানন্দ সংযোগ থেকে বিযুক্ত করিবে না অথবা নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুসারে তাঁহার শরণাগত হও, ইহাই সত্য ইহাই সত্য ইহাই সত্যরূপে দাঁড়াইয়া আছে যে রামই কেবল পরমব্রহ্ম। রাম ছাড়া কিছুই নাই। আমি এই অগস্ত্য সংহিতা নামে যাহা বলিলাম ইহা ভক্তের কাছে অভীষ্টদায়িনী ও আত্মদর্শন বিষয়ে প্রদীপ স্বরূপ ও জীবের অজ্ঞান নাশ করিয়া ভোগ ও মুক্তি প্রদান করে আরোগ্য সম্পাদন করত আয়ু বাড়াইয়া দেয় এবং এই সংহিতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে বা দর্শন করিলে কিম্বা পুস্তকাকারে লিখিলেও অন্তরে ও বাহিরে পবিত্র করিয়া থাকে যে ব্যক্তি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র সংহিতা খানি নিরীক্ষণ করে সে পাপিষ্ঠ হইলেও সবুলে উঠিয়া ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করে।

আর ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া যে সেই ভাবনায় সর্ব্বদা এই গ্রন্থ দেখে সে সদ্গতি পায় সকল পুণ্য লাভ করিয়া অভীষ্ট পাইয়া থাকে।

প্রাপ্নোতি পুণ্যমখিলং লব্ধাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২

পুস্তকং লিখিতং সম্যক্ গৃহে তিষ্ঠতি পূজিতং ॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধতেঽস্য দিনে দিনে।
পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রাদ্যৈঃ কুলমস্য প্রবর্দ্ধতে ॥ ৫৩

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অয়মেব পরো মার্গঃ কর্ম্মাপ্যেতৎ পরাপরং।
রাম এব পরং জ্যোতিঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ ১

যাহার গৃহে বিশুদ্ধ ভাবে লিখিত এই পুস্তক সম্যক্ পূজিত হইয়া থাকে তাহার দিন দিন আয়ু ও ঐশ্বর্য্য বাড়িতে থাকে আরোগ্য লাভ হয় এবং পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিতে তাহার বংশ ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। ৫১—৫৩।

ইতি ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে মুনিবর! ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ এবং এই কার্য্যই পরম উৎকৃষ্ট আর শ্রীরামচন্দ্রই সচ্চিদানন্দরূপী পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ। ১

অন্ত্যাদ্যয়োর্যকারস্থ দ্বিতীয়াদিস্বরান্তয়োঃ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানি সম্যগালোক্য নিশ্চিতং ॥ ২
বশিষ্ঠবামদেবাদ্যৈর্নারদাদ্যৈশ্চ যত্নতঃ।
যজ্ঞোহয়মস্মাদ্ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমান্যত ॥ ৩
ইতরেতরমিত্যেভ্যস্তেভ্যো বীজানি জজ্ঞিরে।
শব্দে প্রকাশমানোহয়ং তত এব বিনির্গতঃ ॥ ৪
ব্যক্তঃ স এব শারীরঃ পরস্পরবিলক্ষণঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপেণ সোহপ্যনেকবিধো ভবেৎ ॥ ৫
পদবাক্যাদিনাপ্যস্য শব্দস্যান্তো ন বিদ্যতে।
তস্য কারণরূপত্বাদভিধানাভিধেয়য়োঃ ॥ ৬
উপাংশুং পরমং লোকে যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং।
যস্ত্যং প্রকাশয়েৎ সর্বং পরং জ্যোতিঃ স্বতঃ পরং ॥ ৭

বসিষ্ঠ বামদেব নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী মহাত্মারা পরম অধ্যবসায় সহকারে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন। এই রঘুনাথই যজ্ঞ ইঁহা থেকেই স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বজীব প্রকাশ পাইয়াছে তৎপরে বীজ থেকে অঙ্কুর তাহা থেকে আবার বীজ এইরূপ পরস্পর জন্মাইতেছে রঘুনাথ শব্দে প্রকাশমান হইয়াও শব্দ থেকে বাহিরে আছেন সুতরাং তিনি ব্যক্তশরীরী হইয়াও অব্যক্ত—বর্ণাত্মক, আর যেমন পঞ্চাশত মাতৃকাবর্ণের স্বরূপে ঐ শব্দ নানাবিধ এবং পদ বাক্য প্রভৃতির প্রকাশে শব্দের অন্ত নাই তেমনি রামচন্দ্র সর্বস্বরূপ বলিয়াই বাক্য ও তিনি বাচ্য ও তিনি সংসারে তিনিই প্রধান উপাস্য তাঁহাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে তাঁহাতেই প্রকাশ হইতেছে তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়। ৭

যা বিরভ্যুদয়ার্থত্বাৎ সর্ব্বদাভ্যুদয়ার্থকৃৎ।
অতো যত্নেন জপ্যস্তু ভুক্তিমুক্তিফলেপ্সুভিঃ॥ ৮
অতস্ততঃ পরং নাস্তি বেদে তদ্বাচকো মনুঃ।
উপাস্যমানো যজ্জ্ঞোহয়মুৎপাদয়তি তৎপরং॥ ৯
তদেতন্নিতয়ং যান্ত্যং নাভ্যা সহ সমুদ্ধৃতং।
মায়ামন্মথবাগাদিপূর্ব্বো ব্যুৎক্রমপূর্ব্বকঃ। ১০
শ্রীবীজান্তোহনেকরূপো ওমাদ্যো বা ষডক্ষরঃ॥
চন্দ্রান্তঃ পরমো মন্ত্রো ভদ্রান্তশ্চতুরক্ষরঃ।
ঐহিকামুষ্মিকং চাস্মাদ্বাস্তমেব ফলং বিদুঃ। ১১
শ্রীমায়ামন্মথৈরেকৈকবীজাদ্যন্তগতো মনুঃ॥
ষড়ক্ষরঃ স এবায়ং সমন্ত্রশ্চতুরক্ষরঃ। ১২
তারমায়ারমানঙ্গৈরেকৈকপূর্ব্বঃ স এব হি॥
ত্র্যক্ষরো নেকধা প্রোক্তঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥ ১৩
চন্দ্রভদ্রনমস্কারৈস্তত্তদ্বীজৈশ্চ যোজিতঃ।

আর ঐ যকারাদি যজ্ঞ শব্দ অভ্যুদয়ার্থে পরিচিত বলিয়া সর্ব্বত্রই অভ্যুদয় প্রদান করিয়া থাকে ভোগ ও মুক্তি উভয়কামীরা পরমযত্নে ঐ নাম জপ করিবে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নাই ইহাই তৎপদের বাচক মন্ত্র ইহা উপাসিত হইলে পরম জ্ঞান উৎপাদন করেন রামায় এই যকারান্ত পদ নাভি সঙ্গে উঠিয়াছে। ঐ পদের হ্রীং ক্লীং ঐং এই বীজ তিনটী ক্রমিক পূর্ব্বে ও পরে বসাইয়া জপ করিবে তাহাতে আবার ওঁকার দিয়া কহিলে ছয় অক্ষর হইবে যেমন ওঁ হ্রীং রামায় হ্রীং ইহা থেকে ঐহিক পারত্রিক সুফল পাওয়া যায়। ঐ রাম পদের শেষে চন্দ্র পদ দিলে বা ভদ্রপদ যোগে চারি অক্ষরের

ষট্সপ্তাষ্ট নবাদিভেদৈরেবংভিন্নোঽপ্যনেকধা ॥ ১৪
একাদিত্বেন বর্ণধা স্বয়ং রামেত্যতঃপরং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্বেনানন্তত্বেনাপি ভিদ্যতে ॥ ১৫
পাদাভ্যাং বা পদাভ্যাংবা তথ্বিশেষৈর্বিশিষ্যতে।
স এব ভিদ্যতেঽনন্তভেদেনাপ্যধিকারিণা ॥ ১৬
মন্ত্রাণামৃষিরেতেষাং ব্রহ্মাগস্তিঃ শিবোঽপ্যহং।
ছন্দো গায়ত্রমেবাস্য দৈবতা রাম উচ্যতে ॥ ১৭
পূর্ব্বাঃপরঃ শক্তিবীজে ভুক্তিমুক্তিপ্রযোজনং।
আদ্যন্তভুক্তিবীজেন ষড়ঙ্গপল্লবৈঃ সহ ॥ ১৮
ভালমস্তকয়োর্নেত্রচক্ষুষোশ্চ ভ্রুবোর্দৃশোঃ।
কর্ণয়োর্ঘ্রাণয়োর্ঈষোরোষ্ঠয়োর্দন্তমূলয়োঃ ॥ ১৯
জিহ্বালম্বিকয়োঃকণ্ঠে কক্ষয়োশ্চক্ষুষোরপি।
অংশয়োর্ভুজয়োঃপাণ্যোঃ পার্শ্বয়োঃ কূর্পরদ্বয়োঃ ॥ ২০

মন্ত্রটী অতি প্রধান জানিবে। তাহাই আবার ওঁ হ্রীং শ্রীঃ ক্লীং এ কয়টীর একটী পূর্ব্বে বসাইয়া ওঁ রাম ইত্যাকার ত্র্যক্ষর মন্ত্র অনেক বিধ হয় উহা সকল অভীষ্ট দান করে। এইরূপ বীজদ্বয় বা বীজত্রয় প্রভৃতির যোগে সপ্তাক্ষর অষ্টাক্ষর নবাক্ষরাদি ভেদে অনেক মন্ত্র হইয়া থাকে ঐ সকল সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মন্ত্র অনেক বিধ অধিকারিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৬

এই সকল মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা আমি অগস্ত্য ও শিব তিন জনেই ছন্দ গায়ত্রী ও উহাদের দেবতা একরামকেই জানিও।

মন্ত্রে আদি ও অন্তে ক্রমিক শক্তি ও বীজের উল্লেখই ভোগ ও মুক্তির যোজনা হয়। আদ্যন্তে ভুক্তিবীজ দিয়া ও ষড়ঙ্গের পল্লব

পৃষ্ঠনাভ্যোশ্চ সক্থ্যুর্ব্বোর্জান্বোশ্চ জঙ্ঘয়োঃপদোঃ।
বিন্যসেৎশক্তিবীজেন সীতারামস্বরূপকং ॥ ২১
বিন্যসেৎসংহৃতিন্যাসং পাদাদিকশিরোঽবধি।
উৎপত্তিন্যাসমপ্যত্র নাভ্যাদি মধরোত্তরং ॥ ২২
ন্যসেৎপ্রত্যক্ষরন্যাসং মূর্ত্তিন্যাসমতঃ পরং।
তত্ত্বন্যাসং কেশবাদিন্যাসমপ্যথ বিন্যসেৎ ॥ ২৩
সর্ব্বাঙ্গমপি সর্ব্বেণ মন্ত্রেণাপি প্রবিন্যসেৎ।
ধ্যায়েৎসৎপুণ্ডরীকান্তং পরং জ্যোতিঃ পরাপরং ॥ ২৪
তত্রৈব দেবমভ্যর্চ্চ্য মানসৈরুপচারকৈঃ।
জপেৎ কশ্চন চৈকান্তে রামংধ্যায়ন্ননন্যধীঃ ॥ ২৫
নবজীমূতসঙ্কাশং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতং।
সন্তপ্তকাঞ্চনপ্রখ্যাং সীতামঙ্কগতাং পুনঃ ॥ ২৬

যোগ করিয়া অর্থাৎ রাং রামায় নম এই প্রকারে মুখ মস্তক চক্ষু ভ্রূ কর্ণ ওষ্ঠ দন্তমূল জিহ্বা কণ্ঠে কক্ষদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় ভুজদ্বয় পাণিদ্বয় পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ নাভি সক্থি উরুদ্বয় জানু জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়ে শক্তি বীজ সংযোগে ন্যাস করিবে এবং পাদ প্রভৃতি মস্তকাবধি সংহার ন্যাস করিবে এবং নাভি অবধি অধর পর্য্যন্ত উৎপত্তি ন্যাস করিবে এইরূপে প্রতিবর্ণের ন্যাস করিয়া মূর্ত্তিন্যাস করিবে এবং তত্ত্বন্যাস ও কেশবাদিন্যাস ও করিবে এইরূপে সর্ব্বাঙ্গে সকল মন্ত্রেই ন্যাস করিয়া হৃদয়কমলস্থিত পরাৎপর পরমজ্যোতিকে ধ্যান করিতে থাকিবে। ২৪

তথায় দেবের পূজা করিয়া মানস উপচারে অনন্যমনে বিরলে রঘুনাথের ধ্যান করত জপ করিবে।

অন্যোন্যাবিষ্টহৃদ্বাহুনেত্রং পশ্যন্তমাদরাৎ।
দক্ষিণেন করাগ্রেণ চিবুকংচঞ্চলালকং ॥ ২৭
স্পৃশন্তঞ্চ স্তনোত্তুঙ্গং পরিহাসৈর্মুহুর্মুহুঃ।
বিনোদয়ন্তং তাম্বূলচর্ব্বণৈকপরায়ণং ॥ ২৮
সর্ব্বভূতোজ্জলদ্বন্দ্বং যোষিৎপুরুষয়োরিদং।
শ্রীরামসীতয়োঃ সর্ব্বসম্পৎকরবিধায়কং ॥ ২৯
জপহোমার্চ্চনাদীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি সন্ততং।
তত্তৎকিঞ্চিদনন্তং স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
তদেতদ্বাচকো মন্ত্রঃ সর্ব্বস্যার্থস্য সাধকঃ।
সদসদ্বাচকশ্চায়ং মন্ত্রো বিজয়তে পরঃ ॥ ৩১

তিনি নবজলধরের মত কান্তিসম্পন্ন আর বিদ্যুতের মত শোভমান বসনে আবৃত আছেন সন্তপ্তসুবর্ণবর্ণা ক্রোড়গতা সীতার বাহুদ্বয়ে নিজ বাহুদ্বয় সংলগ্ন রাখিয়া সমাদরে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন এবং দক্ষিণ হস্তে সীতার চিবুক কুন্তল ও উচ্চপয়োধর মধ্যে মধ্যে স্পর্শ করিতে থাকিয়া বারংবার পরিহাসবাক্যে সীতার চিত্ত-বিনোদন করিতেছেন ও তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন এই স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি সীতারামের দম্পতি সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য বিধান করিতে সমর্থ। ২৫।২৯

এই রামরূপ ধ্যান করিয়া অবিরত যে কিছু জপ হোম ও পূজাদি কার্য্য করিবে সে সকল অনন্ত ফলের নিমিত্ত হয়। রামমন্ত্র সদসতের পরিচায়ক ও সকল বস্তুরই জ্ঞাপক সুতরাং সংসারে মন্ত্র মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রাধান্যে জয়যুক্ত আছে।

রামাত্মনো মনোঃ সদ্যঃস্মরণাৎ কীর্ত্তনাদপি।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং হত্বাপি কল্মষং ॥ ৩২
সঞ্চিনোতি নরো মোহাদ্যত্তদপি নাশয়েৎ।
গ্রাম্যারণ্যপশুঘ্নত্বং সঞ্চিতং দুরিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৩
নিঃশেষং নাশয়ত্যেব রামাত্মা দ্ব্যক্ষরো মনুঃ।
মদ্যপানেন যৎ পাপং তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ।
অভক্ষ্যভক্ষণাৎপাপং মিথ্যাজ্ঞানসমুদ্ভবং ॥ ৩৫
সর্ব্বং বিলীয়তে রামমন্ত্রস্যৈব কীর্ত্তনাৎ।
শ্রোত্রিয়স্বর্ণহরণাদ্যচ্চ পাপমুপার্জ্জিতং ॥ ৩৬
রত্নাদেরপহারেণ তদপ্যেব বিনাশয়েৎ।
গত্বা তু মাতরং মোহাদগম্যা যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৩৭
উপাস্থানেন মন্ত্রেণ রামং তদপি নাশয়েৎ।
মহাপাতকিপাপিষ্ঠসঙ্গত্যা সঞ্চিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৮

মানব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে মোহাধীন হত্যা করিয়াও যে পাপ সঞ্চয় করে তাহা রামরূপী পর ব্রহ্মের বাচক মন্ত্রের স্মরণে বা কীর্ত্তনে সদ্যই ধ্বংস পাইয়া থাকে।

আর গ্রাম্য বা আরণ্য পশুহত্যা করিলে যে পাপ সঞ্চয় হয় তাহা রাম এই দুই অক্ষরের মন্ত্রটী নিঃশেষ রূপে নাশ করিয়া দেয়। ৩৩

এবং মদ্যপানের বিষম পাপ ও এই মন্ত্র জপ করিবামাত্র দূর হইয়া যায় অভক্ষ্যভক্ষণের পাপ ও মিথ্যা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন পাপ সকল এই রাম মন্ত্র কীর্ত্তনমাত্রে লয় পাইয়া থাকে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের স্বুবর্ণচুরী বা রত্নাদি চুরী করিলে যে পাপ হয় তাহাও ক্ষণ কাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি অজ্ঞান বশে অগম্যা রমণীতে উপগত হইলে

নাশয়েত্তৎ কথালাপশয়নাসনভোজনৈঃ ।
পিতৃমাতৃবধোৎপন্নং বুদ্ধিপূর্ব্বকমদ্যপং ॥ ৩৯
নিঃশেষং নাশয়ত্যেব কালত্রয়সমুদ্ভবং ।
ভ্রাতৃমিত্রস্বসৃহননং যদ্বা বিশ্বাসঘাতনং ॥ ৪০
যদ্বা বালবধোৎপন্নং বিষশস্ত্রাগ্নিদায়কং ।
গুরুপুত্রবধোৎপন্নং কলত্রাদিহননাৎ ॥ ৪১
তদনুষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বমেব বিলীয়তে ।
তৎসদ্গুরূপদিষ্টেন বর্ত্মনা নিশ্চিতং পুনঃ ॥
রামাখ্যা মন্ত্রমেবায়ং পাপরাশিবিনাশকৃৎ । ৪২
যৎপ্রয়াগাদিতীর্থোত্থ প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥

এমন কি মাতৃগমন পর্য্যন্ত করিলে যে পাপ হয় সে সব ও এই মন্ত্রে রামোপাসনা করিলে নষ্ট হইয়া থাকে। এবং মহাপাতকী প্রভৃতি পাপিষ্ঠদের সংসর্গে বা শয়ন ভোজন উপবেশনাদি দ্বারা সংসর্গ করিলে যে পাপ সঞ্চয় হয় এবং পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা ও জ্ঞানপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে যে পাপ হয় তাহা ও এই মন্ত্র ত্রিকালে উপাসিত হইলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এবং ভ্রাতা ভগিনী ও বন্ধু জনের বধ করিলে ও বিশ্বাস ঘাতক হইলে কিম্বা সাধারণ বালক বধ করিলে বা গুরুর স্ত্রী পুত্র বধে অথবা বিষ প্রয়োগে অগ্নিদানে কি শস্ত্র ঘাতে হত্যা করিলে দুরাত্মাদের যে দারুণ পাপ সঞ্চয় হয় সে সমুদয় এই রামমন্ত্রের যথাবিধি অনুষ্ঠানে লয় পাইয়া যায়। ৪১

এই রামপদাত্মক মন্ত্রটী গুরূপদিষ্ট নিয়মে সম্যক উপাসিত হইলে রাশি রাশি পাপ নষ্ট করে এমন কি প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে শত শত

নৈবাপনুত্যতে পাপং তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ৪৩
কৃচ্ছ্রৈস্তপ্তপরাকাদ্যৈর্নানাচান্দ্রায়ণৈরপি।
পাপং যচ্চান্নপানোত্থং তদপ্যাশু বিনাশয়েৎ ॥ ৪৪
আত্মতুল্য সুবর্ণাদিদানৈর্বহুবিধৈরপি।
কিঞ্চিদপ্যপরীক্ষায়াং পাপং তদপি নাশয়েৎ ॥ ৪৫
যচ্চাতিসঞ্চিতং পাপং মূলবদ্ধমঘঞ্চ যৎ।
তন্মন্ত্রস্মরণাদেব নিঃশেষং তৎ প্রণশ্যতি ॥ ৪৬
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যাহাদের ধ্বংস হয় না সেই সব ঘোর পাপ ও এই মন্ত্রের উপাসনায় বিদূরিত হইয়া থাকে।

এবং তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক ও নানা চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠানে যাহা দূর হইবার নহে এমন পাপও এই মন্ত্রের কৃপায় অতি শীঘ্র ধ্বংস পাইয়া যায়।

এবং নিজের ওজনে স্বর্ণ দান কি জলপরীক্ষা প্রভৃতি কঠোর উপায়ে যাহার ধ্বংস হয় না সে পাপও নষ্ট হইয়া থাকে।

কিম্বা যে পাপ বংশানুক্রমে জাতি সাধারণে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে সেই বদ্ধমূল পাপ ও এই মন্ত্র স্মরণমাত্রে নিঃশেষে নষ্ট হইয়া থাকে। ৪৬

চতুর্বিংশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ ।

সর্ব্বেষামেব তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ তপোধন ।
রামাত্মনস্ত্বয়া তত্ত্বং ব্রহ্মণঃ পরমব্যয়ং ॥ ১
প্রদর্শিতং সম্যগেব সবিস্তরমনেকধা ।
ষড়ক্ষরবিধানন্তু সম্যক্‌জ্ঞাতং ময়া প্রভো ॥ ২
অন্যেষাং রামমন্ত্রাণামনুষ্ঠানং কথং মুনে ।
ষড়ক্ষরবিধানং বা বিধানান্তরমস্তি বা ।
সর্ব্বমেব সমাচক্ষ্ব ভক্তস্ত মম সুব্রত ॥ ৩

অগস্ত্য উবাচ ।

সুতীক্ষ্ণ শৃণু বক্ষ্যামি শ্রদ্ধধানায় তে পুনঃ ।
বক্তব্যং তব যত্নেন যতস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায় ।

সুতীক্ষ্ণ কহিলেন । হে বেদজ্ঞ তাপস ! আপনি সমুদয়ের মূল তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়াই রামরূপী পরব্রহ্মের যে অবিনশ্বর তত্ত্ব আমার কাছে সুবিস্তর বলিলেন হে প্রভো ! তাহাতে আমি ষড়ক্ষর মন্ত্রের অনুষ্ঠানবিধি সম্যক জানিতে পারিলাম না এক্ষণে ষড়ক্ষর মন্ত্রের ও অন্য রাম-মন্ত্রের অনুষ্ঠান কিরূপ সেই সকল জানিতে আমি ভক্তিমান হইয়াছি আমাকে সমুদয় সবিস্তরে বলুন।

অগস্ত্য বলিলেন । হে সুতীক্ষ্ণ তুমি যেহেতু পরম বৈষ্ণব ও শ্রদ্ধা

যে শৃণ্বন্তিকথাং বিষ্ণোর্নন্দন্তি চরিতং হরেঃ।
মুক্তকণ্ঠাশ্চ গায়ন্তি হরিং নৃত্যন্তি সুন্দরং ॥ ৫
আনন্দাশ্রুপরীতাঙ্গা গাত্রেষু পুলকাঞ্চিতাঃ।
আনন্দনির্ভরাশ্চৈব প্লবন্তশ্চ পদে পদে ॥ ৬
উচ্চৈঃ শ্রীরামরামেতি বদন্তি চ হসন্তি চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তা মান্যা রামসমা হি তে ॥ ৭
বক্ষ্যতে হি মহাভাগ যথামতি সুবিস্তরং।
ষড়ক্ষরবিধানন্তু সর্ব্বেষাং প্রকৃতিং বিদুঃ ॥ ৮
ভূতশুদ্ধির্বিধাতব্যা সর্ব্বেষাঞ্চাদিতো মুনে।
ন্যাসাঃপূর্ব্বোদিতাঃ কার্য্যা যত্নেন শৃণু সুব্রত ॥ ৯

সহকারে শুনিতে বাসনা করিয়াছ সুতরাং তোমার কাছে বিশেষ যত্ন করিয়াই বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

যাহারা হরিকথা শ্রবণ করে ও হরিগুণানুবাদে আনন্দিত হয় অথবা উচ্চকণ্ঠে হরিরগুণানুবাদ করে ও নানারূপে হরিকে আনন্দিত করে কিম্বা হরিগুণগানসময়ে রোমাঞ্চিতশরীরে আনন্দজনিত নয়নজলে ভাসিতে থাকে এবং উচ্চরবে হাসিতে হাসিতে রাম রাম বুলি বলে এই প্রকার গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সংসারে রঘুনাথের মত মাননীয় হয়।

হে মহাভাগ! আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তোমাকে রাম মন্ত্রের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর প্রথম ষড়ক্ষর মন্ত্রের। বিধানই বলিব ঐ মন্ত্রকে সকলের প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। ৮

হে মুনিবর! সকল কর্ম্মের গোড়াতেই ভূতশুদ্ধি করিবে পূর্ব্ব কথিত মত ন্যাস গুলি ও অতিসাবধানে সযত্নে করিবে আর ভক্তিভরে

দীক্ষাবিধিস্তু পূর্ব্বোক্তো বিধেয়ো দেশিকোত্তমৈঃ।
সন্ধ্যাং দীক্ষাদি তৎকুর্য্যাত্তত্তন্মন্ত্রানুসারতঃ ॥ ১০
প্রাণায়ামস্তু গায়ত্র্যা সর্ব্বেষামপি সত্তম।
জলাভিমন্ত্রণঞ্চাপি মূলমন্ত্রেণ মার্জ্জনং ॥ ১১
অন্যত্ত্ব প্রাশনঞ্চাপি ক্ষেপঞ্চার্য্যস্তু বৈ মুনে।
সীতামন্ত্রেণ কুর্ব্বীত মূলমন্ত্রজপস্তথা ॥ ১২
জপস্থানাদিকাঃ কার্য্যাঃস্তোত্রেণ শতকল্মষৈঃ।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং ॥ ১৩
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষমাজ্ঞনেয়গুরুংপ্রভুং।
নমোঽস্তু রামদেবায় জ্যোতিষাংপতয়ে নমঃ ॥ ১৪
সাক্ষিণে সর্ব্বলোকানাং পরমানন্দরূপিণে।
রঘুনাথায় দিব্যায় মহাকারুণিকায় চ ॥ ১৫
নমোঽস্তু কৌশিকানন্দদায়িনে বিশ্বরূপিণে।
দীপস্থানঞ্চ কর্ত্তব্যং রামংধ্যায়েদনন্যধীঃ ॥ ১৬

পূর্ব্বোক্ত দীক্ষা ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে তবে দীক্ষার আগে সেই সেই মন্ত্রের অনুসারে সন্ধ্যাটী সারিয়া ফেলিবে তারপর সকল দেবতারই নিজ নিজ গায়ত্রী দ্বারা প্রাণায়াম মূল মন্ত্র পাঠে জলের আমন্ত্রণ করিবে সীতামন্ত্র যথাশক্তি জপিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে আর জপান্তে এই স্তব পড়িলে শত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় যিনি সীতাদেবীর সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন সেই হনুমৎপ্রভু কমলনেত্র- ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি এবং যিনি গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের অধীশ্বর সর্ব্বলোকের সাক্ষীস্বরূপ সেই নিত্য চিদানন্দরূপী রঘুনাথ রামদেবকে নমস্কার।

ত্রিকালমেব যঃকুর্য্যাদ্রাম এব ভবেৎ স্বয়ং।
পুরশ্চর্য্যা তু সর্ব্বেষামুক্তমার্গেণ চোচ্যতে ॥ ১৭
এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ।
ধ্যাত্বা বীরংপরং ব্রহ্ম রাঘবং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮
চতুর্ভুজং শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধরং বিভুং।
কিরীটিনমুদারাঙ্গং বনমালাবিভূষিতং ॥ ১৯
সীতালঙ্কৃতবামাঙ্কং পীতাম্বরধরং বিভুং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জ্বলন্তংতেজসা মুনে ॥ ২০
অথবা দ্বিভুজং দেবং নীলোৎপলসমদ্যুতিং।
অনেকাদিত্যসঙ্কাশং হৃৎপদ্মোপরি সংস্থিতং ॥ ২১
কাঞ্চনপ্রখ্যয়া দেব্যা বামভাগস্থয়েক্ষিতং।
লক্ষ্মণেন ধৃতচ্ছত্রংসুবর্ণাভেন ধীমতা ॥ ২২

এবং বিশ্বরূপ প্রভু বিশ্বামিত্র মুনির আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন সেই পরম দয়াময় দেব রঘুনাথকে বারংবার প্রণাম করি। এইরূপে অবিরত জগন্নাথ রামকে ধ্যান করিয়া একাগ্রমনে যে ব্যক্তি ত্রিকালে তাঁহার পূজা করে সে নিজেই সাক্ষাৎ রামচন্দ্র হইয়া থাকে। সকল মন্ত্রেরই পুরশ্চরণ এই নিয়মেই বলা আছে।

হে মুনিবর! দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক প্রতিদিন পরমব্রহ্ম শ্রীরামকে এই ভাবে ধ্যান করিবে যে তিনি চারিহাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া পীতবসন পরিধান করত বনমালায় ভূষিত হইয়া আছেন এবং সীতাকে বামক্রোড়ে বসাইয়াছেন তাঁহার বিশুদ্ধ স্ফটিক মণির মত উজ্জ্বল বর্ণ তাহাতে আবার কিরীট পরিয়া সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছেন। এই ধ্যান অথবা

অন্যৈশ্চ সেবিতং দিব্যৈঃ পরিবারৈরনেকশঃ।
মানসৈরুপচারৈশ্চ সম্যক সম্পূজ্য সত্তমঃ ॥ ২৩
কল্পবৃক্ষসমুদ্ভূতৈর্মন্দারৈর্মনসা চিরং।
মূলমন্ত্রজপং কুর্য্যান্নিয়তং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
বাহ্যপূজাং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধনৈর্ন্যায়তোঽর্জ্জিতৈঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতৈঃ পূজা নিষ্ফলা মুনিসত্তম।

অগস্ত্য উবাচ।

বাহ্যপূজাং পুনর্বক্ষ্যে সুতীক্ষ্ণ শৃণু সত্তম।
স্বগৃহে শুদ্ধভাবে চ বিলিপ্তে গোময়াম্বুনা ॥ ২৬
সংবিতানসমাযুক্তে পুষ্পাদ্যৈঃ সমলঙ্কৃতে।
গীতবাদ্যৈঃ সুনৃত্যৈশ্চ সর্ব্বতঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ২৭

দ্বিভুজ রাঘব সাধকের হৃদয়কমলে বসিয়া আছেন তাঁহার নীলপদ্মের মত কান্তি ও অসংখ্যসূর্য্যের মত প্রভা এবং স্বর্ণকান্তি সীতাদেবী তাঁহার বামভাগে থাকিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ও সুবর্ণ বর্ণ সুধীর লক্ষ্মণদেব তাঁহাকে ছত্র ধরিয়াছেন আর অন্যান্য পরিবার ও দেবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এইরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পরমযত্নে বিধিবোধিত পূজা করিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে। ২৪

তারপর ন্যায়পথে সংগৃহীত সামগ্রী দিয়াই বাহ্যপূজা করিবে হে মুনিবর! অন্যায়পথে অর্জ্জিত বস্তু দিয়া পূজা করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে।

অগস্ত্য বলিলেন! হে সুতীক্ষ্ণ বাহ্যপূজার পরিপাটী পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

শুদ্ধাসনে সমাসীন উপচারৈঃ স্বশক্তিতঃ।
চন্দনাগুরুকস্তুরীকর্পূর কুঙ্কুমাদিভিঃ॥ ২৮
হিমাম্বুনা সুসংমৃষ্টৈঃ পূজা কার্য্যা সদা মুনে।
করবীরৈশ্চ সংফুল্লৈঃ শ্বেত রক্ত সুগন্ধিভিঃ॥ ২৯
পুন্নাগৈশ্চম্পকৈশ্চৈব বকুলৈঃশতপত্রকৈঃ।
জাতীভির্মল্লিকাভিশ্চ কহ্লারৈঃ কমলৈরপি॥ ৩০
পাটলৈঃকেতকৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্রঘুনন্দনং।
বৈষ্ণবেষু চ সর্ব্বেষু শঙ্খপূজাং প্রযত্নতঃ॥ ৩১
কুর্য্যাত্রিকালং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ সাধনোত্তমৈঃ।
বিনৈব শঙ্খপূজাং যো বৈষ্ণবঃপূজয়েদ্ধরিম্॥ ৩২
পূজাফলং নচাপ্নোতি স সম্যক্পূজকোঽপি সন্।
ধূপৈশ্চ বহুভিঃ পুষ্পৈশ্চন্দনৈ গু'গ্গুলুদ্রবৈঃ॥ ৩৩

প্রথমে নিজ গৃহে গোময়লেপনাদি দ্বারা পবিত্র স্থান করিয়া তথায় চাদোয়া টাঙাইয়া নানা পুষ্পে অলঙ্কৃত করিবে তথায় মনোহর গান বাদ্য নৃত্য করাইতে থাকিয়া পবিত্রভাবে শুদ্ধ আসনে বসিবে হে মুনিবর! অতঃপর হিমজলে ঘর্ষিত চন্দন অগুরু কর্পূর কস্তুরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতি উপচার দ্বারা পূজা আরম্ভ করিবে আর রঘুনাথকে পুষ্পের মধ্যে স্ফুটিত সাদা বা রাঙা সুগন্ধ করবীর আর পদ্ম পুন্নাগ বকুল চম্পক মল্লিকা জাতী কহ্লার কমল পাটল ও কেতকফুল দিয়াই পূজা করিবে।

এবং বিধানবিদ্ সাধক বিষ্ণুর উপাসনায় সর্ব্বত্র প্রাতরাদি কাল-ত্রয়েই অতিযত্নে অগ্রে শঙ্খপূজা করিবে কারণ যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ

অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রঘুনাথমনন্যধীঃ ।
স্নেহসংস্থবিপুলবর্ত্তিকাভিরনেকধা ॥ ৩৪
আরাত্রিকৈরনেকাভিঃস্থাপিতাভিঃ পরিষ্কৃতঃ ।
পদ্মস্বস্তিকরূপেণ হংসাকারেণ চানঘ ॥ ৩৫
ভ্রাময়েদ্রঘুনাথস্য পুরস্তাৎপুরতো মুহুঃ ।
নৈবেদ্যংভক্ষ্যভোজ্যাদি পূজিতং রাঘবায় তু ॥ ৩৬
সূপাপূপাম্বুতোপেতং পায়সাদ্যং সশর্করং ।
বহূপদংশসংশোভি সঘৃতং সদধিপ্রিয়ং ॥ ৩৭
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন শোভিতং শুভমুজ্জ্বলং ।
কর্পূরশকলৈর্যুক্তং নাগবল্লীদলাশ্রিতং ॥ ৩৮
সুধাবিন্দুসমাযুক্তং পূগীফলমনোহরং ।
তাম্বূলং রঘুনাথস্য দত্ত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯

পূজা না করিয়া হরির পূজা করে সে যথাবিহিত পূজা করিয়াও সমগ্র পূজা ফল প্রাপ্ত হয় না।

এবং নানা গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও গুগুল্ দিয়া রঘুনাথকে পরম ভক্তি সহকারে অনন্যমনে পূজা করিবে এবং ঘৃতাদি স্নেহবস্তুতে ভিজান নানারূপ দীপ সাজাইয়া অনেক আরত্রিক প্রদীপ জ্বালাইবে ও সেগুলি রঘুনাথের সম্মুখে পদ্ম স্বস্তিক ও হংস আকারে বারংবার ঘুরাইয়া আরতি করিবে আর নানা ভক্ষ্য ভোজ্য সমন্বিত বিঞ্জক সহিত নৈবেদ্য দিবে শর্করাযুক্ত পায়স ঘৃত দুগ্ধ ও দধি যত্নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে তারপর উজ্জ্বল সুধা (চুন) দেওয়া কর্পূর ও গুবাক খণ্ডে সমন্বিত তাম্বূল রঘুনাথকে দিয়া সকল কামনা লাভ করিতে পারিবে। ৩৯

পূর্ব্বোক্তমেব সংক্ষেপাৎ বিধানং গদিতং মুনে।
সর্ব্বেষাং রামমন্ত্রাণামেবমেবোদিতং পুনঃ॥ ৪০
ত্রিকালমেককালং বা এবং যঃ পূজয়েৎ সদা।
সার্ব্বভৌমশ্চিরং ভুক্ত্বা রামএব ভবেদিহ॥ ৪১
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরম রহস্যে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

হে মুনিবর! অতি সংক্ষেপে এই পূজাবিধান তোমাকে বলিলাম যেমন এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের বিধান বলিলাম শ্রীরামের অন্যান্য মন্ত্রেরও এইরূপ বিধান জানিবে। ৪১

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় বা এক সময়েই এইরূপ প্রণালীতে রঘুনাথের পূজা করে সে বহুকাল সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া পরে রামের স্বারূপ্য লাভ করে।

ইতি পঞ্চবিংশোঽধ্যায়।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

সর্ব্বানুষ্ঠানসারং তে সর্ব্বদানোত্তমোত্তমং।
রহস্যং কথয়িষ্যামি সুতীক্ষ্ণ মুনিসত্তম ॥ ১
চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লপক্ষে রঘূত্তমঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মণ পরংব্রহ্মৈব কেবলং ॥ ২
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতং সদা।
তত্র জাগরণং কুর্য্যাদ্রঘুনাথপুরো ভুবি ॥ ৩
প্রাতর্দশম্যাং কৃত্বা তু সন্ধ্যাদি সকলাঃ ক্রিয়াঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্রামং ভক্ত্যা বিত্তানুসারতঃ ॥ ৪
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
গোভূতিলহিরণ্যাদ্যৈ র্বস্ত্রালঙ্করণৈস্তথা ॥ ৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়।

অগস্ত্য কহিলেন।

হে মুনিবর! সুতীক্ষ্ণ! যাহা সকল উত্তমদান হইতে উত্তম ও যাহা সকল অনুষ্ঠানের সারস্বরূপ সেই গুপ্ত বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে দ্বিজবর! পূর্ব্বে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমীতে পরম ব্রহ্ম রঘুনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং সেই পুণ্য দিনে সকলে উপবাস ব্রত করিবে ও রঘুনাথের সম্মুখে বসিয়া সে রাত্রি জাগরণ করিবে। প্রভাতে দশমীতে সন্ধ্যাদি সমুদয় নিত্য কর্ম্ম সমাপন করত

রামভক্তান্ প্রযত্নেন প্রীণয়েৎ পরয়া মুদা ।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা শ্রীরামনবমীব্রতং ॥ ৬
অনেকজন্মসিদ্ধানি পাতকানি বহূন্যপি ।
ভস্মীকৃত্য ব্রজত্যেব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৭
পূজ্যঃ স্যাৎ সর্ব্বভূতানাং যথা রামস্তথৈব সঃ ।
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্ক্তে স চ নরাধমঃ ॥
কুম্ভীপাকেষু সর্ব্বেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
ত্রৈলোক্যপাপমশ্নাতি ধর্ম্মোঽহন্যো নিষ্ফলো ভবেৎ ॥ ৯
যস্তু রামস্য নবমীমনাদৃত্য নরাধমঃ ।
অশ্নীয়াৎ নরকং গচ্ছেৎ যাবদাচন্দ্রতারকং ॥ ১০

ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়া গো ভূমি তিল স্বুবর্ণ বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি দক্ষিণা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। ৫

বিশেষত রামভক্তদের অতি যত্নেই পরমানন্দে ভোজন করাইবে। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া শ্রীরামের নবমী ব্রত আচরণ করে সে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশি ভস্ম করিয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদে গমন করিয়া থাকে। ৬

এবং রঘুনাথ যেমন সর্ব্বলোকের পূজনীয় আছেন তেমনি সেও পূজার্হ হয়। আর যে রামনবমীর দিনে ভোজন করে সেই নরাধম কুম্ভীপাক নরকে পাক হইয়া থাকে নিশ্চয় জানিও। ৭

রামনবমীতে যে ভোজন করে সে ত্রিভুবনের যাবৎ পাপই ভোজন করে জানিবে তাহার পূর্ব্ব অন্য ধর্ম্মও বৃথা হয়।

আরও বলি রামনবমীকে গ্রাহ্য না করিয়া যে নরাধম ঐ দিনে ভোজন করে চন্দ্র সূর্য্য যত কাল ততদিন সে নরকে বাস করিয়া থাকে। ১০

ন কৃত্বা রামনবমীব্রতং সর্ব্বব্রতোত্তমং।
ব্রতান্যন্যানি কুর্ব্বতে ন তেষাংফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১১
সর্ব্বব্রতস্য প্রীতর্থামিদং রামব্রতঞ্চরেৎ ॥ ১২
রহস্যকৃতপাপানি প্রখ্যাতানি বহূন্যপি।
মহান্তি চ প্রণশ্যন্তি শ্রীরামনবমীব্রতাৎ ॥ ১৩
একামপি নরো ভক্ত্যা শ্রীরামনবমীং মুনে।
উপোষ্য কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪
নরো রামনবম্যান্তু শ্রীরামপ্রতিমাপ্রদঃ।
বিধানেন মুনিশ্রেষ্ঠ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

শ্রীরামপ্রতিমাদানংবিধানং বা কথং মুনে।
কথয় ত্বয়ি রামেহপি ভক্তস্য মম বিস্তরাৎ ॥ ১৬

সকল ব্রতের সার রামনবমী ব্রত না করিয়া অন্য সব ব্রত করিলে সেসব ব্রতের ফল পাওয়া যায় না।

অন্যান্য সমুদয় ব্রতের অনুষ্ঠানের আনন্দ এক রামনবমী ব্রতে পাওয়া যায় আর গোপনে বা প্রকাশ্যে যে কিছু মহাপাতক প্রভৃতি পাপ সঞ্চিত হয় তাহা এই রামনবমীব্রতের অনুষ্ঠানে ধ্বংস পাইয়া থাকে।

হে মুনিবর। যদি কোন মানব ভক্তি সহকারে একটী রামনবমীব্রত ও উপবাস করে সে কৃতার্থ হইয়া সকল পাপ থেকে মুক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ দিনে যদি কেহ শাস্ত্র বিধানানুসারে রামের প্রতিমা প্রদান করে সে মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই। ১৫

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে প্রভো। রঘুনাথের প্রতিমা দান কি প্রকার ও তাহা

অগস্ত্য উবাচ।

কথয়িষ্যামি তে ব্রহ্মন্ প্রতিমাদানমুত্তমং ॥ ১৭

অষ্টম্যাং চৈত্রমাসস্য শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দন্তধাবনপূর্ব্বন্তু প্রাতঃস্নায়াত্তথাবিধি ॥ ১৭

নদ্যাং তড়াগে কূপে চ হ্রদে পল্বনেঽপি বা।
ততঃ সন্ধ্যাদিকাঃ কার্য্যাঃ সংস্মরন্‌রাঘবং হৃদি ॥ ১৮

গৃহমাগত্য বিপ্রেন্দ্র কুর্য্যাদ্বৈ আসনাদিকং।
দান্তং কুটুম্বিনং বিপ্রং বেদশাস্ত্ররতং সদা ॥ ১৯

শ্রীরামপূজানিরতং সুশীলং দম্ভবর্জ্জিতং।
বিধিজ্ঞং রামমন্ত্রাণাং রামমন্ত্রৈকসাধকং ॥ ২০

করিবার কিরূপ বিধি তাহা আমার কাছে সবিস্তার বর্ণন করুন আমাকে আপনার প্রতি ও শ্রীরামচন্দ্রে একান্ত ভক্তিমান্ বলিয়া জানিবেন। ১৬

অগস্ত্য বলিলেন।

হে দ্বিজবর! আমি তোমাকে সর্ব্বোত্তম প্রতিমা দানের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৭

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া প্রভাতে দন্তধাবনপূর্ব্বক অগ্রে নদীতে কি তড়াগে কূপে হ্রদে কিম্বা পল্বনের সলিলে যথাবিধানে স্নান করিবে তারপর মনে মনে রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া সেইখানে বসিয়াই সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ১৮

হে মুনিবর! আপনার বাড়ীতে আসিয়া শাস্ত্রোক্ত আসনাদি করিবে এবং দমগুণযুক্ত বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শ্রীরামপূজায় অনুরক্ত সুশীল অভিমানশূন্য অথচ রামমন্ত্রের সাধনায় নিরত এরূপ এক

আহূয় ভক্ত্যা সম্পূজ্য শ্রাবয়েৎ প্রার্থয়ন্নিতি।
শ্রীরামপ্রতিমাদানং করিষ্যেঽহং দ্বিজোত্তম ॥ ২১
তত্রাচার্য্যো ভব প্রীতঃ শ্রীরামোঽসি ত্বমেব চ।
ইত্যুক্ত্বাজ্যেন তং বিপ্রং স্নপয়িত্বা ততঃ স্বয়ং ॥ ২২
তৈনৈবাভ্যজ্য চ স্নায়াচ্চিন্তয়ন্রাঘবং হৃদি।
শ্বেতাম্বরশ্বেতগন্ধ শ্বেতমাল্যানি ধারয়েৎ ॥ ২৩
অর্চ্চিতো ভূষিতশ্চৈব কৃতমাধ্যন্দিনক্রিয়ঃ।
আচার্য্যং ভোজয়েৎ পশ্চাৎ সাত্বিকান্নৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ২৪
ভুঞ্জীত স্বয়মপ্যেবং হৃদি রামমনুস্মরন্।
ভুক্ত্বা ব্রতী ততস্তত্র সহাচার্য্যৈর্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫

পরমাত্মীয় ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করত এই প্রার্থনা কথা শুনাইবে—

হে দ্বিজবর! আমি শ্রীরঘুনাথের প্রতিমা দান করিব সেই কার্য্যে আপনি প্রীত হইয়া আচার্য্যপদে অবস্থান করুন আপনিই আমার কাছে আজি সেই শ্রীরামচন্দ্র বই আর কিছুই নহেন। ২২

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে নিজের হাতে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইবে নিজেও অবশিষ্ট ঘৃত মাখিয়া রাঘবকে মনে মনে ধ্যান করিতে থাকিয়া স্নান করিবে এবং শুক্ল বসন ও শুক্ল পুষ্পের মালা পরিয়া শ্বেত চন্দন গাত্রে লেপন করিবে।

এইরূপে অর্চ্চিত ও ভূষিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া আচার্য্যকে অগ্রে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ নিজে ও রামকে মনে মনে ভাবিতে থাকিয়া বিস্তর সাত্ত্বিক অন্ন দ্বারা ভোজন করিবে।

হে মুনিবর! জিতেন্দ্রিয় ব্রতধারী ভক্ত এইরূপে ভোজন সম্পন্ন

শৃণ্বন্নামকথাং দিব্যামহঃশেষং নয়েন্মুনে।
সায়ং সন্ধ্যাদিকাঃ কার্য্যা হৃদি রামমনুস্মরন্ ॥ ২৬
আচার্য্যসহিতো রাত্রাবধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বসেৎ স্বয়ংতথৈকান্তে শ্রীরামার্পিতমানসঃ ॥ ২৭
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় স্নাত্বা সন্ধ্যাং বিভাবয়েৎ।
প্রাতঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শীঘ্রমেব সমাপয়েৎ ॥ ২৮
ততঃ শুদ্ধমনা ভুক্ত্বা বিপ্রৈঃ সহিতোঽনঘ।
স্বগৃহে চোত্তরে ভাগে দানমণ্ডপমুজ্জ্বলং ॥ ২৯
চতুর্দ্বারিপতাকাঢ্যং সুবিতানং সুতোরণং।
মনোরমং সমুত্সেধং পুষ্পাদ্যৈঃ সমলঙ্কৃতং ॥ ৩০
শঙ্খবজ্র হনুমদ্ভিঃ প্রাগদ্বারে সমলঙ্কৃতং।
গদাচক্রাঙ্গদৈশ্চৈব পশ্চিমে সমলঙ্কৃতং ॥ ৩১

করিয়া আচার্য্যদের সঙ্গেই পবিত্র রামায়ণ শুনিতে শুনিতে দিবসের অবশিষ্ট সময়টুকু অতিবাহন করিবে। ২৫

তারপর প্রদোষে সায়ংকালের সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া আচার্য্য সমভিব্যাহারেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া রাত্রিতে মাটীতে শয়ন করিয়া থাকিবে ঐ কালটুকু রামচরণে মন সমর্পণ করিয়াই মৌনী হইয়া কাটাইবে। ২৭

তারপর প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বমত স্নান করত সন্ধ্যা সমাপন করিবে ও শীঘ্র শীঘ্র অন্যান্য প্রাতঃকৃত্যগুলি সারিয়া ফেলিবে। পরে পবিত্র অন্তঃকরণ হইয়া পণ্ডিত আচার্য্যদের সমভিব্যাহারে নিজ বাস্তর উত্তর ভাগে আগে থেকে প্রস্তুত সমুজ্জ্বল দান মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। ঐ দান মণ্ডপটীর চারিদিকে চারিটী দ্বার থাকিবে প্রতি দ্বারে পতাকা

গরুত্মচ্ছাঙ্গৈর্বা দ্বারৈর্দক্ষিণে সমলঙ্কৃতং ।
পদ্মস্বস্তিকনীলৈশ্চ কৌবেরে সমলঙ্কৃতং । ৩২
মধ্যে হস্তচতুষ্কাঢ্য বেদিকামুক্রমায়তং ।
প্রবিশ্য নৃত্যগীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চাপি সুসংযুতঃ । ৩৩
পুণ্যাহং বাচয়েত্তত্র বিপ্রৈঃ প্রীতমানসৈঃ ॥
ততঃ সংকল্পয়েদেবং রামমেবমনুস্মরন্ । ৩৪
অস্যাং রামনবম্যান্তু রামারাধনতৎপরঃ ॥
উপোষ্যাষ্টসু যামেষু পূজয়িত্বা যথাবিধি । ৩৫
ইমাং স্বর্ণময়ীং রামপ্রতিমাং সুপ্রযত্নতঃ ।
শ্রীরামপ্রীতয়ে দাস্যে রামভক্তায় ধীমতে । ৩৬
প্রীতো রামো হরত্বাশু পাপানি সুবহূনি চ ।
ততঃ স্বর্ণময়ীং রামপ্রতিমাং পলমানতঃ । ৩৭

উঠাইবে উহার মধ্যে প্রধান দ্বারটী কিছু বেশী উচ্চ ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা মনোহর করিবে। পূর্ব্ব দ্বারটী শঙ্খ পদ্ম ও হনুমানের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত থাকিবে আর উত্তরের দ্বারে পদ্মস্বস্তিক ও নীল কান্তমণি সকল বসান থাকিবে দক্ষিণ দ্বার গরুড়ের মূর্ত্তি ও ধনুর্ব্বাণের চিহ্নে ভূষিত হইবে পশ্চিমদ্বারে গদা চক্র ও কেয়ূর চিহ্ন অঙ্কিত হইবে। মণ্ডপের মধ্যভাগে চতুর্দ্দিকে চারি হাত পরিমাণের একটী বেদি প্রস্তুত থাকিবে। এইরূপ মণ্ডপে গীত বাজনা ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টচিত্ত পণ্ডিতদের দিয়া পুণ্যাহ পড়াইবে।

তারপর সেই রামারাধনাপরায়ণ বৈষ্ণব রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া সংকল্প করিবে ও বলিবে আমি এই রামনবমীতে উপবাসী থাকিয়া অষ্টপ্রহরে রামের যথাবিধি পূজা দ্বারা আরাধনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

নির্ম্মিতাং দ্বিভুজাং দিব্যাং বামাঙ্কস্থিতজানকীং।
বিভ্রতীং দক্ষিণে করে জ্ঞানমুদ্রাং মহামতে॥ ৩৮
বামেনাথ করেণারাদ্দেবীমালিঙ্গ্য সংস্থিতাং।
সিংহাসনে রাজতেঽত্র পলদ্বয়বিনির্ম্মিতে॥ ৩৯
পঞ্চামৃতস্নানপূর্ব্বং সংপূজ্য বিধিবত্ততঃ।
মূলমন্ত্রেণ নিয়তো ন্যাসপূর্ব্বমতন্দ্রিতঃ॥ ৪০
দিবৈবং বিধিবৎ কৃত্বা রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ।
দিব্যাং রামকথাং শ্রুত্বা রামভক্তৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৪১
নৃত্যগীতাদিভিশ্চৈব রামস্তোত্রৈরনেকধা।
রামাষ্টকং যথান্যায়ং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ॥ ৪২
কর্পূরাগুরুকস্তূরী বহুলারাত্রৈরনেকধা।

প্রীতির জন্যই রামভক্ত পণ্ডিতকে পল পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিতা এই রামপ্রতিমা দান করিতেছি। ইহাতে রঘুনাথ প্রীত হইয়া আমার সব পাপ নষ্ট করুন এই বলিয়া সেই সোনার প্রতিমাখানি দিবে। উহা ভুজদ্বয়-শালিনী হইবে ও সেই দিব্যমূর্ত্তির বাম ক্রোড়ে জানকী মূর্ত্তি থাকিবেন ও দক্ষিণ হাতে জ্ঞানমুদ্রা করিয়া থাকিবেন আর বাম বাহু দ্বারা জানকীকে আলিঙ্গন করিয়া দুই পল পরিমিত রজত দিয়া নির্ম্মিত সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন। প্রতিমাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া যথাবিধানে মূলমন্ত্রে ন্যাস করিয়া যথাবিধানেই পূজা করিবে দিবসে আলস্যশূন্য হইয়া এইরূপ করিবে আর সে রাত্রি জাগিয়া রাম ভক্তদের সঙ্গে পবিত্র রামায়ণ শুনিতে থাকিয়া অনেকবিধ রামস্তব করিবে ও নৃত্য গীত বাদ্যাদি করাইয়া যথাবিধানে রামের অষ্টপ্রহরী সম্পাদন করিবে এবং রঘুনাথকে গন্ধ পুষ্প অক্ষত কর্পূর অগুরু কস্তূরী ও পদ্ম

পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দিবারাত্রং নয়েদ্বুধ ॥ ৪১

ততঃপ্রাতঃ সমুত্থায় স্নানসন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সমাপ্য বিধিবদ্রামং পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্দিনে ॥ ৪২

ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
পূর্ব্বোক্তপদ্মকুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বা যথাবিধি ॥ ৪৩

লৌকিকাগ্নৌ বিধানেন শতমষ্টোত্তরং হুতঃ।
সাজ্যেন পায়সেনৈব স্মরন্নামমনন্যধীঃ ॥ ৪৪

ততো ভক্ত্যা স্বয়ং তোষ্য আচার্য্যং পূজয়েন্মুনে।
কুণ্ডলাভ্যাং সরত্নাভ্যামঙ্গুলীয়ৈরনেকশঃ ॥ ৪৫

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ব্বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ সুমনোহরৈঃ।
ততো রামংস্মরন্ দদ্যাদেবংমন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৬

প্রভৃতি উপচার প্রদান করিয়া ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া দিবা-রাত্রি অতিবাহন করিবে। ৮৩

অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া পূর্ব্বমত এ দিনেও রাম পূজা করিবে তারপর মন্ত্রবিদ্ পূর্ব্ব-বর্ণিত পদ্মকুণ্ডে অভাবে স্থণ্ডিলেতেই লৌকিক অগ্নি জ্বালাইয়া অনন্য-মনে রামের ভাবনা করিয়াই যথাবিধানে মূলমন্ত্র উচ্চারণে সঘৃত পায়স দিয়া এক শত আট সংখ্যক হোম করিবে।

অতঃপর দুটী রত্নকুণ্ডল আর স্বর্ণের আংটীও সুন্দর মালা রঙিন বস্ত্র ও গন্ধ পুষ্পের সঙ্গে নানা অলঙ্কার ভূষিত সেই সোনার রামপ্রতিমা-খানি আচার্য্যকে এই বলিয়া দান করিবে যে হে দেব। আমিই সেই রঘুনাথ আপনিও সেই শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে আমি শ্রীরামের প্রীতির

ইমাংস্বর্ণময়ীং রামপ্রতিমাং সমলঙ্কৃতাং।
চিত্রচ্ছত্রযুগচ্ছন্নাং রামোঽহং রাঘবায় তে॥ ৪৭
শ্রীরামপ্রীতয়ে দাস্যে তুষ্টো ভবতু রাঘবঃ।
ইতি দত্বা বিধানেন দদ্যাদ্বৈ দক্ষিণাংভুবং॥ ৪৮
অন্যেভ্যশ্চ যথান্যায়ং গোহিরণ্যাদি শক্তিতঃ।
দদ্যাদ্বাসোযুগংধান্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভুঞ্জীত ততো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং॥ ৫০
ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তুলাপুরুষদানাদিফলংপ্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৫১
অনেকজন্মসংসিদ্ধপাপেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবং।
বহুনা কিমিহোক্তেন মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥ ৫২
কুরুক্ষেত্রে মহাপুণ্যে সূর্য্যপর্ব্বণ্যনেকশঃ।

নিমিত্তই আপনাকে এই প্রতিমা দান করিতেছি ইহাতে রঘুনাথ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এইরূপ যথাবিধানে প্রতিমা দান করিয়া তদুপযুক্ত ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৪৮

আর অপরাপর আহূত ব্রাহ্মণদিগকে শক্তি অনুসারে ধান্য বস্ত্র গোহ ও স্বর্ণ প্রভৃতি উত্তম বস্তু সমুদয় বিধিবোধিত করত দান করিবে। এই দান সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজন করিবে ও তাহাদিগকে ভোজনদক্ষিণা দিবে। মানব এই কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ থেকেও মুক্ত হইয়া থাকে এবং তুলা-পুরুষ প্রভৃতি মহাদানের ফল লাভ করে এমন কি তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপও ধ্বংস পাইয়া থাকে। ৫২

তুলাপুরুষদানাদ্যৈঃ কৃতৈর্যৎ জায়তে ফলম্‌।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দানেনানেন সুব্রত ॥ ৫৩
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

প্রায়েণ হি নরাঃসর্ব্বে দরিদ্রাঃ কৃপণা মুনে।
অসমর্থা বিধানেঽস্মিন্‌ কথংতেষাং বদ প্রভো ॥ ১

হে মুনে! পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান কার্য্যে যে সকল লাভ হয় মানব এই শ্রীরামপ্রতিমা দান করিয়া সেই ফলই লাভ করে। ৫৩

ইতি ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে মুনিবর! সংসারে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ও কৃপণ সুতরাং এরূপভাবে দানকার্য্য করিবার শক্তিতো দেখি না তবে তাহাদের কেমনে এই পুণ্য ফল ঘটিবে তাহা বলুন।

অগস্ত্য উবাচ।

অশক্তো যো মহাভাগ তস্য বিত্তানুসারতঃ।
পদার্দ্ধেন তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা মুনে ॥ ২
বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বৈব কুর্য্যাদেতদ্‌ব্রতংমুনে।
যদি ঘোরতরাং দ্রষ্টুং যাতনাং নেহতে ক্বচিৎ ॥ ৩
অকিঞ্চনোঽপি নিয়তমুপোষ্য নবমীদিনে।
কুর্য্যাজ্জাগরণংভক্ত্যা রামভক্তৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪
স্মরন্রামং ধিয়া ভক্ত্যা পূজয়েদ্বিধিবন্মুনে।
জপন্রামমহুং মায়া—রমানঙ্গসমন্বিতং ॥ ৫
একাক্ষরং বা বিধি বৎ সর্ব্বন্যাসকৃতোন্নতিঃ।
প্রাতঃ কৃত্বা চ বিধিবৎ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৬

অগস্ত্য বলিলেন—

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি এই কার্য্যনিষ্পাদনে অপারক সে নিজের অর্থ শক্তি অনুসারে ইহার অর্দ্ধেক বা তাহারও অর্দ্ধেক পরিমাণে সমুদয় অনুষ্ঠান করিবে যদি অর্থ থাকিতে কৃপণতা না করিয়া এই দান সমাধা করে তাহাকে আর দারুণ যমযাতনা স্পর্শ করিতে পারে না।

যাহার কিছু নাই সে ঐ নবমীর দিন উপবাসী থাকিয়া ও রামভক্তদের সঙ্গে রাত্রি জাগরণ করিয়া মনে মনে অনুক্ষণ রাম চিন্তায় ব্যাপৃত হইবে ও যথাবিধানে ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। ৫

এবং সমস্ত বৈষ্ণব ন্যাস করিয়া হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করিবে ও ষড়ক্ষর রামমন্ত্র অথবা অশক্তপক্ষে একাক্ষর মন্ত্রটীও যথানিয়মে জপিবে এবং পর দিন প্রভাতে উঠিয়া সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া শ্রদ্ধালু হইয়া

গোভূতিলহিরণ্যাদি দত্বাবিত্তানুসারতঃ।
শ্রীরামচন্দ্রভক্তেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৭
পারণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত ব্রাহ্মণৈঃ সহ শক্তিতঃ।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৮
প্রাপ্তে শ্রীরামনবমীদিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে॥ ৯
যৎকিঞ্চিদ্রামমুদ্দিশ্য ন দদাতি স্বভক্তিতঃ।
রৌরবেষু স মূঢ়াত্মা পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০

স্বতীক্ষ্ণ উবাচ।

যামাষ্টকেষু পূজা বৈ ত্বয়া প্রোক্তা মহামুনে।
মূলমন্ত্রেণচেত্যুক্তং তৎকথং বদ সুব্রত॥ ১১

ভূমি তিল ও স্বর্ণাদি নিজের ধনসামর্থ্যানুসারে শ্রীরামভক্ত পণ্ডিতদিগকে দান করিবে এবং শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই পারণ নির্ব্বাহ করিবে।

ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে যে দানকার্য্য করে সে সকল পাপ মুক্ত হয় আর যে মূঢ় মানব শ্রীরামনবমী দিন পাইয়াও উপবাস করে না সে দেহান্তে কুম্ভীপাক নরকে পাক হইয়া থাকে এবং সে ঐদিন রামের প্রীত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ও ভক্তিপূর্ব্বক দান না করে সেই মূঢ়মতিও রৌরব নরকে যাইয়া যাতনা ভোগ করে। ১০

হে মুনিবর! পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে শুদ্ধ পূজা করিবে এবং বাম ভাগে রক্ষিত জলের কুম্ভটীকে পূজার আধারগুলি ও পাত্রগুলিকে এবং আপনার দেহকে মূলমন্ত্র পড়িয়া শঙ্খজলে প্রোক্ষণ করিয়া প্রতিমাকে

অগস্ত্য উবাচ।

সর্ব্বেষাং রামমন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজঃ ষড়ক্ষর।
তারকব্রহ্মচেত্যুক্তং তেন পূজা প্রশস্যতে॥ ১২
দশাক্ষরবিধানেন পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
দ্বারপীঠাঙ্গদেবানামাবরতিনাং তথৈবচ॥ ১২
আধারেব প্রকুর্ব্বীত দেবস্য প্রতিনামতঃ।
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পূজাং কুর্য্যাত্তথাবিধি॥ ১৩
আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নি াপনমেবচ।
সন্নিরোধনমেব স্যাদবগুণ্ঠনমেব চ॥ ১৪
তত্তন্মুদ্রভিরেব স্যাদেবংসংপ্রার্থ্য ভক্তিতঃ।
শঙ্খপূজাং প্রকুর্ব্বীত পূর্ব্বোক্তবিধিনা মুনে॥ ১৫
হিমাম্বু ঘৃষ্ট রুচির ঘনসার সমন্বিতং। ১৯
গন্ধং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সাগুরুঞ্চ সকুঙ্কুমং॥

দেবতার ষড়ঙ্গের পূজা করিবে এইরূপ যত্ন লইয়া অন্যান্য পাত্র স্থাপনও করিবে।

দেব রঘুনাথকে পীতবসন দিবে এবং শক্তি অনুসারে সোণার যজ্ঞোপবীত ও নানা রত্নখচিত অলঙ্কার সকল প্রদান করিবে এবং শীতল সলিলে ঘর্ষিত মনোহর কর্পুরে সুবাসিত অগুরু কুঙ্কুম মিশ্রিত গন্ধ দান করিবে মূলমন্ত্র উচ্চারণে সকল উপচার দিতে হইবে আর কহ্লার কেতকী জাতি পুন্নাগ চম্পক ও পদ্ম প্রভৃতি সুগন্ধ ও সুমনোহর কুসুম দিয়া প্রভুর প্রীতিসাধন করিবে। আর ধূপ দীপ নিবেদনকালে ঘণ্টা ধ্বনি করিতে হয় এবং ভক্ষ্য ভোজ্যগুলি ভক্তিসহকারেই যথাবিধানমতে নিবেদন করিবে।

কলসং বামভাগস্থং পূজাদ্রব্যাণি চাদরাৎ।
পাত্রঞ্চ প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা চাস্নানং মন্ত্রমুচ্চরন্॥ ১৬
প্রতিমায়ামঙ্গপূজাং কুর্য্যাদ্দেবমনুস্মরন্।
পাত্রাসাদনমপ্যেবং কুর্য্যাত্তাদেষভক্তিতঃ॥ ১৭
পীতাম্বরাণি দেবায় প্রার্থিতান্যর্পয়েৎ সুধীঃ।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতানি দদ্যাদ্দেবায় শক্তিতঃ॥ ১৮
নানারত্ন বিচিত্রাণি দদ্যাদাভরণানি চ।
মূলমন্ত্রেণ সকলানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥ ২০
কহ্লার কেতকীজাতী পুন্নাগাদ্যৈঃ প্রযুজয়েৎ।
চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ সুগন্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ॥ ২১
ঘণ্টাঞ্চ বাদয়েদ্ধূপং দীপঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্য ভোজ্যানি বা ভক্ত্যা দেবায় বিধিনার্পয়েৎ॥ ২২

হে মুনিবর! এইরূপ দিলে কোটি জন্মার্জ্জিত নানাজাতীয় অতি দারুণ পাপ রাশি থেকে সেই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হওয়া যায়। এবং পাপ মুক্ত হইয়া সেই ভক্ত তদ্দণ্ডেই সাক্ষাৎ রঘুনাথ হয়েন।

হে সুতীক্ষ্ণ! তুমি অতি শ্রদ্ধাবান্ বলিয়াই আমি তোমার কাছে সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই পবিত্রতম ও পাপ নাশক শ্রীরামনবমী ব্রতবিধান বলিলাম।

অধিক কি বলিব চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী দিনে লৌহ নির্ম্মিতই হউক বা পাথরের হউক ও কাষ্ঠময়ী বা হউক রামপ্রতিমাটী যে কেহ জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউক যে কোন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

এবং গোপঙ্করং দত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
জন্মকোটিকৃতৈর্ঘোরৈর্নানারূপৈঃ সুদারুণৈঃ। ২৩
বিমুক্তস্তৎক্ষণাদেব রাম এব ভবেন্মুনে।
শ্রদ্দধানায় তে প্রোক্তং শ্রীরামনবমীব্রতং। ২৪
সর্ব্বলোকহিতার্থায় পবিত্রং পাপনাশনং।
লোহেন নির্ম্মিতাং বাপি শিলয়া দারুণাপি চ। ২৫
যেন কেন প্রকারেণ যস্মৈ কস্মৈ ক্রমান্মুনে।
চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু দত্বা বিপ্রায় ভক্তিতঃ। ২৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ভবেদেব ন সংশয়ঃ।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে স্নানদানাদিকং মুনে। ২৭
কৃতং সর্ব্বং প্রযত্নেন যৎকিঞ্চিদপি ভক্তিতঃ।
মহাদানাদিতুল্যং স্যাদ্রামোদ্দেশেন কল্পিতং। ২৮
বিত্তশাঠ্যমকৃত্বৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ স্বশক্তিতঃ।

সেই পরম পুণ্য দিনে স্নান দানাদি যে কিছু সামান্য কার্য্যও শ্রীরামের প্রীত্যর্থে ভক্তিসহকারে যত্নপূর্ব্বক করা হইবে তাহা নিশ্চিতই মহাদানের সমান হইয়া থাকে। আর যতক্ষণ না দশমী দিন আইসে তাবৎকাল বিরলে বসিয়া রামমন্ত্র জপ করিবে তাহাতেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে আর দশমী দিনে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া ভক্তি করিয়া ভোজন করাইবে ও শেষ দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। এরূপ করিলে শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হন, বলিয়াই সাধক কৃতার্থ হইয়া থাকে। ইহা করিয়া জীবনে আর কোন ধর্ম্ম করিতে না পারিলেও সেই পরমপদ লাভ হয় যথায় যাইতে পারিলে আর জঠর-যাতনা ভুগিতে হয় না। ৩২

জপেদেকান্ত আসীনো যাবৎদ্বাদশমীদিনং ॥ ৩০
তেনৈব স্যাৎ পুরশ্চর্য্যা দশমাং ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ।
ভক্ষ্যভোজ্যৈর্বহুবিধৈর্দ্দদ্যাৎ ভক্ত্যাচ দক্ষিণাং ॥ ৩১
কৃতকৃত্যো ভবেত্তেন সদ্যো রামঃ প্রসীদতি ।
তূষ্ণীংতিষ্ঠন্নরো যাতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতং ॥ ৩২
দ্বাদশাব্দশতেনাপি যৎ পাপমুপপদ্যতে ।
বিলয়ং যাতি তৎসর্ব্বং শ্রীরামনবমীদিনে ॥ ৩৩
জপেন রামমন্ত্রাণাং যোঽয়ংজানাতি তস্য তু ।
উপোষ্য সংস্মরন্রামং ন্যাসপূর্ব্বমনন্যধীঃ ॥ ৩৪
গুরোর্লব্ধমনুর্মন্ত্র তস্য ন্যাসপুরঃসরং ।
রামে চ বিধিবৎ সর্ব্বপূজাংকুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩৫
মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরামনবমীব্রতং ।
ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ ॥ ৩৬
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ কৃতৈবং নবমীব্রতং ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৩৭
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

এবং দ্বাদশশতবর্ষ ধরিয়া যে কিছু পাপ সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে সে সকল রামনবমীর দিনে রামমন্ত্রের জপমাত্র করিলেও ধ্বংস পাইয়া থাকে ।

ঐ দিনে উপবাসী থাকিয়া রাম চিন্তাতেই নিমগ্ন হইবে এবং বৈষ্ণব ন্যাস করিয়া একাগ্র মনে গুরুদত্ত রামমন্ত্র জপ করিয়া কেবল একপ্রহরে ও রামের পূজা করিবে যাহারা মুক্তির কামনা করে তাহারাও অধিক কি দেবতারা পর্য্যন্ত সকলে এমন কি স্বয়ং দেবরাজ

অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ ॥

চৈত্রে মাসি নবম্যাঞ্চ জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা। ১
পুনর্বস্বৃক্ষসংযোগঃ স্বল্পোঽপি যদি লভ্যতে।
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা ॥ ২
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
চৈত্রশুক্লা তু নবমী পুনর্বস্বযুতা যদি ॥ ৩
তেন মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা স্মৃতা।
মেষং পূষণি সংপ্রাপ্তে লগ্নে চ কর্কটাহ্বয়ে ॥ ৪

ইন্দ্র মহাশয় ও এই শ্রীরামনবমীব্রত পরিত্যাগ করেন না সুতরাং সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে এই রামনবমীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ থেকে মুক্তি লাভ করিতে পারে ও সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। ৩৭

ইতি সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন। হে মুনিবর! চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ভগবান্ হরি রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ঐ তিথি আবার যদি পুনর্বসুনক্ষত্রে যুক্তা হয় তবে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।

চৈত্র মাসের শুক্লনবমীতে সামান্য ক্ষণ ও পুনর্বসুনক্ষত্র যোগ ঘটিলে শ্রীরামনবমী হয় উহা কোটিসূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষা পুণ্যকাল এমন

আবিরাসীৎ সকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃপুমান্ ।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ৫
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম তদ্ভবক্ষয়কারণং ।
উপোষণং জাগরণং পিতৄনুদ্দিশ্য তর্পণং ॥ ৬
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ ।
রামএব পরং ব্রহ্ম তদ্দিনং রামতোষণং ॥ ৭
যস্তু রামনবম্যান্তু ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
যস্তু রামনবম্যান্তু নিয়তস্তর্পয়েৎ পিতৄন্ ।
তে সর্ব্বে তৎক্ষণাদেব যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৯

কি ঐ দিনে ব্রতকারীর যাবৎ কামনাই পূর্ণ হয় চৈত্রের শুক্লানবমী পুনর্ব্বসু যুক্তা হইয়া যদি আবার মধ্যাহ্ন কালে পাওয়া যায় তবে মহা-পুণ্যতমা হইয়া থাকে।

দিবাকর মেষরাশিতে গমন কালে কর্কটলগ্নে পরমপুরুষ রঘুনাথ কৌশল্যাগর্ভে অংশরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ পবিত্রদিনে রামের উদ্দেশে ভক্তি করিয়া যে কিছু কর্ম করা হয় তাহাতেই সংসার বন্ধন ছেদন হইয়া থাকে।

এবং ঐ দিনে ব্রহ্ম প্রাপ্তি কামী পুরুষেরা উপবাস রাত্রিজাগরণ ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিবে রামচন্দ্র পরম ব্রহ্ম ঐ দিনটী রামেরই সন্তোষকর জানিও। ৭

যে মূঢ়মতি রামনবমীতে ভোজন করে সে কুম্ভীপাক নরকে পাক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। আর যে রামনবমীতে সংযত হইয়া পিতৃ-গণের তর্পণ করে সে সেই দণ্ডেই বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন।

যস্তু রামনবম্যান্তু দত্তাদিত্তানুসারতঃ।
যৎকিঞ্চিদপি তৎসর্ব্বং মহাদানসমং ভবেৎ ॥ ১০
যস্তু রামনবম্যান্তু কুর্য্যাদ্রামব্রতং যদি।
তুলাপুরুষদানাদি ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ১১
সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে মহাদানৈঃ কৃতং মুহুঃ।
যৎফলং তদবাপ্নোতি শ্রীরামনবমীব্রতাৎ। ১২
কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং য উপোষণমতন্দ্রিতঃ।
মাতুর্গর্ভমবাপ্নোতি নৈব রামো ভবেৎ স্বয়ং। ১৩
নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপযোষণং নবম্যাংবৈ দশম্যামেব পারণং। ১৪
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং বিভুং।
দ্বিভুজংকঞ্জনয়নং দিব্যসিংহাসনে স্থিতং। ১৫

আর যে ঐ দিনে নিজের ধনশক্তি অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ ও দান করে তাহা মহাদানের মত ফলপ্রদ হয় যদি কোন মানব রাম-নবমীতে রামব্রত করে তবে সে তুলাপুরুষ প্রভৃতি মহাদানের ফল ভোগ করে।"

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে মহাদান সকল করিলে যে ফল পাওয়া যায় এক রামনবমী ব্রতের আচরণে তাহাই লাভ হয় আর যে ঐ দিনে সংযত হইয়া উপবাস করে তাহাকে আর মাতৃগর্ভে আসিতে হয় না সে সাক্ষাৎ রামই হয়েন।

এবং বৈষ্ণবেরা ঐ নবমীকে অষ্টমী যুক্তা দেখিলে ত্যাগ করিবেন তথায় তখন পরদিন নবমীখণ্ডে উপবাস করিয়া দশমীতে পারণ করিবে। ১৪

বসিষ্ঠাদ্যৈশ্চ পারস্তো বৃতং রত্নকিরীটিনং।
সীতাসংলাপচতুরং দিব্যগন্ধানুলেপনং। ১৬
করদ্বয়ে চাপবাণৌ সেবিতং লক্ষ্মণেন চ।
শত্রুঘ্ন-ভরতাভ্যাঞ্চ পার্শ্বয়োরথ সেবিতং। ১৭
ধ্যায়ন্ননন্যমনসা জপেদ্ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রকং।
প্রাগ্‌যথোক্তদীক্ষিতো নিত্যং শ্রীরামন্যাসপূর্ব্বকং।
মন্ত্রসন্ধ্যাং বিধায়ৈব ত্রিকালং পূজয়েৎ সদা। ১৮

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
কিং তত্ত্বং কিং পরং জপ্যং কিং ধ্যানং মুনিপুঙ্গব। ১৯

আর এইরূপ রঘুনাথকে ধ্যান করিবে তিনি দ্বিভুজ নীলপদ্মের মত কান্তিসম্পন্ন তাঁহার নয়ন দুটী রক্তকমলের মত শোভমান তিনি পীত বসন পরিয়া রত্নময় কিরীটে ভূষিত হইয়া দেবতার উপযুক্ত রম্য সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

বসিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে বসিয়া আছেন এবং তিনি সীতার সঙ্গে চতুর আলাপ করিতেছেন অনুজ লক্ষ্মণ দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাঁহার সেবায় মত্ত আছেন আর উভয়পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্ন দাঁড়াইয়া তাহার আজ্ঞাপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ১৭

অনন্যমনে এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে যে দীক্ষিত হইবে তান্ত্রিক সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া শ্রীরামের ন্যাসসংপুটিত মন্ত্র জপ করিবে। নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় পূজা করিবে। ১৮

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি যোগিজনের শ্রেষ্ঠ

অগস্ত্য উবাচ।

সুতীক্ষ্ণ ত্বং মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
যৎপরং যত্তবাতীতং যতোনিরমলং শুভং। ২০
তদেব পরমংতত্ত্বং কৈবল্যপদকারণং।
শ্রীরামেতিপদ্মং জপ্যং তারকব্রহ্মসংজ্ঞিতং। ২১
ব্রহ্মহত্যাদিদোষঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
শ্রীরামরামরামেতি যে বদন্ত্যপি সর্ব্বদা। ২২
তেষাংভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি রামং হৃষ্টমনাঃ স্বয়ং। ২৩
অযোধ্যানগরে মধ্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে॥
স্মরেৎ কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভং। ২৪

এবং সকল শাস্ত্রে পারদর্শী সুতরাং হে মুনিবর! পরমার্থ বস্তু; কি ও জপ্য মন্ত্র কি ও ধ্যানই বা কি তাহা আমাকে বলুন।

অগস্ত্য বলিলেন।—হে মহাভাগ! সুতীক্ষ্ণ! আমি তোমাকে ঐ সকল স্বরূপতো বলিতেছি শ্রবণ কর যাহা হইতে উৎকৃষ্ট কিছুই নাই যাহা সংসার অতীত যাহা থেকেই সংসারের প্রকাশ সেই নির্ম্মল মঙ্গলময়ই পরমতত্ত্ব জীবের মুক্তিপদের কারণ হইয়া আছেন। আর তারকব্রহ্ম যাহার অপর পরিচয় সেই শ্রীরামের পাদপদ্মই জপ্য বেদজ্ঞ পুরুষেরা ঐ নাম ব্রহ্মহত্যাদি দোষ নাশ করিতে সমর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যাহারা শ্রীরাম রাম রাম এই নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন তাহাদের ঐহিক ভোগ ও অন্তে মুক্তি অবশ্যই হইবে আমি রঘুনাথকে নমস্কার করিয়া আনন্দিতচিত্তে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৩

তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নবিভূষিতং।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি কারয়েদ্রঘুনন্দনং। ২৫
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ ধৃতচ্ছত্রধরাবুভৌ।
চাপদ্বয়সমাযুক্তং লক্ষণং কারয়েৎ সুধীঃ। ২৬
মাতুলঙ্কেশয়ং রামমিন্দীবরসমপ্রভং।
কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতং। ২৭
ভানুকোটি প্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতং।
রত্নকেয়ূর গ্রৈবেয় রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতং। ২৮
রত্ন কঙ্কণ মঞ্জীর কটীসূত্রৈরলঙ্কৃতং।
শ্রীবৎস কৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারোপশোভিতং। ২৯

অযোধ্যানগরের মাঝে রত্নগৃহের মধ্যস্থলে কল্পবৃক্ষের ভাবনা করিবে—

সেই কল্পবৃক্ষের মূলদেশে সুরম্য রত্ন সিংহাসন তাহার মধ্যে নানা-রঙের নানারত্নে খচিত বিচিত্র অষ্টদল পদ্ম থাকিবে তদুপরি সোনার বা রূপার শ্রীরামমূর্ত্তি রাখিবে তাঁহার এক পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই ছত্র ধরিয়া থাকিবেন অপর পার্শ্বে ধনুর্দ্ধারী লক্ষণের প্রতিমা বসাইবে।

রঘুনাথের মূর্ত্তি যেমত হইবে তাহা বলিতেছি—বর্ণ তাঁহার নীল পদ্মের মত অঙ্গগুলি বড় কোমল ও চোখ দুটী বড় বড় হইবে তিনি বিদ্যুতের মত পীত রঙের বসন পরিয়া জননী কৌশল্যার কোলে শুইয়া থাকিবেন ও কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী কিরীট ভূষণে ভূষিত হইবেন এবং তাঁহাকে রত্নের কঙ্কণ নূপুর ও কটিদেশে হার পরাইয়া দিবে বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি থাকিবে মুক্তাহারে তাঁহার অপার শোভা হইবে। ২৯

সৌবর্ণে রাজতে বাপি ষট্‌কোণঞ্চ সমালিখেৎ।
অভাবে বিল্বপীঠে বা স্থাপয়েদ্রঘুনন্দনং। ৩০
বস্ত্রদ্বয়সমাযুক্তং দিব্যরত্নবিভূষিতং।
অস্ত্রশক্তিসমাযুক্তং দেবেশং পূজয়েৎ ক্রমাৎ। ৩১
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য নমঃশব্দং ততো বদেৎ।
ভগবৎপদমাভাষ্য বাসুদেবায় ইত্যপি। ৩২
ততঃ সর্ব্বাত্মসংযোগ যোগপীঠাত্মনে নমঃ।
ইতি মন্ত্রেণ তন্মধ্যে দদ্যুঃ পুষ্পাঞ্জলীন্ পুনঃ। ৩৩
এবং সংপূজিতে পীঠে দেবমাবাহ্য পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যাদিধূপদীপান্তানুপাচারান্ বিধায় চ। ৩৪
ততোঽনুজ্ঞাপ্য দেবেশং পরিবারাংশ্চ পূজয়েৎ।
এবং ষট্‌কোণদেশেষু হৃদয়াদীনি ষট্ ক্রমাৎ। ৩৫

সোণার বা রূপার পীঠে অভাবে বিল্বকাষ্ঠের পীঠেতেও ষট্‌কোণ লিখিয়া রঘুনন্দনকে স্থাপন করিবে যুগ্ম বস্ত্র পরাইয়া নানারত্নে ভূষিত করিয়া শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রের সহিত দেবদেবকে পূজা করিবে। ৩০

প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া নমঃ শব্দ বলিবে অনন্তর ভগবতে পদ বলিয়া বাসুদেবায় পদ তৎপরে সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপীঠাত্মনে নমঃ এই কথা বলিবে এই ছাব্বিশ অক্ষরের মন্ত্র পড়িয়া সেই পীঠে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপে পীঠের অর্চ্চনা করিয়া প্রভুকে আবাহন করত অর্ঘ্য প্রভৃতি ধূপদীপান্ত উপচার সংগ্রহ করিয়া পূজা করিবে এবং রঘুনাথের অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহার পরিবারগণেরও পূজা করিবে এবং যন্ত্রের ছয়টী কোণ-স্থানে হৃদয় প্রভৃতি ছয় অঙ্গের ক্রমিক পূজা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারাতেই ষোলটী উপচার দিবে। এবং ভক্তিযুক্ত

মূলমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যা উপচারাশ্চ ষোড়শ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্ মুনীনপি। ৩৬
সর্ব্বদিক্‌পালমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ভক্তিসংযুতঃ।
অশোককুসুমৈর্ম্মুক্তমর্ঘ্যং দেবস্য দাপয়েৎ। ৩৭
দশাননবধার্থায় দেবতানাং হিতায় চ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যাদিনিধনায় চ। ৩৮
পরিত্রাণায় সাধূনাং জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
গৃহাণার্ঘং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ। ৩৯
প্রতিযামং বিশেষেণ অর্চ্চয়েদ্রঘুনন্দনং।
পুরাণৈঃ স্তোত্রপাঠৈশ্চ বেদপারায়ণেন চ। ৪০
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ রাত্রিশেষং ব্যপোহ্য চ।
প্রাতঃস্নাত্বা চ সাবিত্রীং জপ্ত্বা সন্ধ্যামুপাস্য চ। ৪১

হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে দিক্‌পাল মন্ত্রে ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি গণকে তাঁহাদের নামোল্লেখে পূজা করিবে। ৩৭

শ্রীরামচন্দ্রকে অশোক ফুলের অর্ঘ্য দিবার মন্ত্র বলিতেছি হে নাথ! দেবতাদের হিতের নিমিত্ত রাক্ষসরাজ রাবণের বধের জন্য এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপন করিবার কারণে ও দৈত্যদিগের নিধনের নিমিত্ত সাধুজনের রক্ষা করিবার জন্য আপনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ মর্ত্ত্যে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার প্রদত্ত অর্ঘটী ভ্রাতৃগণের সহিতই একযোগে গ্রহণ করুন। ৩৯

প্রত্যেক প্রহরে রঘুনাথের বিশেষ অর্চ্চনা করিবে এবং বেদ পুরাণ পারায়ণ স্তবকবচাদি পাঠ ও নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান

দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ দেবেশং মনসা স্মরন্।
দেবদেবং প্রণম্যাথ পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্ব্রতী॥ ৪২
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

সর্ব্বেতিহাসতত্ত্বজ্ঞ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ।
ন্যাসা বহুবিধাঃ প্রোক্তাংস্ত্বয়াদৌ মন্ত্রযোগতঃ।
তত্র কঞ্চ কথং কুর্য্যাৎ কথয়স্ব মহামুনে॥ ১

করিয়া রাত্রিটী যাপন করিবে প্রভাতে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করত সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং দশাক্ষরমন্ত্রে দেবদেবের মানস পূজা করত প্রণাম করিয়া পূর্ব্বমত নিয়মী হইয়া বাহ্য পূজা করিবে। ৪২

ইতি অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে মুনিবর! আপনি সমস্ত পুরাণ ইতিহাসের সার মর্ম্ম অবগত আছেন এবং বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে আপনি পরম পণ্ডিত আপনি

অগস্ত্য উবাচ।

ন্যাসঃ স্যান্মন্ত্রসন্নাহো ন্যাসহীনো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মান্ন্যাসাঃ প্রযত্নেন কর্ত্তব্যাঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ২
বৈষ্ণবানাং হি মন্ত্রাণাং সর্ব্বেষাং হি বিশেষতঃ।
ন্যাসঃ কেশবকীর্ত্ত্যাদিতত্ত্বন্যাসস্ততঃপরং ॥ ৩
ন্যাসঃ পরমহংসাখ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
মাতৃকাং বিন্দুসংযুক্তাং শুদ্ধাং মন্মথসংযুতাং ॥ ৪
মায়াবেদাদিসংযুক্তাং কেশবাদীংস্তথৈব চ।
অভ্যন্তরং মাতৃকাঞ্চ কৃত্বানুষ্ঠানমাচরেৎ ॥ ৫
অস্যানুষ্ঠানমখিলং সফলং মুনিসত্তম ॥ ৬

নানাবিধ যে ন্যাসের কথা বলিলেন তাহাদের মধ্যে কোনটীকে কখন কিরূপ মন্ত্রসংযোগে করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিন। ১

অগস্ত্য কহিলেন।

হে মুনিবর! ন্যাস দ্বারা মন্ত্রের আবরণ হয় বলিয়া ন্যাসকে মন্ত্রের একরূপ সাঁজোয়া বলা যায় ন্যাসবিহীন মন্ত্র সিদ্ধি দান করেন না সুতরাং সিদ্ধি অভিলাষী হইলে যত্নের সহিত ন্যাসের অনুষ্ঠান করিবে সমস্ত বৈষ্ণব মন্ত্রের পক্ষে বিশেষরূপে কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস তৎপরে, তত্ত্বন্যাস ও পরমহংসন্যাস সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

হে মুনিবর! অনুস্বারযুক্ত কেবল মাতৃকা বর্ণের বা কামবীজ অগ্রে বসাইয়া ন্যাস করিবে, কিম্বা মায়াবীজ অগ্রে বসিয়া মধ্যে মাতৃকাবর্ণ দিয়া কেশবাদি নামের ন্যাস করিবে। ইহার অনুষ্ঠান বিশেষ ফলপ্রদই জানিবে। ৬

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

শ্রুতং ত্বত্তো ময়া ব্রহ্মন্ রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
বিধানং সর্ব্বমন্ত্রাণাং সরহস্যমনেকশঃ॥ ৭
দশাক্ষরাদিমন্ত্রাণাং বিধানঞ্চ বিশেষতঃ।
জ্ঞানঞ্চ সম্যগ্বিধিবৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যৈকসাধনং॥ ৮
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রতিষ্ঠাবিধিমঞ্জসা।
কদা কুত্র কথং বৈ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বংমতোঽসি মে।
ব্রূহি শ্রদ্দধতে স্বামিন্ যতঃ কারুণিকো ভবান্॥ ৯

অগস্ত্য উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ গুহ্যাদ্গুহ্যতমং পরং।
যঃ পশ্যতি হরেঃ পুণ্যাং প্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ কৃতাং॥ ১০

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে আমি সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীরামের মন্ত্র সমুদয়ের গুপ্ত বিধান সকল শুনিলাম বিশেষত দশাক্ষর মন্ত্রের বিধান ও ব্রহ্মলাভের একমাত্র সদুপায় তত্ত্বজ্ঞানের যথোক্ত বিধান সম্যক্ রূপে জানিলাম এক্ষণে ভগবানের প্রতিষ্ঠা ব্যাপার কোন সময়ে কোথায় কি রূপে হইবে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি আপনাকে আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই জানি হে প্রভো! আমি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রোতা হইয়াছি আমাকে ঐ বিষয় বলিয়া নিজের দয়াময় নাম সার্থক করুন। ৯

অগস্ত্য বলিলেন।

হে তপোধন! তুমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা অতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয় যদি কেহ ভগবান্ হরির পবিত্র প্রতিষ্ঠা

সোঽপি পুণ্যতমো লোকে পাপাৎসদ্যো বিমুচ্যতে ।
শ্রীরামস্য প্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং বক্তুং পিতামহঃ ॥ ১১
ন শক্তঃ শ্রীমহেশোঽপি সহস্রবদনোঽপি সন্ ।
যেন কেন প্রকারেণ যত্র কুত্রাপি বা মুনে ॥ ১২
যৈঃ কৈশ্চিদ্বা কৃতং চেদ্যল্লোকে ধন্যতমা হি তে ।
কালপ্রতীক্ষাং নো কুর্য্যাদ্বিধিবিধাপি বিশেষতঃ ॥ ১৩
যদৈব শক্তিসম্পন্না তদা স্থাপ্যো রঘূত্তমঃ ।
বিনাপি চন্দ্রতারাদিবলং নক্ষত্রমেব চ ॥ ১৪
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু প্রতিষ্ঠাপ্যো রঘূত্তমঃ ।
অশক্তশ্চেন্নবম্যান্তু মাঘে শুক্লদিনেঽপি বা ॥ ১৫

ব্যাপার হইতেছে দেখে সেও সংসারে পবিত্র হয় ও সেই মুহূর্ত্তেই নিষ্পাপ হইয়া যায়।

পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং মহেশ্বর যদি সহস্রমুখ হয়েন তথাপি শ্রীরামের প্রতিষ্ঠার ফল বলিয়া উঠিতে পারেন না। হে মুনিবর! সংসারে যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারে হউক যে কোন্ বর্ণাধমেও যদি রামপ্রতিষ্ঠা করে তবে সে তৎক্ষণাৎ ধন্যতম হইয়া থাকে। শ্রীরামের প্রতিষ্ঠা করিবার যখনই শক্তি হইবে তখন আর কালাকাল দেখিবে না শাস্ত্রীয় বিধি বা আনদি খুঁজিতে যাইবে না অমনি ভগবানের প্রতিষ্ঠা করিবে চন্দ্র বা তারা কিম্বা নক্ষত্রাদির বল না দেখিতে পাইলেও চৈত্রমাসের শুক্লনবমীতে রঘুনাথের প্রতিষ্ঠা করিবে অশক্তপক্ষে মাঘ মাসের শুক্ল নবমীতে ও চন্দ্র তারাদির বলে সাংগো শাস্ত্রবিধানে প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৫

চন্দ্রতারাদিসম্পন্নে প্রতিষ্ঠাপ্যো বিধানতঃ।
মার্গশীর্ষেঽথবা পুণ্যে বৈশাখে বা সমাহিতঃ॥ ১৬
শূন্যাদিদোষরহিতে প্রতিষ্ঠাং রাঘবস্য তু।
প্রকুর্য্যাচ্চ প্রযত্নেন শক্ত্যা ভক্ত্যা বিধানতঃ॥ ১৭
গোপালস্য প্রতিষ্ঠা তু শ্রাবণে শস্যতে সদা।
নৃসিংহস্যাস্তু বৈশাখে কেশবস্য তু শস্যতে॥ ১৮
চৈত্রে তু কামদেবস্য মাসে বাপি বলান্বিতে।
অনন্তস্যাপি মাঘে স্যাদন্যেষাস্তু যথারুচি॥ ১৯
সর্ব্বকালে তু সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাপ্যো রঘূত্তমঃ।
ন মাসং ন তিথির্বারো ন নক্ষত্রবলং নচ॥ ২০
চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু স্থাপ্যো রামো মুমুক্ষুভিঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মাঘে শুভবলান্বিতে॥ ২১

কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে বা পবিত্র বৈশাখ মাসে যে কোন দিনে শূন্য প্রভৃতি দোষ স্পর্শ না থাকিলেই ভক্তিসহকারে শক্ত্যনুসারে শাস্ত্র বিধানে পরম যত্নে রঘুনাথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

ভগবান্ গোপালের প্রতিষ্ঠা শ্রাবণ মাসেই প্রশস্ত নৃসিংহ দেবের ও কেশব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা বৈশাখেই প্রশস্ত জানিবে। ১৮

ঐ রূপ চৈত্র মাসে যদি মাস বল থাকে তবে কামদেবের প্রতিষ্ঠার উৎকৃষ্ট উত্তম কাল আর অনন্তের প্রতিষ্ঠা মাঘমাসেই হইবে অপর দেবতাদের প্রতিষ্ঠা ও ভক্তের ইচ্ছানুসারে ঐ উক্ত মাসেই বিহিত জানিবে।

তবে শ্রীরঘুনাথকে ভক্তেরা সব সময়েই সব স্থানেই প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহাতে মাস তিথি বার বা নক্ষত্রের বলাবল চাহিয়া দেখিবার

কুর্য্যাচ্ছ্রীরামচন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠাংচৈব নরোত্তমঃ।
মার্গশীর্ষেঽথ বৈশাখেঽপ্যেবমেব যথাবিধি ॥ ২২
সূর্য্যগ্রহে মহাপুণ্যে কুরুক্ষেত্রে বিধানতঃ।
কৃতে যৎপুণ্যমাপ্নোতি তুলাপুরুষকাদিভিঃ ॥ ২৩
তৎপুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য রঘূত্তমং।
যঃ কুর্য্যাদ্রামচন্দ্রস্য প্রতিষ্ঠাং বিধিবন্নরঃ ॥ ২৪
ঐহিকানখিলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা নারায়ণো ভবেৎ।
বর্দ্ধতে তৎকুলং ভূমৌ কল্পকোটিশতাধিকং ॥ ২৫
নাপণ্ডিতো নাপি মূর্খো নাদারজোঽপি তৎকুলে।
নাবৈষ্ণবোঽপি জায়েত কদাচিদপি কুত্রচিৎ ॥ ২৬
লৌহেন নির্ম্মিতাং বাপি দারুণা বা যথাবিধি।
কারয়েৎ প্রতিমাংরম্যাং শ্রীরামস্য শুভে দিনে ॥ ২৭

প্রয়োজন হয় না। মুক্তিকামীরাও চৈত্রমাসের শুক্লনবমীতে রামকে স্থাপন করিবেন এবং শুভ চন্দ্রতারাদি পাইলে মাঘমাসে প্রতিষ্ঠা করিলেও সকল অভীষ্ট পাওয়া যায়। পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অগ্রহায়ণ কি বৈশাখ মাসেতে ও পূর্ব্ব প্রণালীতে বিধিবিধানে করিতে পারিবে। ২২

সত্যযুগে পবিত্রতম সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে বসিয়া তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান কার্য্য করিলে যে ফল পাওয়া যায় এই কলিতে যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে মানব রঘুনাথের প্রতিষ্ঠা করিলে সেই পুণ্য লাভই করিবে।

যে মানব শাস্ত্র বিধানে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে সে ঐহিক সকল সুখ ভোগ করিয়া নারায়ণের সারূপ্য লাভ করে এবং তাঁহার বংশ

লক্ষ্মণস্যাপি সীতায়া মারুতেশ্চ বিশেষতঃ।
সীতা স্বর্ণনিভাকারা লক্ষ্মণোঽপি তথা ভবেৎ ॥ ২৮
সংশোধ্য দেবতাগারং নির্ম্মাণস্থানমুত্তমং।
শল্যলোষ্ট্রাদিবর্জ্জঞ্চ কুর্য্যাদ্‌যত্নেন শোধয়েৎ ॥২৯
খনেত্তৎভূপ্রদেশন্তু জলোৎপত্তির্যথা ভবেৎ।
পাষাণসিকতাদ্যৈশ্চ পূরয়েৎ পূর্ব্ববৎসুধীঃ ॥ ৩০
কুট্টিমঞ্চ প্রকুর্ব্বীত নিবাসস্থানমুত্তমং।
শুদ্ধরম্য শিলাপট্টৈরনেকৈশ্চ সুবিস্তরৈঃ ॥ ৩১
দেবাবাসপ্রদেশন্ত পূর্ব্ববদ্ভূমিকোন্নতং।
হস্তদ্বয়োন্নতং কুর্য্যাৎ সুবিস্তীর্ণমনোহরং ॥ ৩২
কুর্য্যাদ্দেবালয়ংরম্যং চতুরস্রং মনোহরং।

এই মর্ত্ত্যধামে শত কোটি কল্প কাল বাড়িতে থাকে ও তাহার বংশে কেহ অপণ্ডিত হয় না কেহ মূর্খ হয় না 'কেহই দারিদ্র্যে কষ্ট পায় না ও কখনই তাহার বংশে কেহই বিষ্ণু ভক্তিতে বঞ্চিত থাকে না। ২৬

শুভ দিন দেখিয়া কাষ্ঠ দ্বারা হউক বা ধাতু দিয়া হউক শ্রীরামের মনোহর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবে ঐ সঙ্গে লক্ষ্মণের জানকীর ও ভক্ততম হনুমানের ও মূর্ত্তি বিশেষরূপে নির্ম্মাণ করাইবে সীতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ সোনারমত জ্যোতির্ম্ময় হইবে।

যে স্থানে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইলে প্রথমে তাহা পরিষ্কার করিয়া লইবে পরে দেবতাদি স্থাপনের মন্দিরটী যেখানে হইবে ঐ স্থান বিশেষরূপে যত্ন সহকারে শোধন করিবে যেন তথায় কোনপ্রকার ঢিল্‌খাব্‌রা হাড় চুন কোন রূপ দুষ্ট দ্রব্য না থাকিতে পায় ঐ স্থানটী প্রথমে খুব খুঁড়িবে যখন দেখিবে যে জল উঠিতেছে তখন খোয়া বন্ধ দিয়া সেই

প্রাকারংবর্দ্ধয়েত্তত্র দ্বারগোপুরসংযুতং।
পীঠংনাং প্রকুর্ব্বীত শিলাম্বাদ্যেমতোন্নতং ॥ ৩৩
অগ্রভাগে হনুমন্তং পীঠস্য লিখেন্মুনে।
পীঠশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বীত বক্ষ্যমাণপ্রকারতঃ ॥ ৩৪
লিখেদাগ্নেয়দিগ্ভাগে সুগ্রীবং দ্বিভুজং পুনঃ।
দক্ষিণে ভরতঞ্চৈব নৈঋতে তু বিভীষণং ॥ ৩৫
পশ্চিমে লক্ষ্মণঞ্চৈব বায়ব্যেঽঙ্গদমেব চ।
শত্রুঘ্নংচোত্তরে কুর্য্যাদীশানে ঋক্ষনায়কং ॥ ৩৬
ততঃশ্রীরামচন্দ্রস্য পীঠস্যোপরি বৈ লিখেৎ।
স্বর্ণে বা রাজতে বাপি তাম্রে বাঽপি যথাবিধি ॥ ৩৭
শিলায়াং বা প্রকুর্ব্বীত চতুরস্রং সুশোভনং।
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং বাপি ষোড়শাঙ্গুলমেব বা ॥ ৩৮

গর্ত্তটীকে বালি ও পাথর দিয়া পূ॥ মত সমান করিয়া পূরণ করিবে. তাহার উপরে দেবতা থাকিবার জন্য নানা জাতীয় সুন্দর অসংখ্য পাথর দিয়া একটী মনোহর মন্দির গাঁথাইবে দেবালয়টা চারিদিকে চারি হাত করিয়া পরিমাণ হইবে এবং মাটী থেকে দুই হাত উচ্চে দেবতার পীঠ বসিবে পীঠের সম্মুখে হনুমানকে বসাইবে এবং বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে পীঠশুদ্ধি করিবে।৩৪

ঐ পীঠের অগ্নিকোণে দ্বিভুজ সুগ্রীবের মূর্ত্তি লিখিবে, দক্ষিণে ভরতের নৈঋতে বিভীষণের পশ্চিমে লক্ষ্মণের বায়ুকোণে অঙ্গদের উত্তরদিকে শত্রুঘ্নের ও ঈশানকোণে জাম্ববানের, মূর্ত্তি লিখিবে অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের পীঠের উপরি সোনার কি রূপার কিম্বা তামার

দেবস্থ স্থাপনস্থানে তন্তন্ত্রং স্থাপয়েন্মুনে।
অঙ্কুরার্পণমাদৌ চ সপ্তপঞ্চ ত্রিবাসরে॥
যথাবিধি প্রকুর্ব্বীত চন্দ্রতারাবলান্বিতে।
গণেশং প্রার্থনং কুর্য্যাৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ৩৯
সুবর্ণপ্রতিমাং পূজ্যাং বস্ত্রদ্বয়সমন্বিতাং।
কুটুম্বিনে দরিদ্রায় ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৪০
একাক্ষরমন্ত্রং সম্যক্ ধ্যানমার্গেণ যত্নতঃ।
শ্রীরামপ্রতিমাং বাপি দশাক্ষরবিধানতঃ॥ ৪১
আত্মমূলেন বা চাপি দ্বাদশাক্ষরমার্গতঃ।
যেন কেনাপি মার্গেণ কারয়েদ্বিধিবন্মুনে॥ ৪২

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথবা পাথরের বত্রিশ আঙ্গুল বা যোলো আঙ্গুল পরিমাণে চতুর্দ্দিকে সমান একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বসাইবে।

তারপর চন্দ্র তারা বল পাইয়া আগে ঘট স্থাপন করিবে তদবধি সাত বা পাঁচ বা অন্তত তিন দিন ধরিয়া তথায় পূজা করিবে পরে সকল বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত গণেশের উদ্দেশে পূজা প্রার্থনা করিবে এবং যুগে বস্ত্রের সহিত সেই পূজিত সুবর্ণময়ী গণেশপ্রতিমা খানি আত্মীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ৪০

হে মুনে! শ্রীরামের প্রতিমাকে একাক্ষর মন্ত্রের প্রণালীতে হউক না দশাক্ষর মন্ত্রের প্রণালীতেই বা কি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের বিধানেই হউক যে কোন আগমোক্তবিধানেই স্থাপন করিতে পারিবে ঐ বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত যে কোন পথই প্রশস্ত জানিবে। ৪২

ঊনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

---*---

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

কথং দশাক্ষরাদীনাং মার্গো বৈ মুনিসত্তম।
প্রাচক্ষ্ব সর্ব্বংস্তং মে ত্বয়ি ভক্তস্য সুব্রত॥ ১

অগস্ত্য উবাচ।

সাধু বক্ষ্যামি সর্ব্বং তে শৃণুষ্বাবহিতো মুনে।
সীতালক্ষ্মণবামাংশং দ্বিভুজং চারুলোচনং॥ ২
বামহস্তেন সীতায়াঃ স্পৃশন্তং স্তনমণ্ডলং।
জ্ঞানমুদ্রাযুতেনান্যেনান্বিতং লোকসুন্দরং॥ ৩
ধনুর্দ্ধরগতেনাপি লক্ষ্মণেন সুশোভিতং।
কোটিকন্দর্পসঙ্কাশং রাঘবং করুণাকরং॥ ৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন। হে মুনিবর! শ্রীরামের দশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র সমুদয়ের কিরূপ প্রণালী ও সেই সেই মন্ত্রে কোন প্রকার মূর্ত্তির উপাসনা তাহা আমার কাছে বর্ণন করুণ আমি আপনাতে নিতান্ত অনুরাগী জানিবেন।

অগস্ত্য বলিলেন।

হে তাপস! ভাল বলিয়াছ আমি তোমাকে সে সকলই বলিতেছি স্থির হইয়া শ্রবণ কর।

উপবিষ্টং পদ্মমধ্যে বীরাসনমনোহরং।
হনূমৎসেবিতং বাগ্রে কুর্য্যাদেবং মনোহরং॥ ৫
দশাক্ষরোহয়ং কথিতো বিধিনা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং বিভুং॥ ৬
দ্বিভুজং কঞ্জনয়নং দিব্যসিংহাসনে স্থিতং।
বসিষ্ঠাদ্যৈঃ পরিবৃতং হাররত্নকিরীটিনং॥ ৭
সীতাসংলাপচতুরং দিব্যগন্ধাদিশোভিতং।
চাপধয়করেণারাৎ সেবিতং লক্ষণেন চ॥ ৮

যাঁহার বামভাগ জনকতনয়াতে শোভিত আছে যিনি লোক মনোহারী ভুজদ্বয়ধারী বাম হস্ত দিয়া জানকীর পয়োধর স্পর্শ করিতে-ছেন দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার নয়ন কর্ণ-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে এবং যিনি ধনুর্দ্ধারী অনুজ লক্ষণের সহিতই পদ্মের উপরিভাগে বীরাসনে বসিয়া আছেন এবং সম্মুখে হনুমান্ ভক্তিসহকারে প্রাঞ্জলি হইয়া রহিয়াছে তিনি কোটি কামের মত সৌন্দর্য্যশালী সেই করুণাময় রঘুনাথকে এইভাবে প্রস্তুত করিবে। ৫

ইহাই দশাক্ষর মন্ত্রে উপাসনা করিবার মূর্ত্তি—আর যিনি নীল-পদ্মের মত শ্যামলকান্তিশালী পীতবসনধারী ও দ্বিভুজ বিভু যাঁহার নয়ন পদ্মফুলের মত সুন্দর এবং যিনি রত্নহার কিরীট পরিয়া অনুপম সিংহাসনে বসিয়া সীতাদেবীর সঙ্গে মধুর আলাপ করিতেছেন দিব্য গন্ধ দ্রব্যে যাঁহাকে সুরভি করিয়াছে যাঁহার সম্মুখে লক্ষণ ধনুর্ধারণ করিয়া সতত রক্ষা করিতেছেন আর দুই পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতা থাকায় যাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। ৮

লক্ষ্মণ ভরতশত্রুঘ্ন পার্শ্বয়োঃ পরিশোভিতং।
ধ্যায়ন্নন্যধী রামং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ ॥ ৯

পূজয়েদ্দীক্ষিতো নিত্যং শ্রীরামন্যাসপূর্ব্বকং।
মন্ত্রসন্ধ্যাং নির্বাহ্যৈব ত্রিকালং পূজয়েৎ সদা ॥ ১০

ক্রোড়স্থং সীতয়া সার্দ্ধং নীলজীমূতসন্নিভং।
বৃগাকপীচ্ছকুশোন(?) বসিষ্ঠেন স্মৃতং বিভুং ॥ ১১

তদধায় তু সৌমিত্রি চাপবাণগ্রহোদ্যতং।
চাপদ্বয়ধরং পশ্চাৎকৃশং তু সুশোভনং ॥ ১২

সর্ব্বলোকহিতাক্রান্তং পীতাম্বরধরং বিভুং।
ধ্যায়ন্নষ্টাক্ষরং জপ্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩

সজলাম্বুদসঙ্কাশং ধনুর্ব্বাণকরং মুনে।
ধ্যায়ন্নষ্টাক্ষরং জপ্ত্বা রামএব ভবেত্ততঃ ॥ ১৪

দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীরামের বক্ষ্যমাণ প্রকারে মূর্ত্তি ধ্যান করত অনন্য মনে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটী ন্যাসপুটিত করিয়া সতত ঐ মন্ত্রে পূজা করিবে। ত্রিকালেই অগ্রে তান্ত্রিক সন্ধ্যায় উপাসনা করিয়া অর্চ্চনায় বসিবে।

তাঁহার ধ্যান করিবে এইরূপে যিনি সজল নীল মেঘের মত কান্তি-সম্পন্ন সদাই জানকীর সঙ্গে বিলাস খেলায় আসক্ত যাঁহাকে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ও সদাই ধ্যান করিতেছেন। সম্মুখে যাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরিতে ব্যস্ত হইয়াছেন সেই পীতবসন পরিধারী ভগবান্ সর্ব্ব ভূতের হিতৈষী।

শ্রীরামকে উপরোক্ত মূর্ত্তিতেই ধ্যান করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে উপাসনা করিবে। ঐ রূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে জপ করিলেও ভক্ত সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া

জ্ঞানমুদ্রান্বিতভুজং হনুমৎসেবিতং বিভুং ।
শত্রুঘ্ন—ভরতাভ্যাঞ্চ লক্ষ্মণেন সমাবৃতং ॥ ১৫
ধ্যাত্বাষ্টাক্ষরং জপ্ত্বা মুক্তের্ভবতি ভাজনং ।
অন্যাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ সন্তি বহ্ব্যো বৈ মুনিসত্তম ॥ ১৬
আসামন্যতমা মূর্ত্তিঃ স্থাপনীয়া প্রযত্নতঃ ।
মন্ত্রাংশ্চ বৈষ্ণবানুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ চাঞ্জসা ॥ ১৭
দেবস্যাপি প্রকুর্ব্বীত ততোঽস্তি কিমতঃ পরং ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাপনন্যাসান্ যথাবিধি বিচক্ষণঃ ॥ ১৮
লক্ষ্মণস্যাপি মন্ত্রস্য ন্যাসং দেব্যাশ্চ মারুতেঃ ।
শত্রুঘ্ন ভরতাদীনাং কুর্য্যাত্তন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ১৯

থাকেন। হে মুনিবর! সজলজলধরের মত কান্তিশালী ধনুর্ব্বাণধারী বিগ্রহকে অষ্টাক্ষরমন্ত্রে ধ্যান করিলে ভক্তিমান্ সাধক স্বয়ং রাম হইয়া থাকেন। আর একাক্ষর মন্ত্রের উপাস্য মূর্ত্তি যাঁহার বাহুদুটী জ্ঞানমুদ্রার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত যিনি লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতায় পরিবৃত ও হনুমান্ যাঁহাকে সেবা করিতেছে। এই মূর্ত্তিতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের জপেও আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ করা সহজেই ঘটে।

হে মুনিবর! তাঁহার আরও কত মূর্ত্তিই আছে ইহার মধ্যে যে কোন এক মূর্ত্তির স্থাপনা করিতে পারিবে। ১৬

বৈষ্ণব-মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া শ্রীরামের মূলমন্ত্র-উচ্চারণ করতঃ প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করিলে আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না এইরূপ লক্ষ্মণদেবেরও প্রতিষ্ঠার মন্ত্র ও ন্যাসাদি যথাবিধানে করিয়া ভক্ত সাধক পবনকুমার হনুমানের এবং সীতাদেবীর ও ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতির ও স্বীয় স্বীয় মন্ত্রে ন্যাস ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য একসঙ্গে সযত্নে করিবেন। ১৯

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

লক্ষণাদিমনূনাঞ্চ বিধানং লক্ষণং মুনে।
বক্তুমর্হসি মে সর্ব্বং ভক্তয়েদং দয়ানিধে॥ ২০

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি সর্ব্বং তে সবিস্তরমনেকধা।
রেফপূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য বিন্দুলক্ষণসংযুতং॥ ২১
ঙেহন্তোহয়ং লক্ষণমনূর্নমঃপদসমন্বিতঃ।
ঋষিঃ স্যাগস্ত্যমেবাত্র গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে॥ ২২
লক্ষণো দেবতাপ্রোক্তা লংবীজং শক্তিরস্তু হি।
নমোহস্তু বিনিযোগো হি পুরুষার্থচতুষ্টয়ে॥ ২৩
দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরতনুং পদ্মনিভেক্ষণং।
ধনুর্ব্বাণকরং রামসেবাসংসক্তমানসং॥ ২৪

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন।

হে মুনিবর! লক্ষণ প্রভৃতির ও মন্ত্র সকলের ও কিরূপ বিধান ও লক্ষণ তাহা আমাকে বলুন হে দয়াময়! আমাকে একান্ত ভক্তিমান্ বলিয়াই জানিবেন। অগস্ত্য বলিলেন।

হে তাপস! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের নানারূপেই সবিস্তর বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে অনুস্বারযুক্ত র বর্ণ তৎপরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত লক্ষণ পদ বসাইয়া শেষ নমঃ শব্দ বলিলেই লক্ষণমন্ত্র হইল (অর্থাৎ রং লক্ষণায় নমঃ) এই মন্ত্রের ঋষি আমাকে জানিও ছন্দ হইলেন গায়ত্রী আর দেবতা স্বয়ং লক্ষণ লংবীজ এই মন্ত্রের শক্তি আর ধর্ম্মার্থ মোক্ষ কাম চতুর্বর্গ সিদ্ধির কারণেই ইহার প্রয়োগ জানিও ইনি দ্বিভুজ ও ধনুর্ব্বাণধারী এবং ইহার দেহ কান্তি স্বর্ণের ন্যায় ও

পূজাপি বৈষ্ণবে পীঠে সাঙ্গাবরণবর্জ্জিতে।
সপ্তলক্ষংপুরশ্চর্য্যা ততঃসিদ্ধস্তু সাধয়েৎ ॥ ২৫
দেব্যাস্তু পূর্ব্বমেবোক্তং সহ রামেণ তদ্ভবেৎ।
ভরতশ্চৈবমেব স্যাচ্ছত্রুঘ্নস্যাপ্যয়ং বিধিঃ ॥ ২৬
অঙ্গত্বেনোদিতা হ্যেতে প্রাধান্যেনাপি সত্তম।
শ্রীরামপূজানিরত এতেন বিজয়েৎ সদা ॥ ২৭
আদাবপ্যন্ততো বাপি পূজায়াং রাঘবস্য তু।
এতেষামপি কর্ত্তব্যা ভুক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ ॥ ২৮
প্রাধান্যেন পৃথক্ত্বেন অঙ্গত্বে রামপীঠকে।
হনুমতোঽপ্যেবমেব কুর্য্যাৎ পূজামতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯

নয়ন দুটী রক্তপদ্মের মত শোভমান রামচন্দ্রের সেবাতেই সতত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিতেই বৈষ্ণব পীঠের উপরে ইহার ধ্যান পূজা হয়।

ইহার মন্ত্রের সাত লক্ষ জপে পুরশ্চরণ করিলে সাধক অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আর জানকীর কথা পূর্ব্বেই রাম মূর্ত্তির ধ্যান কথন-কালে বলিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে রামের সঙ্গেই একাসনে বসাইবে। ভরত শত্রুঘ্নের ও এইরূপ বিধান জানিবে যদি ও ইহাদের কথা প্রসঙ্গাধীন বলিলাম তথাপি প্রধান বলিয়াই ইহাদের নিমিত্ত ও যত্নবান্ হইবে। যে শ্রীরামের পূজায় ব্যস্ত তাহারও ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে ভোগ ও মুক্তিকামী ভক্তেরা রঘুনাথের পূজার প্রথমে ও শেষে ইহাদের পূজা করিবে আর প্রধান বলিয়াই হউক কিম্বা অঙ্গ বলিয়াই হউক হনুমানের পূজার পৃথক্ রূপে এই ভাবেই নিরলস হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। এক্ষণে হনুমানের মন্ত্র বলি শুন। ২৯

পূর্ব্বং নমঃপদমেবোক্ত্বা ততো ভগবতে পদং ।
আঞ্জনেয়পদং ঙেহন্তং মহাবলপদং তথা ॥ ৩০
বহ্নিজায়ান্তএব স্যান্মন্ত্রো হনুমতঃ পরঃ ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা ॥ ৩১
মালামন্ত্রঃ পরমন্ত্রোঽপি মারুতেঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ।
লক্ষ্মণস্য সদা পূজ্যঃ প্রোদ্যাত্যৈব নিত্যশঃ ॥
যথা রামস্য পূজা স্যাত্তথা তস্যাপি নিত্যশঃ । ৩২
বৈষ্ণবন্যাসজালন্তু সর্ব্বং কৃত্বা সমাহিতঃ ॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়ৈব মাতৃকামপি যত্নতঃ । ৩৩
বিধায় মানসীং পূজাং বাহ্যপূজামপি স্বয়ং ॥
ত্রিকালমেককালং বা নিত্যমেকান্ত আস্থিতঃ । ৩৪
সাফল্যং রামপূজায়া য ইচ্ছেন্নিয়তব্রতঃ ॥

প্রথমে নমঃ পদ তারপর ভগবতেপদ তৎপরে ক্রমিক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত আঞ্জনেয় পদ ও মহাবল পদ বলিয়া শেষে স্বাহা পদ বলিলেই ঐ মন্ত্র হয় অর্থাৎ ।

নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় স্বাহা এই রূপ হনুমানের মন্ত্রটী সকলের সকল সময়েই সকল কার্য্যই সাধন করিয়া থাকেন ইহাকে শ্রেষ্ঠ মালামন্ত্র বলে । ৩৩

লক্ষ্মণের ও সেই মত প্রত্যহ হইবে । প্রথমে একাগ্রমনে বৈষ্ণব ন্যাসগুলি করিয়া সযতনে ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস করিবে তৎপরে মানস পূজা ও বাহ্যপূজা ক্রমিক একবার দুইবার অথবা ত্রিসন্ধ্যায় নির্জ্জনে বসিয়া পূজা করিবে যদি সম নিয়মাদি ব্রতধারী পুরুষ রাম-

তেন যত্নেন কর্ত্তব্যা লক্ষণস্যাপি বিস্তরাৎ । ৩৫
শ্রীরামমন্ত্রভেদাস্তু বহবঃ সন্তি বৈ মুনে ॥
তৎসাধকৈঃসদা কার্য্যা সৌমিত্রেরপি সর্ব্বশঃ । ৩৬
পরংব্রহ্মাপি লোকেঽস্মিন্ রামলক্ষণসংজ্ঞয়া ॥
আবির্ভূয় চ কাত্স্ন্যেন সেব্যতাংতদ্দ্বয়ং সদা । ৩৭
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতং বা সুসমাহিতঃ ॥
লক্ষণস্য মনুর্জপ্যো মুমুক্ষুভিরতন্দ্রিতৈঃ । ৩৮
তারকব্রহ্ম লোকেঽস্মিন্ যথা সেব্যো মুমুক্ষুভিঃ ॥
তথৈব লক্ষণমনুঃ সদা সেব্যো ভবেদিহ । ৩৯
দশাক্ষরাদিমন্ত্রাণাং সাফল্যমপি কাঙ্ক্ষিনা ॥
সেব্যোঽয়ং সর্ব্বদা মন্ত্র ঐহিকামুষ্মিকপ্রদঃ । ৪০

পূজার ফল পাইবার আশা করেন তবে তিনি যেন যত্নপূর্ব্বক ঐ সঙ্গে লক্ষণেরও সমানভাবে অর্চ্চনা করেন । ৩৫

হে মুনিবর ! শ্রীরামের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনেক মন্ত্র আছে রামের উপাসকেরা লক্ষণের মন্ত্রের ও জপাদি উপাসনা করিবেন । কারণ এই সংসারে অবয় পরমব্রহ্মই রামলক্ষণ সংজ্ঞাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের উভয়কেই সর্ব্বদা সমভাবে সেবা করিবেন মুক্তিকামী সাধকেরা একাগ্রচিত্তে আলস্য ত্যাগ করত লক্ষণের মন্ত্রের ও এক হাজার, আট বা এক শত আট সংখ্যায় জপ করিবে এই সংসারে মুমুক্ষুদের শ্রীরামরূপ তারকব্রহ্ম যেমন সেব্য তেমনি লক্ষণমন্ত্রও সর্ব্বদাই সেবা করা উচিৎ নচেৎ দশাক্ষর প্রভৃতি রাম মন্ত্রের সাফল্য লাভ করা সুকঠিন হয় । ৪০

অজপ্ত্বা লক্ষণমন্ত্রং রামমন্ত্রান্ জপন্তি যে ॥
তজ্জপ্তস্য ফলং নৈব প্রাপ্নুবন্তি কুশলা অপি। ৪১
অরিমিত্রবিবেকোঽপি নৈব কার্য্যো ভবেদিহ ॥
রামপূজারতৈর্নিত্যং সদা সেব্যোঽয়মঞ্জসা। ৪২
যো জপেল্লক্ষণমন্ত্রং নিত্যমেকান্তমাশ্রিতঃ ॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সকামানাপ্নুতে হ্যখিলান্। ৪৩
মনোবাক্কায় কর্ম্মোত্থৈর্বহুভিস্তৈরপ্যনেকশঃ ॥
মহদ্ভিরপি পাপৌঘৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যাতি বিষ্ণোঃ পরংপদং ॥ ৪৪
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

এই লক্ষণমন্ত্র সম্যকরূপে উপাসিত হইলে ঐহিক অভীষ্ট সমধিক প্রদান করিয়া থাকেন যাহারা লক্ষণমন্ত্র জপ না করিয়া রামমন্ত্র জপ করে তাহারা সাধক হইলেও সে জপের ফল লাভ করিতে পারে না আর লক্ষণমন্ত্রে অরি মিত্রাদিদোষ বিচার কোনরূপ করিতে যাইবে না কারণ এ মন্ত্রে সে সব দোষ নাই। রামপূজায় নিরত জনেরা প্রত্যহ বিনাতর্কে এই লক্ষণমন্ত্র জপ করিবে যে প্রত্যহ নির্জ্জনে বসিয়া লক্ষণ মন্ত্র জপ করে সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ করিতে পারে। এবং যদি কায়মনোবাক্যে বারংবার সংক্রান্ত মহা-পাতকাদি বড় বড় পাপও অনুষ্ঠিত হয় তবে লক্ষণমন্ত্রজাপী তাহা হইতেও মুক্তি পাইবে সন্দেহ নাই ও সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিয়া বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকে জানিবে ॥ ৪৫

অগস্ত্য সংহিতায় ত্রিংশোঽধ্যায়।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:•:—

অগস্ত্য উবাচ ।

পুরোদিতস্য মন্ত্রস্য প্রয়োগানহমঞ্জসা ।
কথয়ামি তথা শক্তিং রহস্যঞ্চ সুবিস্তরং ॥ ১
প্রয়োগায়ৈব মন্ত্রোঽয়মুপদিষ্টোঽথ শার্ঙ্গিণা ।
অর্জ্জুনশ্চ পুরা সম্যগনেনৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২
দিশো বিজিত্য সকলাঃ স কুরূনেক এব হি ।
প্রাতিষ্ঠিপদ্ধর্ম্মরাজং পৈতৃকে রাজ্য উত্তমে ॥ ৩
অয়প্রধানো মন্ত্রোঽয়ং রাজ্যপ্রাপ্ত্যৈকসাধনঃ ।
যো জপেন্নিয়তো মন্ত্রং লক্ষমেকং সমাহিতঃ ॥ ৪
সোঽচিরাদ্ভ্রষ্টরাজ্যোঽপ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ।
অভিষিক্তমযোধ্যায়াং ধ্যায়েদ্রামমনন্যধীঃ ॥ ৫

একত্রিংশোঽধ্যায় ।

অগস্ত্য বলিলেন । হে তপোধন ! আমি প্রথমেই তোমাকে সেই লক্ষণ মন্ত্রের সুপ্রয়োগ শক্তি ও গূঢ় তত্ত্ব সবিস্তর বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন লক্ষণের উপাসনা করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র উপদেশ নিয়াছিলেন ও এই মন্ত্রের সাহায্যে লক্ষণের আরাধনা করিয়া উত্তর কুরুদেশ প্রভৃতি সমুদয় পরাজয় করিয়া ধনঞ্জয় এই খ্যাতিযুক্ত নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পৈতৃক সাম্রাজ্যে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের প্রধান

পঞ্চায়ুতমন্ত্রং বা জপ্ত্বা নষ্টরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ।
নাগপাশবিনির্মুক্তং ধ্যায়েদেকান্ত আশ্রিতঃ ॥ ৬
সর্বতঃ শৃঙ্খলমুক্তো নিগড়াদ্যৈস্তথৈব হি।
আগ্নেয়বাণাদ্যৈর্বৈরিনীতৈর্বিগতব্যথং ॥ ৭
ধ্যায়ন্মন্ত্রজপেন স্বাপমৃত্যুং জয়েন্নরঃ।
ইন্দ্রজিৎপ্রাণহন্তারং ধ্যায়েদেবং সমাহিতঃ ॥ ৮
দুর্জয়স্যাপি বেগেন জয়েদরিকুলং চ তৎ।
সর্পান্ধ্যাত্বা নাগাস্ত্রচ্ছেদনোদ্যুক্তমানসং ॥ ৯
ধ্যায়ন্ সহস্রজাপেন পুরুহূতাদিকান্ জয়েৎ।
রামপাদাব্জসেবার্থং কৃতধারমথ স্মরন্ ॥ ১০

ফল শত্রুজয় অবান্তর রাজ্যলাভেরও এক মাত্র সহায় জানিবে। যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে এক লক্ষবার এই মন্ত্র জপ করে সে যদি রাজ্যভ্রষ্টও হইয়া থাকে তবে পুনরায় নিজ রাজ্য নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারে।

এবং শ্রীরামের অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত অবস্থার রূপটিকে যে ব্যক্তি অনন্যমনে ভাবনা করিয়া পঞ্চাযুত রামায় নমঃ এই মন্ত্রের জপ করে সেও নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার পাইয়া থাকে। ৫

এবং যে ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতেছেন লক্ষ্মণের এইরূপ ধ্যান করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করে তাহার সকল বন্ধনমোচন হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণকে হনুমান কর্ত্তৃক সমানীত ঔষধি-সম্পর্ক পাইয়া যাতনা শূন্য হইতেছেন ধ্যান করিয়া ঐ লক্ষ্মণ মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিলে নিশ্চিতই অপমৃত্যু ভয় থাকে না।

সপ্তমুক্তেনকান্তে মহারোগান্ বহূনপি।
অপস্মার কুষ্ঠাদীন্নাশয়ত্যেব তৎক্ষণাৎ॥ ১১
ত্রিমাসং নিতাহারো জপেৎ সপ্তসহস্রকং।
দিনে দিনে বিধানেন সদাপবিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১২
অষ্টোত্তরশতৈঃ পুষ্পৈ নিশ্ছিদ্রৈঃ শতপত্রকৈঃ।
পায়সংশর্করোপেতং নৈবেদ্যং বিবিধং মুনে॥ ১৩
ঘনসার-সমাযুক্তং চন্দনেনাবলিপ্য চ।
দেবোদ্দেশেন নিত্যঞ্চ সংপূজ্যেবং দ্বিজোত্তমান্॥ ১৪
কুষ্ঠরোগাৎ প্রমুচ্যেত দুশ্চিকিৎস্যাদনেকশঃ।
দুর্দ্দোষজা বহুবিধা মণ্ডলাদিপ্রভেদতঃ॥ ১৫

এবং শ্রীরাম একাগ্রমনে লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎজয়কারিণী মূর্ত্তির ভাবনা করিয়া জপ করিলে অসংখ্য অজেয় শত্রুকুলকেও অচির মধ্যে পরাজিত করিতে পারা যায়। আর যখন তিনি সূর্পনখারাক্ষসীর নাসিকা কাটিতে মনন করিতেছিলেন তখন কার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া সহস্র সংখ্যক ঐ মন্ত্র জপ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও জয় করা যায়।

আর লক্ষ্মণকে যদি শ্রীরামের পদারবিন্দ সেবার জন্য স্তব করিতেছেন ধ্যান করিতে পার ও ঐ সঙ্গে তদীয় পঞ্চাক্ষর মন্ত্র নিযুত সংখ্যায় জপ কর তবে তুমি সুকঠিন রাজরোগ হেতেও নিষ্কৃতি পাইতে পার। অধিক কি কয় অপস্মার কি কুষ্ঠ প্রভৃতি অসাধ্য রোগও অচির মধ্যে দূর হইয়া যায়। ১৪

এবং যদি কেহ জিতেন্দ্রিয় ও পরিমিতভোজী হইয়া তিন মাস ধারাবাহিক প্রতিদিন ঐ মন্ত্র সাত হাজার করিয়া জপ করে ও প্রত্যহ লক্ষ্মণকে চন্দন দ্বারা বিলেপন করত ছিদ্র শূন্য ১০৮ এক শত আটটি

তে সর্ব্বে নাশমায়াস্তি দুশ্চিকিৎস্যা অপি ক্ষণাৎ।
একান্তে নিয়তাহারঃ ষণ্মাসান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৬
জপন্নেবং বিধানেন ক্ষয়রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
মাষসংপূপান্ননৈবেদ্যৈর্জপন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥ ১৭
বাতরোগাৎ প্রমুচ্যেত বহুভেদাদপি ক্ষণাৎ।
অভিমন্ত্র্য জলং নিত্যং মন্ত্রেণ ত্রিঃ সমাহিতঃ॥ ১৮
পীত্বা সন্ধ্যাসু ভক্ত্যা বৈ মুচ্যতে সর্ব্বরোগতঃ।
দারিদ্র্যং নাশয়িত্বা তু শ্রিয়মাপ্নোতি সুব্রতঃ॥ ১৯
বিষাদিদোষসংস্পর্শো ন ভবিষ্যেৎ কদাচন।
প্রক্ষাল্যৈবং প্রতিদিনং মুখং ভক্ত্যা সমাহিতঃ॥ ২০

পদ্ম ফুল দিয়া পূজা করে ঐ সঙ্গে তাঁহার উদ্দেশে শর্করা মিশ্রিত কর্পূর-বাসিত পায়স প্রভৃতি উত্তম নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ নিত্য অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় তবে সে অনেক চিকিৎসায় অসাধ্য কুষ্ঠাদি রোগ হইতে নিশ্চিতই মুক্ত হইয়া থাকে। ১৫

সংসারে কুকর্ম্মের দোষে কতই দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে কিন্তু সে সকল ঐ মন্ত্র জপে দূর হইয়া যায়।

যদি কেহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরিমিত আহার করিতে থাকিয়া ছয় মাস বিরলে বসিয়া শরণ মন্ত্রের জপ করে তবে সে ক্ষয়রোগ থেকে মুক্ত হয় আর যদি একাগ্রমনে মাষকলাইএর পিষ্টক নৈবেদ্য দিয়া মন্ত্র জপ করে তবে সে বাতরোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

অধিক কি এই মন্ত্রে পূতসলিলও যদি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তি করিয়া পান করা যায় তবে সর্ব্ব রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ১৮

এবং দারিদ্র্য দূর হয় ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে ও কখন বিষাদিদোষ স্পর্শ

মুখনেত্রাদিসম্ভূতান্ জয়েদ্রোগান্ সুদারুণান্।
পীত্বাভিমন্ত্রিতজলং কুক্ষিরোগান্ জয়েদ্বহূন্ ॥ ২১
দেবস্য প্রতিমাদানং কৃত্বা ভক্ত্যা বিধানতঃ।
সর্বেভ্যোঽপাথ রোগেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
কন্যার্থী চোর্ম্মিলাপাণিগ্রহণাসক্তমানসং।
ধ্যায়েল্লক্ষ্মণং জপ্ত্বা হুত্বা লাজৈর্দশাংশকং ॥ ২৩
ঈপ্সিতাং প্রাপ্নুয়াৎ কন্যাং শীঘ্রমেব তপোধন।
দীক্ষিতং জৃম্ভণাস্ত্রাণাং মন্ত্রেষু নিয়তব্রতঃ ॥ ২৪
সংস্মরন্ বিধিবন্নিত্যং মাসত্রয়মনন্যধীঃ।
পূজাপূর্ব্বং মনুং সপ্তসহস্রং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫

করিতে পারে না আর যদি কেহ ভক্তিযোগে ঐ মন্ত্রপূতজলে মুখাদি প্রক্ষালন করে তবে সে মুখ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীড়াকে তাড়াইতে পারে একবার ঐ মন্ত্রপূত জলপানে পেটেরও কোনরূপ পীড়া কখন হয় না। ২১

যাহারা ঐ প্রভুর প্রতিমা ভক্তি করিয়া দান করিবে তাহারাও সকল রোগ থেকে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। তাপসাদি যে কেহ বিবাহের বাসনায় কন্যার জন্য প্রার্থনা করে তবে সে যেন লক্ষণের বিবাহকালের মূর্ত্তি ধ্যানকরত তদীয় মন্ত্রের লক্ষজপ করিয়া খই দিয়া জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করে তাহা হইলে শীঘ্রই সে অভিমত কন্যা লাভ করিতে পারিবে। ২৩

আর ইহা যখন জৃম্ভণাস্ত্রের দীক্ষা পাইবার সহায় তখন এই মূর্ত্তি-ধ্যান করত যদি কেহ তিন মাস জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ যথাবিধানে পূজাপূর্ব্বক সাত হাজার করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করে তবে

জপন্নিখিলবিদ্যানাং তত্ত্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবং।
বিশ্বামিত্রক্রতুবরে কৃতাদ্ভুতপরাক্রমং॥ ২৬
ধ্যায়ন্নযুতজপ্যেন ভয়েভ্যো মুচ্যতেঽচিরাৎ।
সন্ধ্যাধোপাস্য বিধিবৎ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিদ্॥ ২৭
ত্রিকালং নিয়তো ভূত্বা কৃতকৃত্যো বিধিঃ স্বয়ং।
দীক্ষাযুতো যথান্যায়ং গুর্ব্বনুজ্ঞাপুরঃসরং॥ ২৮
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরংপদং।
ঐহিকাননপেক্ষ্যৈবং নিষ্কামো যোঽর্চ্চয়েদ্বিভুং॥ ২৯
দীক্ষাংপ্রাপ্য বিধানেন গুরোর্বিগতকল্মষাৎ।
স্বাচারনিরতাদ্দান্তাৎ গৃহস্থাদ্বিজিতেন্দ্রিয়াৎ॥ ৩০
তদনুজ্ঞানুসারেণ পুরশ্চর্য্যাস্তথাবিধি।
স সর্ব্বান্ পুণ্যপাপৌঘান্ দগ্ধ্বা নির্ম্মলমানসঃ॥ ৩১

সে নিশ্চিতই সমগ্র বিদ্যায় পারদর্শী হয় জানিবে এবং বিশ্বামিত্র যজ্ঞে অদ্ভুত বিক্রমপ্রকাশক রূপের ধ্যান করত অযুত সংখ্যক জপ করিলেই চিরদিনের মত ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। ২৬

অন্যের কথা অধিক কি বলিব মন্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মা নিজেই ত্রিকালে ঐ মূলমন্ত্রে দ্বারা পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

যদি কেহ শাস্ত্রবিধানানুসারে গুরুর আদেশ অনুসরণ করত ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হয় তবে সে ও সকল পাপ থেকে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে গমন করিয়া থাকে; কিম্বা যদি কেহ সদাচারী জিতেন্দ্রিয় নিষ্পাপ গৃহস্থ গুরু পাইয়া তাঁহার কাছে শাস্ত্র বিধানে দীক্ষিত হইয়া ঐহিক ভোগের বাসনা না রাখিয়া নিষ্কামহৃদয়ে ঐ বিভুর আরাধনা করে ও গুরু আজ্ঞার অনুসরণ করত শাস্ত্রমতে ঐ মন্ত্রের শরণ ক৫

পুনরাবৃত্তিরহিতং শাশ্বতং পদমাপ্নুয়াৎ।
সকামো বাঞ্ছিতান্ লব্ধা ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোহরান্ ॥ ৩২
জাতিস্মরশ্চিরং ভূত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরংপদং।
যথা শ্রীরামমন্ত্রাণাং প্রযোক্তুঃ পাপসম্ভবঃ ॥ ৩৩
তথা নো লক্ষ্মণমনোঃ কিন্তু যাতি পরাংগতিং।
মন্ত্রোঽয়ং ব্রহ্মণা পূর্বংতুষ্টেন তপসা চিরং ॥ ৩৪
সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে মহ্যং দত্তো হি সাদরং।
ময়াপ্যুপাসিতোঽয়ংবৈ ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৩৫
গুরুভক্তিং সমালোক্য মামেবাজ্ঞাকরোদৃষিং।
প্রকাশিতো ময়াপ্যস্মিন্ লোকে গুর্বাজ্ঞয়া পুনঃ ॥ ৩৬
উপাস্য বহবো লোকে মন্ত্রমেতদনেকশঃ।
সংপ্রাপ্য বাঞ্ছিতান্ স্থান্ স্থানগমন্ধাম বৈষ্ণবং ॥ ৩৭

তবে তাহার সকল পাপরাশি দগ্ধ হয় সে নির্মলচিত্ত হইয়া নিত্য নির্মল ব্রহ্মপদ লাভ করে যাহা পাইলে আর সংসারে আসিতে হয় না আর যদি কামনা রাখিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করা হয় তবে সে অভীষ্ট লাভ করে ও অনুপম সুখ সম্পদ্ উপভোগ করত বহুজন্মে ইপূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পাইয়া থাকে শেষ বিষ্ণুধামে গমন করিতে পায়। ৩২

এবং শ্রীরামমন্ত্রের অঙ্গহীনতাদি নিবন্ধন দোষরাশি প্রয়োগকারী পুরুষের পক্ষে ঘটনা করা হয় কিন্তু লক্ষ্মণমন্ত্রে সেরূপ ঘটে না কারণ এই মন্ত্র যে কোনরূপে ব্যবহৃত হইলেই সম্পূর্ণ ফল দেয় পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে বসিয়া আমাকে এই মন্ত্র দিয়াছিলেন তদবধি আমি ভক্তিযুক্তহৃদয়ে সেই মন্ত্র উপাসনা করিয়া আসিতেছি এবং আমার সেই গুরুদেব আমাকে বিশেষরূপ

নানেন সদৃশো মন্ত্রো ময়া দৃষ্টোহি কুত্রচিৎ।
শৈব বৈষ্ণব সৌরেষু গাণপত্যেষু বা মুনে ॥ ৩৮
কেচিন্মুক্ত্যৈকমেব স্যুঃ কেচিদৈহিকসাধনাঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদশ্চায়মেকো বিজয়তে পরং ॥ ৩৯
ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক্রাচার্য্যই এই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমি গুরুর আজ্ঞাতেই সংসারে এই মন্ত্র বহুবার প্রকাশ করিয়াছি।

সংসারে অনেক ব্যক্তি এই মদুপদিষ্ট মন্ত্র উপাসনা দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। আমি ইহার সমান গুণশালী মন্ত্র কোথাও দেখি নাই শৈব সৌর গাণপত্য ও অন্যান্য বৈষ্ণব কত মন্ত্রই রহিয়াছে—

তাহাদের মধ্যে কোনটা কেবল মুক্তিপ্রদ কোনটার উপাসনায় বা ঐহিক ফল মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু এই লক্ষণ মন্ত্র একমাত্রই ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফল দান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ৩৯

ইতি অগস্ত্য-সংহিতায় একত্রিশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞো নিত্যনিশ্চলমানসঃ।
সম্যক্ সংশিক্ষিতশ্চায়ং বহুনাপি কৃপানিধে ॥ ১
ত্বয়া কারুণ্যনিধিনা পূর্ব্বমজ্ঞস্তথা জড়ঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন সংজাতো জ্ঞানী বিগতকল্মষঃ ॥ ২
রামাত্মনি পরব্রহ্মণ্যাসক্তমনসস্তু মাং।
লক্ষ্মণে হি তথা রামে কিঞ্চিদ্ভেদোঽস্তি নৈব হি ॥ ৩
হনুমন্মন্ত্রইত্যুক্তস্ত্বয়া বৈ মুনিপুঙ্গব।
তস্যানুষ্ঠানমেবাহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তে প্রভো।
ত্বমেব প্রসন্নঃ সকলং সমাচক্ষ্ব দয়ানিধে ॥ ৪

বত্রিশ অধ্যায়।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন। হে দয়াময়! আপনার উপদেশে আমার সমস্ত বেদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হইল আপনি আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন আমি পূর্ব্বে কিছু জানিতাম না অতি মূর্খ ছিলাম এক্ষণে আপনি গুরু আপনার নিকট শিক্ষা পাইয়া আমার সব পাপ ধ্বংস হইল আমি রামরূপ পর ব্রহ্মে মন সমর্পণ করিয়াছি বটে কিন্তু এখন আর রাম ও লক্ষ্মণে কোনই পার্থক্য জ্ঞান আসিতেছে না।

হে প্রভো! আপনি যে হনুমানের মন্ত্র বর্ণন করিলেন এখন তাহার অনুষ্ঠানব্যাপার জানিতে ইচ্ছা করিতেছি হে দয়াময়! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সে বিষয়ের সম্যক্ উপদেশ দিবেন।

অগস্ত্য উবাচ।

স্মারিতঃ সম্যগেবাহং ত্বয়া প্রজ্ঞাবতা মুনে।
আঞ্জনেয়মনুর্লোকে ভুক্তিমুক্ত্যৈকসাধনম্॥ ৫
প্রকাশিতঃ শঙ্করেণ লোকানাং হিতমিচ্ছতা।
ভূতপ্রেতপিশাচাদিডাকিনী ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ৬
দৃষ্ট্বা চ প্রপলায়ন্তে মন্ত্রানুষ্ঠানতৎপরম্।
ঋষিরীশ্বর এব স্যাদনুষ্টুপ্ছন্দ উচ্যতে॥ ৭
হনূমান্ দেবতা প্রোক্তা হুং বীজং শক্তিরন্তজৌ।
কীলকং হাত্রয়ং প্রোক্তং বেদকর্ণৌ হসৌ পুনঃ॥ ৮
হনূমৎপ্রীণনঞ্চৈব ফলমাত্মমুদাহৃতম্।
সর্ব্বেপ্সিতানাং দাতৃত্বমস্যৈবাস্তি ন চান্যতঃ॥ ৯

অগস্ত্য বলিলেন। হে মুনিবর! তুমি বুদ্ধিমান্ বটে ঠিক কথা স্মরণ করাইলে সেই হনূমানের মন্ত্রটীও লোকে ভোগৈশ্বর্য্য ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে এই মন্ত্রটী প্রথমে ভগবান্ শঙ্কর লোকের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হনূমানের মন্ত্রটীর যে ব্যক্তি উপাসনা করে তাহাকে দেখিয়া ভূতপ্রেত পিশাচ ডাকিনী ও ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতিরা দূরে পলায়ন করেন এই মন্ত্রের ঋষি মহাদেব ছন্দ অনুষ্টুভ্ দেবতা হনূমান বীজ হুং শক্তি ? কীলক হাত্রয়। অর্থাৎ হকারাদিত্রয় হসৌঃ। ইহার জপে হনূমানের প্রীতি। সকল বাঞ্ছা পূরণ করিবার শক্তি এই মন্ত্রেরই আছে আর কোথায়ও দেখিনা। ৯

প্রথমে ওঁকার বলিয়া নমোভগবতে পদ বলিবে তৎপরে চতুর্থা— দ্বিভক্ত্যন্ত প্রকটপরাক্রম পদ বলিয়া মশোহিতানদ্ধমতিদেজগত্রিতয়ায়

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য নমো ভগবতে পদং।
ঙেহন্তং প্রকটসংযুক্তং পরাক্রমপদং তথা॥ ১০
তথাক্রান্তপদোপেতং দিঙ্মণ্ডলমুদারয়েৎ।
যশোবিতানধবলীকৃতজগত্ত্রিতয়ায় চ॥ ১১
বজ্রদেহেতি চ পদং রুদ্রাবতারপদং তথা।
সম্বুদ্ধ্যন্তপদং লঙ্কাপুরদহনমীরয়েৎ॥ ১২
উদধের্লঙ্ঘনঞ্চাপি দশগ্রীবকৃতান্তকঃ।
সীতাসমাশ্বসনেতি পদমঞ্জনাগর্ভসম্ভবং॥ ১৩
শ্রীরামলক্ষ্মণানন্দ কপিসৈন্যপ্রাকারক।
সুগ্রীব সাধারণ পদং পর্ব্বতোৎপাটনং তথা॥ ১৪
বাল ব্রহ্মচারিন্নিতি তথা গম্ভীরশব্দপদং তথা।
সর্ব্বগ্রহবিনাশন সর্ব্বজ্বরোচ্ছেদনেতি চ॥ ১৫

বলিবে অনন্তর ক্রমিক চতুর্থ্যন্ত বজ্রদেহ অতিরুদ্র ওরুদ্রাবতার পদ উচ্চারণ করিবে তার পর সম্বোধনবিভক্ত্যন্ত লঙ্কেশ্বরদহন এবং কৃতোদধিলঙ্ঘন ও দশগ্রীবান্তক পদ বলিয়া সীতাশ্বাসন ও অঞ্জনাগর্ভসম্ভব পদ বলিবে তার পর শ্রীরামলক্ষ্মণ পদ ও কপিসৈন্যপ্রাকারক পদ বলিয়া সুগ্রীব সাধারণ পদ ও পর্ব্বতোৎপাটন পদ বলিবে অনন্তর ঐ সম্বোধনান্ত করিয়া ব্রহ্মচারিন্ ও গম্ভীর পদ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্ব বিনাশন ও সর্ব্বপরচ্ছেদন পদ বলিবে অতঃপর ডাকিনী-বিধ্বংসন পদ বলিয়া—মায়াবীজ হ্রীং ও তিনবার হা ও হসৌ পদ বলিবে তৎপরে সর্ব্বং বিষং হর বলং ক্ষোভয় ক্ষোভয় কথা বলিয়া মে সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয় সাধয় হুং ফট্ স্বাহা এই কথা বলিয়া শেষ করিবে এই সম্পূর্ণ বাক্যটীই একটী হনুমন্মন্ত্র ইহার অনুষ্ঠান সর্ব্বাভীষ্ট দোহন করিয়া থাকে। ইহার

ডাকিনীবিধ্বংসনপদং ততস্তারমুদীরয়েৎ।
মায়াহাত্রয়মুচ্চার্য্য মহ্যংদেহি বদেত্ততঃ ॥ ১৬
সর্ব্বংবিষহর পদং বলং ক্ষোভয় ক্ষোভয়।
ততো মে সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েতি দ্বিরুচ্চরেৎ ॥ ১৭
হুংহুংফট্স্বাহেতি মন্ত্রোহয়ং মালাখ্যঃ সর্ব্বকামধুক্।
নমো ভগবতে চাঞ্জনেয়ায়াঙ্গুষ্ঠাভ্যামুদীরয়েৎ ॥১৮
রুদ্রমূর্ত্তয়ইত্যেবং তর্জ্জনীভ্যামনন্তরং।
বায়ুসুতায়াপি তথা মধ্যমাভ্যামপি স্ফুটং॥১৯
অগ্নিগর্ভায় চ তথা নাসিকাভ্যাং প্রবিন্যসেৎ।
রামদূতায় চ পুনঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বিচক্ষণঃ ॥২০
ব্রহ্মাস্ত্রবারণার্থায় চাস্ত্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ।
এবং ষড়ঙ্গঞ্চ মুনে কৃত্বা ধ্যায়েদনন্যধীঃ ॥২১।

তাতপর্য্যার্থ এই যিনি যশোদ্বারা ত্রিজগৎস্তম্ভন করিয়াছেন যাঁহার দেহ বজ্রবৎ সুকঠিন এবং যিনি সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করত রাবণ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন ও সীতাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, অঞ্জনার গর্ভে যাঁহার জন্ম রামলক্ষণের আশীর্ব্বাদে সুগ্রীবের•ন্যায়ই যিনি পর্ব্বত উৎপাটন করিয়াছিলেন সকল গ্রহ জ্বর ও ডাকিনী প্রভৃতিকে যিনি ধ্বংস করেন সেই ভগবান্ রুদ্রাবতার বীর হনুমানকে নমস্কার তিনি মনোবিষ দূর করুন শত্রুবল হ্রাস করুন আর আমার সকল অভীষ্ট সম্পন্ন করুন। ২৭

—অতঃপর অঙ্গন্যাস বলিতেছি প্রথমে নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদুটীতে রুদ্রমূর্ত্তয়ে বলিয়া তর্জ্জনী দ্বয়ে বায়ুসুতায় বলিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ে আর অগ্নিগর্ভায় বলিয়া অনামিকা দুটীতে ন্যাস করিয়া

স্ফটিকাভং স্বর্ণকান্তিং দ্বিভুজঞ্চ কৃতাঞ্জলিং।
কুণ্ডলদ্বয়সংশোভিমুখাম্ভোজং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২২
অযুতস্ত পুরশ্চর্য্যা রামস্যাগ্রে শিবস্য বা।
পূজাঞ্চ বৈষ্ণবে পীঠে শৈবে বা বিধীত বৈ॥ ২৩
আবৃত্তিভি র্বিনা নিত্যং নক্তাশী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষুদ্রযোগনিবৃত্যর্থমষ্টোত্তরশতং জপেৎ॥ ২৪
জপ্ত্বা ত্রিদিনমেকান্তে তেভ্যো মুচ্যেত তৎক্ষণাৎ।
ক্ষুদ্রে ভূত প্রশান্ত্যর্থং শতমষ্টোত্তরং পুনঃ॥ ২৫
দিনত্রয়মথো জপ্ত্বা ভূতানাং মুচ্যতে ভয়াৎ।
ভূতপ্রেত পিশাচাদিশান্তয়ে হ্যষ্টোত্তরং শতং॥ ২৬
জপ্ত্বৈব তত্তস্মান্মুক্তো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
মহারোগাদিশান্ত্যর্থমষ্টোত্তরসহস্রকং॥ ২৭
জপ্ত্বা তস্মাৎ প্রমুচ্যেত নিশ্চিতং নিয়তাশনঃ।
জয়াভিকাঙ্ক্ষিণাং রাজ্ঞামস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে॥ ২৮

রামদূতায় বলিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যাস করিয়া ব্রহ্মচারিণে বলিয়া করতলদ্বয়ে অস্ত্রন্যাস করিবে।

হে মুনিবর! এইরূপে ছয় অঙ্গে ন্যাস করিয়া স্থিরচিত্তে এই রূপের ধ্যান করিবে যে তিনি দুইহাতে কৃতাঞ্জলি পুটে রহিয়াছেন তাঁহার বর্ণ সোনার মত, আভা স্ফটিকের ন্যায় আর কুণ্ডল দুটীতে মুখকমলের বড়ই শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে এই ধ্যানেই তাঁহার পূজা। ২৩

এই মন্ত্রের অযুত সংখ্যক জপে পুরশ্চরণ হয় ঐ পুরশ্চরণ শ্রীরামের বা শিবের সম্মুখেই কর্ত্তব্য এবং শৈব বা বৈষ্ণবপীঠের উপরেই ইহাঁর পূজা করিতে হয়। ২৪

ধ্যায়েদাক্ষসহন্তারমযুতং নিয়তাশনঃ।
জপন্নিয়মেতেন জয়েদ্দুর্জ্জয়মপ্যরিং ॥
সন্ধানায়তু সুগ্রীবসন্ধাতারং স্মরন্নপি।
অযুতেনৈব বলিনা সন্ধিমপ্নোত্যসংশয়ং ॥ ২৯
লঙ্কায়া দাহকং ধ্যায়ন্ জপন্নযুতমঞ্জসা।
শত্রুরাষ্ট্রং দহেদেব দুর্গাব্ধিমপি চানঘ ॥৩০
লঙ্কায়া দাহকং ধ্যায়ন্ জপন্নযুতমঞ্জসা।
শত্রুরাষ্ট্রংদহেদেব দগ্ধাব্ধিমপি চানঘ ॥ ৩১

প্রতিদিন জিতেন্দ্রিয় ও মিতভোজী হইয়া ঐ মন্ত্র একশত আটবার জপিলে ছোটখাট সকল রোগেরই উপশম হয় তিনদিন মাত্র বিরলে বসিয়া ঐরূপ জপ করিলে সকল ক্ষুদ্র রোগ দুর হইয়া যায়!

আর যে ভুত শান্তির জন্য একশত আটবার করিয়া প্রতি দিন ঐ মন্ত্র জপ করে সে ভুতভয় হইতে মুক্ত হয়। ঐরূপ প্রেত পিশাচাদি তাড়াইবার জন্য তিনদিন একশতবার জপ করিলে সেই সকল ভয় থেকে নিশ্চিতই মুক্ত হওয়া যায়।

আর বড় বড় রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মিতাহারী হইয়া এক হাজার আটবার জপ করিতে হয় তাহাতে নিশ্চিতই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় মাত্র জয়াভিলাষী রাজাদের ইহা অপেক্ষা মন্ত্র আর নাই। যদি মিতভোজী হইয়া রাক্ষস হন্তা হনুমানের ধ্যান করত অযুত জপ করা যায় তবে ঐরূপ একমাস করিলেই অজেয় শত্রুকেও পরাজয় করা যায় আর শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে বন্ধুবর সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতায় আবদ্ধ কালীন মূর্ত্তি

জয়ার্থং রিপুসংঘানামস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে।
যস্তু গেহে হনূমন্তং সর্ব্বদৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ৩২
তংবন্দেহন্তমমন্ত্রেণ তস্য লক্ষ্মীরচঞ্চলা।
দীর্ঘমায়ুর্লভেদেব সর্ব্বতো বিজয়ো ভবেৎ ॥ ৩৩
মার্য্যাদিভূতসংক্ষোভঃ তস্য দেশে ন জায়তে।
শত্রবঃ সর্ব্বদা মিত্রভাবেনৈবাসতে সদা ॥ ৩৪
শৈবানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ষট্‌কর্ম্মাত্র প্রদর্শিতং।
নান্যৎসাধনমস্ত্যেব মন্ত্রাদস্মাদনূমতঃ ॥ ৩৫

ভাবনা করিয়া ঐ হনূমমন্ত্র অযুতসংখ্যা জপ করিলে সন্ধি ঘটিয়া থাকে। ২৯

হে অনঘ! লঙ্কাদাহকারী বীরকে ধ্যান করত তদীয় মন্ত্রের অযুত সংখ্যক জপ করিলে সমুদ্র দাহকারী ভীষণ শত্রু রাজাকেও দগ্ধ করা যায় শত্রুসমূহের ধ্বংসের জন্য ইহা অপেক্ষা মহোপায় আর দেখি না যে ব্যক্তি স্বযত্নে তাঁহার মন্ত্র দ্বারা হনূমান্‌কে সর্ব্বদা পূজা করে তাঁহাকে আমি বন্দনা করি ও লক্ষ্মী তার ঘরে চির বিরাজ করেন এবং সে দীর্ঘ আ লাভ করে ও সর্ব্বস্থানে জয়ী হইয়া থাকে অধিক কি সে দেশ মধ্যেও কখন মারী প্রভৃতি ভয় হয় না এবং শত্রুরাও মিত্র ভাবে থাকিয়া কাছে সর্ব্বদা বিনীত থাকে। কি শৈব কি বৈষ্ণব উভয় উপাসকের ইহাতে সমান অধিকার জানিবে কাহারই এই-হনূমানের মন্ত্র ব্যতীত অন্য সদুপায় নাই চোর বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি হইতে ভীত ব্যক্তিদের ইহাই ভয় দূর করিবার প্রধান সহায় কিম্বা যাহাদের রাজ্য অপরে কাড়িয়া লইয়াছে বা যাহাদিগকে শত্রুরা অপদস্থ করিতেছে অথবা

চৌরব্যাঘ্রাদিভীতানাময়মেব পরায়ণঃ।
পরপরস্তরাজ্যানাং ধর্ষিতানাং পরৈঃ পুন ॥ ৩৬
সন্নাহভাজাং যুদ্ধেষু রুদ্ধানাং পরসৈনিকৈঃ।
যাত্রাকালে হনুমন্তং স্মরন্ যস্তু স্বকাৎ পুনঃ ॥ ৩৭
নির্গচ্ছতি স বেগেন ইষ্টার্থমধিগচ্ছতি।
আপৎকালে স্মরেন্নিত্যং চৌরভূতাদিকান্ জয়েৎ ॥ ৩৮

ইত্যগস্ত্যসংহিতায়াং পরমরহস্যে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তা অগস্ত্যসংহিতা।

যাহারা শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে অথবা শত্রুরা যাহাদের ধরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের ও ঐ সব আপদ কাটাইবার জন্য এই হনুমানের মন্ত্রই সহায় জানিবে।

যে ব্যক্তি যাত্রাকালে হনুমানকে স্মরণ করিয়া নিজের বাড়ী থেকে বেগে নির্গত হয় সে অভীষ্টলাভ করিয়া থাকে। যে কোন আপদে পড়িলে হনুমানের স্মরণ করিও তাহা হইলে চৌর ভূতাদি কোন বিঘ্নই থাকিবে না। ৩৮

—*—

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি অগস্ত্যসংহিতা সমাপ্ত।